উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,৩৩০.৫৯ (-২০০.১৫)

নিফটি : ২৫,০১৯.৮০ (-৪২.৩০)

মোদির সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল
পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠন এবং কূটনৈতিক চাপ বাড়াতে এবার বিভিন্ন দেশে সর্বদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। ›› ৫

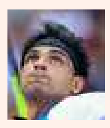

ঐতিহাসিক থ্রো নীরজের
দোহা ডায়মন্ড লিগে জ্যাভলিন থ্রো-তে তৃতীয়বারের চেষ্টায় নব্বই মিটারের গণ্ডি টপকেও দ্বিতীয় স্থানে থেকে যেতে হল নীরজ চোপড়াকে। ›› ১৪

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩১°	২২°
জলপাইগুড়ি	৩০°	২২°
কোচবিহার	২৯°	২৩°
আলিপুরদুয়ার	৩০°	২২°

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে রাশ?
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের রাশ টেনে ধরতে চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেল নবান্নে রাজ্য সরকারের শীর্ষ মহলে। শিরে সংক্রান্তি নবান্নের অর্থ দপ্তরের। ›› ৭

শিলিগুড়ি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 17 May 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 356

সদলবলে দুলকি চালে

ভুট্টার লোভে গ্রামে ঢুকল হাতির পাল। গজলডোবায় তিস্তা সংলগ্ন টাকিমারির চরে। শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর

ডিএ নিয়ে আশা

ডিএ নিয়ে কার্যত চাতক পাখির দশা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের। সরকারের আবার ভাঁড়ে মা ভবানী। এমন আবহে বকেয়া মহার্ঘ ভাতার ২৫ শতাংশ দিতে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

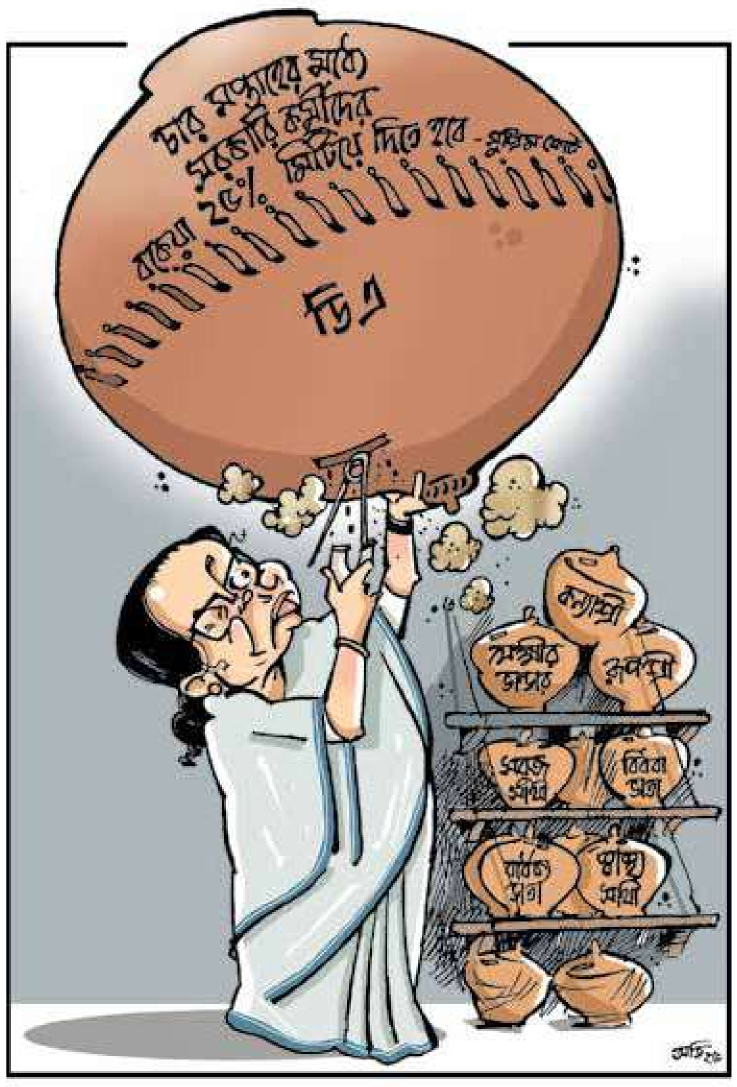

বকেয়ার ২৫ শতাংশ দিতে সুপ্রিম নির্দেশ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৬ মে : একলাফে বকেয়া মহার্ঘ ভাতার (ডিএ) ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি। চার সপ্তাহের মধ্যে বাড়তি মহার্ঘ ভাতা দেওয়া শুরু করতে হবে রাজ্য সরকারকে। সুপ্রিম কোর্টের শুক্রবারের নির্দেশে পুরো না হলেও অনেকটা দাবিপূরণ হল রাজ্য সরকারি কর্মীদের। কেন্দ্রীয় সরকারের হারে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করছেন তাঁরা।

গত এপ্রিলে রাজ্য সরকার ৪ শতাংশ বাড়ানোর পরেও কেন্দ্রের সঙ্গে মহার্ঘ ভাতার ফারাক এখনও ৩৭ শতাংশ। বকেয়ার ৫০ শতাংশই মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু রাজ্য সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভির আর্জিতে শেষপর্যন্ত ২৫ শতাংশের নির্দেশ দিতে সম্মত হয় সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। যদিও তাতে রাজ্যের স্বস্তি কতদিন, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

অগাস্ট মাসে পরবর্তী শুনানিতে আরও বেশি মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট দিতে পারে বলে কর্মচারী মহলে আশা ছড়িয়ে পড়েছে। কর্মীরা উচ্ছ্বসিত হলেও প্রাথমিকভাবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সম্পর্কে সংযত প্রতিক্রিয়া দিয়েছে রাজ্য। অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'আমাদের কাছে এখনও কোর্টের অর্ডার আসেনি। পাওয়ার পর যা বলার বলব।'

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর হলে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মীরা শুধু নন, পেনশনভোগীরাও উপকৃত হবেন। শীর্ষ আদালতের রায়ে বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলনরত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের জয় হল বলাই যায়। সংগঠনটির আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'মহার্ঘ ভাতা যে সরকারি কর্মীদের প্রাপ্য, সেটাই রাজ্য সরকার এতদিন স্বীকার করতে চাইছিল না। এরপর নয়ের পাতায়

সমতলে সভাপতি ঘোষণা স্থগিত

থাকছেন না পাপিয়া, চেয়ারম্যান সঞ্জয়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : অবশেষে চমক দিয়েই রদবদল হল দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসে (সমতল)। নতুন কমিটির জেলা চেয়ারম্যান হিসাবে অপ্রত্যাশিতভাবে শিল্পপতি সঞ্জয় টিব্রুওয়ালের নাম ঘোষণা হলেও জেলা সভাপতির পদে আর নেই পাপিয়া ঘোষ। রাজ্যের একমাত্র দার্জিলিং জেলার সমতলের কমিটির সভাপতির নামই এদিন ঘোষণা করতে পারেনি তৃণমূল। তবে, নতুন কাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। দলের একাধিক নেতা জেলা সভাপতির দৌড়ে থাকলেও এখনও কারও নাম নিশ্চিত হয়নি। দলেরই এক শ্রমিক নেতাকে দায়িত্ব নিতে বলা হলেও তিনি আগামী বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির আশঙ্কা থেকে দায়িত্ব নিতে চাননি। বাধ্য হয়ে নতুন মুখ খুঁজছে তৃণমূল। কিন্তু পাপিয়াকে কেন সরানো হল তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। দলের একাংশের মতে, যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে দলবিরোধী কাজকর্মে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রোখা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাপিয়ার দক্ষতার অভাব ছিল। সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তিনি রাজ্যের ওপরেই ছেড়ে দিতেন। যা নিয়ে রাজ্য নেতৃত্বও সন্তুষ্ট নয়।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান পদে থাকা অলোক চক্রবর্তীকে রাজ্য কমিটিতে নেওয়া হয়েছে। পাপিয়া বলেছেন, 'আমাকে যোগ্য মনে করেই দল দায়িত্ব দিয়েছিল। গত কয়েক বছরে আমরা পরপর মহকুমা পরিষদ এবং পুরনিগমে ক্ষমতা দখল করেছি। এখন দল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা মেনে নিয়ে সাধারণ কর্মী হিসাবে কাজ করব।'

২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে শিলিগুড়িতে দলের বিপর্যয়ের পরে সেই বছরেরই ১৬ অগাস্ট তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভাপতির পদ থেকে রঞ্জন সরকারকে সরিয়ে পাপিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পাপিয়ার হাতে দায়িত্ব আসার পরে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শিলিগুড়ি পুরনিগম বামেদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। কয়েক মাস পরেই মহকুমা পরিষদের ভোটেও একচ্ছত্র আধিপত্য দেখিয়ে বামেদের ক্ষমতাচ্যুত করেছে শাসকদল। শিলিগুড়িতে পরপর দুটি নির্বাচনে পাপিয়ার সাফল্যকে দলের নেতৃত্ব বাহবা দিয়েছিল। কিন্তু সেই পাপিয়াকেই এবার ছেঁটে ফেলা হল।

উত্তরবঙ্গের অন্য জেলাগুলিতে সিংহভাগ জেলা সভাপতিকেই রেখে দেওয়া হলেও একমাত্র শিলিগুড়িতেই সভানেত্রীর পদ ফাঁকা রাখা হয়েছে। কিন্তু কেন শিলিগুড়িতে জেলা সভাপতি বদল করতে হল, উঠছে সেই প্রশ্ন। দলীয় সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মারাত্মক জায়গায় পৌঁছেছে। বিশেষ করে শহর এবং গ্রামে দলের দুটি গোষ্ঠী প্রকাশ্যেই কাজ করছে। পাপিয়া নিজের মতো করে দল চালাচ্ছেন। শিলিগুড়িতে কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা একটা সমান্তরাল দল চালানোর কাজ কয়েক বছর ধরেই করছেন। যার ফলে গত লোকসভা ভোটেও এখানকার তিনটি বিধানসভাতেই তৃণমূল বিজেপির তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। এই গোষ্ঠীবাজির বিরুদ্ধে পাপিয়া কঠোর পদক্ষেপ করতে পারেননি। এরপর নয়ের পাতায়

তৃণমূলের রদবদলে অভিষেকের ছায়া প্রকট

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ মে : শেষপর্যন্ত তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদলে উত্তরবঙ্গের আট জেলার চারটিতে কোনও পরিবর্তনই হল না। দুটো জেলায় বদল হল নামমাত্র। একমাত্র দার্জিলিং সমতল জেলায় পরিবর্তন অসম্পূর্ণ। মূলত জেলা কমিটির চেয়ারম্যান ও সভাপতি পদে নিযুক্তদের তালিকা দেখে মনে করা যেতেই পারে যে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠরা অগ্রাধিকার পেয়েছেন। রদবদলের সুপারিশ যে তিনিই করেছেন, সেটা গত অক্টোবরের পর অনেকবার প্রকাশ্যে বলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় চেয়ারম্যান ও সভাপতি পদে কোনও বদলই করেনি তৃণমূল নেতৃত্ব। সর্বশেষ সিতাই ও মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রে সাফল্য এনে দেওয়ার পর কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় নেতৃত্ব বদলের পথে হাঁটেনি শাসকদল। কোচবিহারের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক অভিষেক অনুগামী বলেই পরিচিত দলে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মাও অভিষেকের ঘনিষ্ঠ। তাঁর হাত ধরেই তিনি বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতিও তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের অনুগামী বলে পরিচিত। তবে দার্জিলিং জেলার সমতলে সভানেত্রী পদে পাপিয়া ঘোষ বাদ গিয়েছেন। তিনি অভিষেকের আস্থাভাজন বলে পরিচিত ছিলেন। তবে তাঁর পদটি শূন্য রাখা হয়েছে। নতুন কাউকে সভাপতি করা হয়নি।

তৃণমূলের অন্দরে জল্পনা আছে, অভিষেকের আপত্তিতেই উত্তর ২৪ পরগনায় কোনও সাংগঠনিক জেলাতেই পুনর্বাসন হয়নি জেল খেটে আসা প্রাক্তন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। একই কারণে বীরভূম জেলায় অনুব্রত মণ্ডল আর সভাপতি পদে ফিরতে পারলেন না। ওই জেলায় আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেয়ারম্যান করলেও তৃণমূল নেতৃত্ব এরপর নয়ের পাতায়

লাঠি নাকি 'ন্যূনতম বলপ্রয়োগ'!

রিমি শীল ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৬ মে : লাথির পর লাঠি। নতুন করে বিড়ম্বনায় পড়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলে মরিয়া রাজ্য সরকার। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে বিকাশ ভবনে বৃহস্পতিবার চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জকে 'ন্যূনতম বলপ্রয়োগ' বলে সাফাই দেওয়া হয়। ভবানী ভবনে ওই সাংবাদিক বৈঠকে এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম মন্তব্য করেন, 'আমরাও সরকারি কর্মচারী। চাকরিহারাদের কষ্ট আমরা বুঝি। তাঁদের আঘাত করার মানসিকতা আমাদের নেই।'

কসবায় জেলা স্কুল পরিদর্শকের দপ্তরে শিক্ষকদের এক পুলিশ লাথি মারায় সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সেই ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনের সামনে পুলিশের লাঠির ঘায়ে শিক্ষকদের রক্তাক্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে বিব্রত রাজ্য সরকার। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁর নির্দেশেই শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করেন

ফের উত্তেজনা

এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম ও এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার।

যদিও শুক্রবার নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় বিকাশ ভবনে। এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জানান, ফের ব্যারিকেড ভেঙে শিক্ষা দপ্তরের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশ বাধা দিলে ধ্বস্তাধস্তি বাধে। পরিস্থিতি সামাল দিতে র‍্যাফ নামে। পরে পরিচয়পত্র দেখে বিকাশ ভবনের কর্মচারীদের ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়।

পুলিশের লাঠিচার্জে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে একইদিনে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিশও পালটা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে। এডিজি জাভেদ বলেন, 'পুলিশের বিরুদ্ধে বেধড়ক লাঠিচার্জের অভিযোগ ঠিক নয়। পুলিশ প্রথম থেকে ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিয়েছে। পরে বিকাশ ভবনের ভিতর আটকে থাকা ৬০০ মানুষকে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে বের করতে এরপর নয়ের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

লাঠিচার্জের আগে ভাবুন, কার পাপে তালা ভাঙেন শিক্ষকরা

গৌতম সরকার

অন্যায়, অপদার্থতা, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা... কোনও শব্দই যেন যথেষ্ট নয়। অনাচার চরমে না পৌঁছোলে কি মার খেতে হয় সমাজ গড়ার কারিগরদের! দিনের আলো নেভার পর রাজপথে মহিলা শিক্ষকদের টানাহ্যাঁচড়া কোনও সুশাসনের ছবি নয় কিন্তু। সরকারি বাহিনী বীরত্ব ফলিয়েছে মেরে মহিলা শিক্ষকের পা ভেঙে দিয়ে। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ওই শিক্ষকের পথে গড়াগড়ির ছবিটা মানবতার ওপর নির্মম আঘাতের সাক্ষী।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, মাস্টারমশাই, দিদিমণিরা বিকাশ ভবনের গেটের তালা ভাঙছেন দেখে প্রথমে রাগ হয়েছিল। মনে হয়েছিল, ব্যারিকেড ভেঙে শিক্ষা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়া তো শিক্ষকসুলভ আচরণ নয়। শিক্ষকদের ওপর সামান্য আঘাতে সমাজের ব্যথিত, ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত। তবে শিক্ষকের মধ্যে নৈরাজ্যের ছায়া সমানভাবে হতাশাজনক, মানসিক কষ্টের কারণ।

কিন্তু চলুন তো ভেবে দেখি, কার পাপে শিক্ষকদের রাস্তায় দিন কাটাতে হচ্ছে দিনের পর দিন? কোন পাপে তাঁরা সরকারের, শাসকদলের লাথি, লাঠি বা 'ওঁদের সরাতে ৩০ সেকেন্ড লাগবে' গোছের ক্ষমতার আস্ফালন সইছেন? হে সরকার বাহাদুর, একবার নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন তো, মানসিক অবস্থা কোন পর্যায়ে গেলে একদল মানুষ, যাঁরা সরকারের বয়ানে 'যোগ্য' শিক্ষক, তাঁরা এমন মারমুখী হয়ে ওঠেন?

ভবিষ্যতের সমস্ত রাস্তাই যে বন্ধ এই প্রায় ১৬ হাজার যোগ্য শিক্ষকের সামনে। যাঁরা কাউকে ঘুষ খাইয়ে নিয়োগপত্র কেনেননি। এরপর নয়ের পাতায়

নিষিদ্ধপল্লি আক্ষরিক অর্থেই নরক

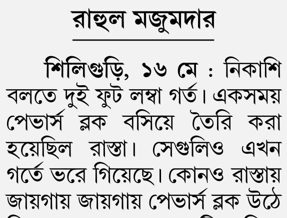

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : নিকাশি বলতে দুই ফুট লম্বা গর্ত। একসময় পেভার্স ব্লক বসিয়ে তৈরি করা হয়েছিল রাস্তা। সেগুলিও এখন গর্তে ভরে গিয়েছে। কোনও রাস্তায় জায়গায় জায়গায় পেভার্স ব্লক উঠে গিয়েছে তো কোথাও মাটি বেরিয়ে গিয়েছে। শিলিগুড়ির নিষিদ্ধপল্লির প্রতিটি গলির ছবিই একরকম। ওই এলাকায় মোট তিনটি বড় গলি এবং চারটি ছোট গলি রয়েছে। প্রত্যেক গলিতেই ছোট ছোট কুঠুরির মতো ঘর। সেখানেই গাদাগাদি করে পরিবার নিয়ে থাকতে হয় যৌনকর্মীদের। গ্রাহক এলেও একটি ঘরই ভরসা। নালাগুলির মুখ পলি জমে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

খাতায়-কলমে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট চালু রয়েছে। কিন্তু সচেতনতার অভাবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের গাড়িতে কম, নালাতে বেশি আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এলাকায় ঢুকলেই ঝাঁঝালো গন্ধে গা গুলিয়ে উঠবে। সঙ্গে দোসর মশার উপদ্রব। গতবছর এই ওয়ার্ডে ডেঙ্গিতে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। যদিও বিষয়টিকে ধামাচাপা দিতে পরবর্তীতে ল্যাবের বিরুদ্ধেই একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছিল। তবে এবার চলতি সপ্তাহ থেকেই

- প্রতিটি নালার মুখ মাটি জমে বন্ধ হয়ে গিয়েছে
- আবর্জনা নিতে গাড়ি আসে না এলাকায়
- নিকাশিনালার ঝাঁঝালো গন্ধের সঙ্গে দোসর মশার উপদ্রব
- মেলে না পানীয় জলও

মশা মারার তেল স্প্রে করা শুরু হয়েছে বলে জানাচ্ছে বাসিন্দাদের একাংশ। কিন্তু নিকাশিনালাগুলি আদৌ নতুন করে করা হবে কি না, তা নিয়ে সঠিক কোনও উত্তর নেই কারও কাছে। এরপর নয়ের পাতায়

কমোডের সামনে বিরিয়ানি, ভাত

তৃপ্তি করে বিরিয়ানি খেয়ে ঢেঁকুর তুলছেন কিংবা গোগ্রাসে চাউমিন গিলে বলছেন, 'আহা কী খেলাম'। এমন কথা বলতে গিয়ে এবার হয়তো দু'বার ভাববেন শহরবাসী।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : মোবাইলের পর্দায় ভাইরাল ভিডিওটি দেখে আঁতকে উঠেছেন অনেকেই। বাথরুমে কমোডের সামনে আঢাকা অবস্থায় রাখা খাবারের পাত্র। বিরিয়ানি, ভাত থেকে মাংস- রয়েছে সবই। শিলিগুড়ি পুরনিগমের কার্যালয় থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে রেস্তোরাঁটিতে গিয়ে ওই দৃশ্য দেখে মাথায় হাত পড়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের আধিকারিকদের। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'এভাবে মানুষকে খাওয়াচ্ছেন।'

বাঘা যতীন পার্ক ও সংলগ্ন এলাকাকে শিলিগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্র বললে ভুল হবে না। কলেজ, একাধিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে চলছে পেয়িংগেস্ট হাউস। পড়ুয়াদের কথা ভেবে কম টাকায় খাবার বিক্রি করেন দোকানদাররা। তাছাড়া সকাল থেকে রাত অবধি আশপাশে আড্ডা চলে। দোকানগুলোতে মোমো, চাউমিন থেকে রোল, বিরিয়ানি, শেক- মিলছে সব। যে দোকানের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ, সেটিও বেশ পুরোনো এবং পরিচিত।

শুক্রবার সকালে বাঘা যতীন পার্ক এবং কলেজপাড়ায় আচমকা অভিযান চালায় ফুড সেফটি আধিকারিকদের একটি দল। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পুরনিগমের স্যানিটারি ইনস্পেকটর, ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর, পুলিশ ও দমকলের আধিকারিকরা। একের পর এক খাবার ও মিষ্টির দোকানে ঢুকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দেখে ক্ষোভ উগরে দিলেন সবাই।

বাঘা যতীন পার্কের রেস্তোরাঁয় এই ছবিই এখন চর্চায়।

যে দোকানে কমোডের পাশে খাবার রাখা ছিল, সেটা সিল করে দেওয়া হয়েছে। বাকিদের সতর্ক করা হয়। চিলড্রেন্স পার্ক সংলগ্ন একটি মিষ্টির দোকানে রাখা মুখরোচক খাবারে লেবেলিং (মেয়াদ সংক্রান্ত তথ্য লেখা) করার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। স্যানিটারি ইনস্পেকটর কৌশিক মোদকের বক্তব্য, 'অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার রাখা ছিল। সব ফেলে দেওয়া হয়। দোকানটি সিল করা হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে বাকিদের। আমাদের অভিযান লাগাতার চলবে।'

এদিনের ঘটনার পর শহরবাসীর খাদ্যসুরক্ষা প্রশ্নের মুখোমুখি। প্রশ্নে পুরনিগম এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের ভূমিকাও। লাইসেন্সবিহীন খাবার দোকানের রমরমা কারবারে লাগাম পরাতে প্রয়োজনীয় নজরদারির বালাই নেই শহরে- এ কথা নতুন নয়। এর আগে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না ও মজুত করার অভিযোগ সামনে এসেছে বহুবার। হইচই হয়েছে। কিছুদিন কড়াকড়ি চলেছে বটে, তবে কিছুদিন পরই আলগা হয়েছে বাঁধন।

শিলিগুড়িতে মূল সড়কের ধার থেকে অলিগলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে রেস্তোরাঁ, হোটেল থেকে ফাস্ট ফুডের স্টল। এসবের একাংশে খাবার তৈরিতে স্বাস্থ্যবিধি মানা হয় না বলে অভিযোগ। এরপর নয়ের পাতায়

আজ টিভিতে

ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন বেলা ১১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আইপিএল ২০২৫ — রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স সন্ধে ৭.২০ থেকে সরাসরি জলসা মুভিজে

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সিঁদুরের অধিকার, বেলা ১১.০০ ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ সবুজ সাথী, সন্ধে ৭.০০ বড়বউ, রাত ১০.০০ খোকা ৪২০, ১.০০ নিশাচর
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ কুলি, বিকেল ৪.৩০ জিও পাগলা, রাত ১১.০০ পাওয়ার
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ বিদ্রোহিনী নারী, দুপুর ২.০০ সুখ দুঃখের সংসার, বিকেল ৫.০০ রাজার মেয়ে পারুল, রাত ৯.৩০ আশ্রয়, ১২.৩০ কিডন্যাপ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কাচের পৃথিবী, সন্ধে ৭.৩০ মেজবউ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নবাব নন্দিনী, রাত ৯.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দেবদাস
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.৩৫ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৫.১৩ স্পাইডার, সন্ধে ৭.৫৫ আরআরআর, রাত ১১.৩৯ বেদা
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৫০ খিলাড়ি ৭৮৬, দুপুর ১.২১ হিম্মতওয়র, বিকেল ৪.১৬ আই, সন্ধে ৭.৩০ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, রাত ১০.২২ সমারা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৫ বধাই হো, দুপুর ২.০৩ গল্লি বয়, বিকেল ৪.৪৫ কহানি-টু, রাত ৯.০০ মিশন মজনু, ১০.৫৯ স্বতন্ত্র বীর সাভারকর

সর্ষে নারকেল বেগুন এবং মাছ এঁচোড়ের চপ তৈরি শেখাবেন সুদেষ্ণা মালাকার। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

মিশন মজনু রাত ৯.০০ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.৪৫ লাকি-নো টাইম ফর লভ, দুপুর ২.১৫ মির্জা, বিকেল ৪.৩০ শাদি কে সাইড এফেক্টস, সন্ধে ৬.৪৫ গেস্ট ইন লন্ডন, রাত ৯.০০ পিঙ্ক, ১১.১৫ ভবেশ যোশি সুপারহিরো

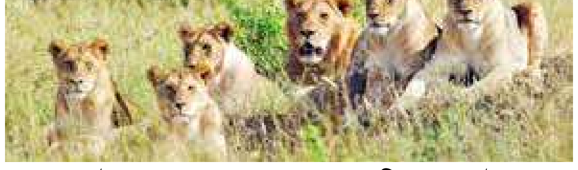

লাইফ অ্যামং লায়নস রাত ৮.০৫ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

Tender Notice

NIT No. DDP/N-03/2025-26

Corrigendum
Notice of NIT No. DDP/N-03/2025-26 regarding Fund of the work stated in the NIT DDP/N-03/2025-26 of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad Details of corrigendum may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

e-TENDER NOTICE

E-Tenders are hereby inviting by Prodhan of Alihanda Gram Panchayat for the execution of works under 15th FC vide. N.I.T No. MLD/HCPUR-1/AGP/01/2025 and N.I.T No. MLD/HCPUR-1/AGP/02/2025 of Dated-13.05.2025. Details are available in the office of the undersigned & log on to of website www.wbtenders.gov.in. Last date of submission Bids : up to 26.02.2025 (up to 5:00PM)

Sd/-
Prodhan
Alihanda Gram Panchayat
Chanchal-I P.S, Malda

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৬৪-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, তারিখ: ১৫.০৫.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পি.ও.- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা স্বনামধন্য ফার্ম/এজেন্সি/ঠিকাদারদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. ইল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৬৪; কাজের নাম : (i) "মালদা টাউন-এর সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ, মালদা টাউনে- ৪ ইউনিট টাইপ-IV কোয়ার্টারের নির্মাণ।" (ii) মালদাতে কেন্দ্রীয় স্টোরের মালদা টাউন-এর সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ।" টেন্ডার মূল্য : ₹ ৩৯,৫৩,৫৩৭.৪৬; বায়না অর্থ : ₹ ৭৯,১০০.০০ ; টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য; ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় : ২২.০৫.২০২৫ থেকে ০৫.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট। ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ড-এর বিবরণ: www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে/অফিস/এমএলডিটি-তে। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইটের বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো পরিস্থিতিতেই কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না। MLD-57/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এক বছরেই মামলার নিষ্পত্তি

হরিণের মাংস রাখায় আসামির জেল

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট ও শালকুমারহাট, ১৬ মে : রাজেশ রাভার ঘর থেকে মাত্র ২৯২ গ্রাম হরিণের মাংস পাওয়া গিয়েছিল। সেই মাংস সহ গত বছর ১৬ মে তাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ঠিক এক বছর পর ১৬ মে শুক্রবার আলিপুরদুয়ার সিজিএম আদালতের বিচারক অভিযুক্তের সাজা ঘোষণা করলেন। শালকুমারহাটের রাভাবস্তিতে রাজেশের বাড়ি। এবিষয়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাসোয়ান বলেন, 'বিচারক রাজেশের তিন বছরের জেল এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন। সে এর আগে জলপাইগুড়ি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে জামিনের জন্য দু'বার আবেদন করলেও তা মানা হয়নি।' জলদাপাড়া দক্ষিণের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী এই ঘটনার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন।

তিনি জানালেন, হরিণের মাংস রয়েছে এমন খবর পেয়ে গত বছর ১৬ মে রাজেশের বাড়ি ঘিরে ফেলা হয়েছিল। তারপর রান্নাঘর থেকে ২৯২ গ্রাম হরিণের মাংস সহ একটি ডেকচি পাওয়া যায়। তবে হরিণটিকে কারা মেরেছিল এবং কোথায় মারা হয়েছিল রাজেশ সেই হদিস দেয়নি।

দোষী রাজেশকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

সে কয়েকজনের নাম বললেও তদন্ত করে দেখা গিয়েছে যে, সে ভুল নাম বলেছিল। তাঁর আরও বক্তব্য, 'আদালত দ্রুত সাজা ঘোষণা করায় আমরা অত্যন্ত খুশি। আমাদের তরফে বনবস্তি ও বন লাগোয়া বাসিন্দাদের সবসময় এ ব্যাপারে সচেতন করা হয়। এই সাজা দৃষ্টান্ত তৈরি করল। ভবিষ্যতে কেউ আর এরকম অপরাধ করার সাহস পাবে না।'

অন্যদিকে, পারভিন আরও জানান, মাত্র এক বছরের মাথায় এরকম সাজা ঘোষণায় তিনি খুশি। ইতিমধ্যেই বন্যপ্রাণ মামলায় বেশ কয়েকজনের দ্রুত সাজা ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। যা চোরাশিকারিদের কাছে অশনিসংকেত।

৬টি লাক্সারি বাস পাচ্ছে এনবিএসটিসি

কোচবিহার, ১৬ মে : নতুন করে ছয়টি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত লাক্সারি বাস পেতে চলেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। আগামী দুই-তিনদিনের মধ্যেই বাসগুলির কোচবিহারে আসার কথা রয়েছে বলে নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে। শুক্রবার এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন। সেখানে তিন লিখেছেন, শীঘ্রই আমরা ছয়টি লাক্সারি বাস পাচ্ছি।

আগামী ১৯ তারিখ উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, এই সফরকালীন সময়ে বাসগুলির উদ্বোধনও করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। এনবিএসটিসি সূত্রে খবর, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি সহ নিগমের বিভিন্ন ডিপো থেকে একটি করে বাস সপ্তাহে দু'দিন চলাচল করতে পারে।

এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদিচ্ছায় রাজ্য সরকারের পরিবহণ দপ্তর থেকে আমরা ৬টি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত লাক্সারি বাস পাচ্ছি। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগুলির রুট, সময়সূচি বিস্তারিতভাবে সকলকে জানাব।' নতুন বাস পাওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত যাত্রী মহল।

e-Tender Notice

The Chairman, Mal Municipality invites e-Quotation for SWM purpose as per given NIQ within Mal Municipality under 15th Finance.
eNIT No.
MM/C/SWM/15th Finance/196/2025-26 (Sl. No. 01 to 04)
Tender ID.
(1) 2025_MAD_847595_1
(2) 2025_MAD_847595_2
(3) 2025_MAD_847595_3
(4) 2025_MAD_847595_4
Last date of bidding (online) :
31.05.2025 up to 06:00 P.M.
Details of Tender Documents will be available at **www.wbtenders.gov.in** and in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
Chairman
Mal Municipality

Notice Inviting e-Tender
Vides NIeT No. WB/APD/KMG/BDO-ET/02/2025-26 (2nd Call)
Dt : 23.04.2025

Last Date and Time for online bid submission is 22.05.2025 at 18.00 hours. Intending bidders are requested to please visit : **www.wbetenders.gov.in** website or notice board of BDO Office, Kumargram for more details.

Sd/-
Block Development Officer
&
Executive Officer
Kumargram Panchayat Samiti
Kumargram, Alipurduar

বিক্রয়

Land for sale Rs/Lr khatiyan at Farabari, Siliguri, Rs. 390000 Per Katha, 9832014897, 9832060869

আলিপুরদুয়ার সূর্যনগরে ৬টি ঘর, ২টি বাথরুম, ২টি কিচেন সহ চারদিকে বাউন্ডারি ওয়ালযুক্ত ৬ ডেসিমেল (App.) জমি বিক্রয়। 9800020321/7407549888. (C/115558)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ড-এর কাজের জন্য লোক লাগবে। যে কোনও যোগ্যতায়/বেতন-(9-10,000/-). (M) 8927299546. (C/116496)

অল রাউন্ডার ম্যানেজার ও কুক (হোটেল), মল-এর জন্য পরিশ্রমী লোক চাই। Gangtok. 9434117292. (C/116343)

জ্যোতিষ

শিলিগুড়িতে ৩০ বছর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য জ্যোতিষ সব সমস্যার সমাধানে ডঃ বিবেক শাস্ত্রী-নিজস্ব চেম্বারে-(M) 8918754808. (C/116342)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং সিওএম/পার্কিং/মালদা/২০২৪, তারিখ : ১৫.০৫.২০২৫

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (অকশন পরিচালন অধিকর্তা), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের তিনপাহাড় (টিপিএইচ), রাজমহল (আরজেএল) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। **অকশন ক্যাটালগ নং :** পার্কিং-২৫-০৬; **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় :** ০২.০৬.২০২৫, বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে; **ক্রম নং. :** ১; **লট নং.:** পার্কিং-এমএলডিটি-টিপিএইচ-এমএক্স-২৭-২৫-১; **স্টেশন:** টিপিএইচ; **ক্রম নং. :** ২; **লট নং. :** পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিসিভি-৭৪-২৫-১; **স্টেশন :** আরজেএল; সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস-এ ই-অকশন মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-56/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৩৩ থেকে ৪৩ তারিখ ০৮.০৫.২০২৫। (সিভিল এবং অন্যান্য কাজ)। সিনিয়র ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস ভবন, পোস্ট অফিস, ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। (১) **টেন্ডার নং.** ৩৩-এমএলডিটি-২৫-২৬; **কাজের নাম এবং তার স্থান :** ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত হওয়া মেয়াদের জন্য জোন নং ০১-এর এইএন/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/ডব্লু/জঙ্গীপুর রোডের অংশে পরিষেবা ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, সার্কুলেটিং এলাকা, প্ল্যাটফর্ম এবং শেড ইত্যাদির নতুন কাজসহ [যেমন সাধারণ কাজ, ... [illegible] ... **টেন্ডার মূল্য (টাকা) :** ₹ ৫৫,০০,০০০.০০; ... **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় :** ক্রম নং. ১ থেকে ১১ প্রতিটির জন্য ২৯.০৫.২০২৫ দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিটে, ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিশ বোর্ড www.ireps.gov.in / ডিআরএম অফিসিয়াল/এমএলডিটি। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-55/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনে কুমেদপুর ইয়ার্ডের উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/ইএনজিজি./২৯ অব ২০২৫, তারিখ: ১৪-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. ১। ... [illegible] ... http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বৈদ্যুতিক কাজ

[illegible]

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তিনসুকিয়া মণ্ডলে টাইপ-II কোয়ার্টারের নির্মাণ

[illegible] ... তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙিয়া ডিভিশনে স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

রঙিয়া ডিভিশনে স্ট্যাটিক ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ) এবং স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)-এর জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.:** সিএটিজি-আরএনওয়াই-৪৬, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট) :** ২৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট :** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, ট্রিপ/দিন : ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং.	স্টেশন
এএ/১	সিএটিজি-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-জিএমইউ-৫৫৩-২৪-১	গোয়ালপাড়া টাউনের পিএফ-১-এ
এএ/২	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এইসএমএল-জিএমইউ-২১৮-২২-১	হেলেমের পিএফ-১-এ
এএ/৩	সিএটিজি-আরএনওয়াই-আরপিএএন-জিএমইউ-৫২৩-২৩-১	রাঙ্গাপাড়া নর্থের পিএফ-১-এ
এএ/৪	সিএটিজি-আরএনওয়াই-ডিকেকেয়ার-জিএমইউ-১৬৬-২৫-১	ঢেকিয়াজুলি রোডের পিএফ-১-এ
এবি/১	সিএটিজি-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-এসএমইউ-১৮৮-২২-১	গোয়ালপাড়া টাউনের পিএফ-১-এ
এবি/২	সিএটিজি-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-এসএমইউ-৫৫৪-২৪-১	গোয়ালপাড়া টাউনের পিএফ-১-এ
এবি/৩	সিএটিজি-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-এসএমইউ-৫৫৫-২৪-১	গোয়ালপাড়া টাউনের পিএফ-১-এ

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ১৪-০৫-২০২৫ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) এতদ্বারা মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং (চা) স্টলের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
অকশন ক্যাটালগ নং.: সিএটিজি-অকশন-০৫
মালদা ডিভিসনে ক্যাটারিং (চা) স্টলের জন্য ই-অকশন
এসইকিউ নং, লট নং/ক্যাটেগরি, স্টেশন : এএ/১, সিএটিজি-এমএলডিটি-জিজিএ-জিএমইউ-১১৬-২৫-১, ঘোষা, এএ/২, সিএটিজি-এমএলডিটি-টিএলজে-জিএমইউ-১০০-২৩-১, তালঝরি, এএ/৩, সিএটিজি-এমএলডিটি-এমআরএইচএ-জিএমইউ-৮১-২৩-১, মুরারাই, এএ/৪, সিএটিজি-এমএলডিটি-এএইচএ-জিএমইউ-১১৪-২৫-১, অভয়পুর, এএ/৫, সিএটিজি-এমএলডিটি-বিইএলটি-জিএমইউ-৭৪-২৩-১, বেলা, এএ/৬, সিএটিজি-এমএলডিটি-কেটিজে-জিএমইউ-৬৮-২২-১, খালতিপুর, এএ/৭, সিএটিজি-এমএলডিটি-এনএনএইচটি-জিএমইউ-৬৪-২৪-৪, ননীহাট হল্ট, এএ/৮, সিএটিজি-এমএলডিটি-কেপিআরডি-জিএমইউ-১২-২২-১, কল্যাণপুর রোড, এএ/৯, সিএটিজি-এমএলডিটি-এমআরএইচএ-জিএমইউ-১৯-২২-১, মুরারাই, এএ/১০, সিএটিজি-এমএলডিটি-এনআইএলই-জিএমইউ-১১২-২৫-১, নিমতিতা, এবি/১, সিএটিজি-এমএলডিটি-কেটিজে-এসএমইউ-৬৭-২৪-১, খালতিপুর, এবি/২, সিএটিজি-এমএলডিটি-জেডিপিটি-এসএমইউ-৮৫-২৪-১, জগদীশপুর, এবি/৩, সিএটিজি-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসএমইউ-৬৬-২৪-১, বারহারওয়া, এবি/৪, সিএটিজি-এমএলডিটি-বিজিপি-এসএমইউ-১০৯-২৫-১, ভাগলপুর, এবি/৫, সিএটিজি-এমএলডিটি-এমজিআর-এসএমইউ-৬-২৫-১, মুঙ্গের, এবি/৬, সিএটিজি-এমএলডিটি-এসএলজে-এসএমইউ-২৪-২৪-১, সকরিগলি। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ৩০.০৫.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে (প্রত্যেকটির জন্য)। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-58/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

তালিকাভুক্তির জন্য এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ইওআই)

নং. এনআইএ/পিসিএমডি/০১/২০২৪-২৫
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে হাসপাতালের জন্য বেসরকারি ওষুধ পরীক্ষাগারগুলির তালিকাভুক্তির জন্য ইওআই (এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট)।

অনুসন্ধানের পরিধি: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি, আসাম-৭৮১০১১ -এর অধীনে প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি -১১ ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, হাসপাতালগুলির জন্য {সেন্ট্রাল হাসপাতাল/মালিগাঁও (আসাম), ৫টি ডিভিশনাল হাসপাতাল - কাটিহার (বিহার), আলিপুরদুয়ার (পশ্চিমবঙ্গ), নিউ বোঙাইগাঁও, লামডিং এবং ডিব্রুগড় (সমস্ত আসামের মধ্যে), ৪টি মহকুমা হাসপাতাল - নিউ জলপাইগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ), রাঙ্গাপাড়া, বদরপুর এবং নিউ তিনসুকিয়া (সমস্ত আসামের মধ্যে)} ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, সাসপেনশন/তরল, ইনজেকশন, ইনসুলিন, ড্রপ ইত্যাদি আকারে ওষুধ (মেডিসিন) নমুনার পরীক্ষা/বিশ্লেষণের জন্য তালিকাভুক্তির জন্য সম্পদশালী বেসরকারি ওষুধ পরীক্ষাগার থেকে এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ইওআই) -এর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

যোগ্যতা: শুধুমাত্র এনএবিএল স্বীকৃত বেসরকারি ওষুধ পরীক্ষাগারগুলি অংশগ্রহণ করতে পারবে। ইওআই জমা দেওয়ার **বিন্যাস** : প্রস্তাবটি অনুগ্রহ করে এই নথির সাথে সংযুক্ত পরিশিষ্ট-"এ" এবং পরিশিষ্ট-"বি" (ওষুধের নমুনা পরীক্ষার জন্য) বিন্যাসে এবং সময়সূচিতে জমা দেওয়া যেতে পারে, প্রদত্ত তথ্যের জন্য সহায়ক নথি সহ। ইওআইনথি এবং সময়সূচী উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট http://www.nfr.indianrailways.gov.in থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ আছে ৩০/০৫/২০২৫ তারিখে সপ্তাহ পর্যন্ত অফিসের কাজের সময়।

জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: আগ্রহী পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে ইওআই ৩০/০৫/২০২৫ তারিখের ১৩:০০ টা পর্যন্ত সিল করা খামে প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর, সদর দপ্তর, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ -এর অফিসে গ্রহণ করা হবে। অফারগুলি একই দিনে ১৫:৩০ টায় খোলা হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা: আগ্রহী পরিষেবা প্রদানকারীরা অফারটি "প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, সদর দপ্তর, মালিগাঁও, পোস্ট অফিস: মালিগাঁও, জেলা: কামরূপ (মেট্রো), আসাম, পিন: ৭৮১০১১"-এ পাঠাতে পারেন। যদি কোনও স্পষ্টীকরণ পাওয়া যায়, তাহলে ফোন নম্বর ৯৯৫৭৫৫০৫০৪ প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল ডিরেক্টরের অফিসে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, সদর দপ্তর, মালিগাঁও -এ যোগাযোগ করতে পারেন এবং ই-মেইল আইডি- dycmdhqnfr@gmail.com এর মাধ্যমেও যোগাযোগ করতে পারেন।

মূল্যায়ন: প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, সদর দপ্তর, মালিগাঁও-৭৮১০১১ -এর অফিসে অফারগুলি মূল্যায়ন করা হবে। যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করলে, সর্বনিম্ন অফারটি তালিকাভুক্ত করা হবে। কাউন্টার অফারের মাধ্যমে একাধিক সংখ্যক ল্যাবকে তালিকাভুক্ত করা হবে।

প্যানেলভুক্তির মেয়াদ: প্যানেলভুক্তির মেয়াদ ৩ (তিন) বছরের জন্য বৈধ থাকবে।

রেলওয়ের তালিকাভুক্তির শর্তাবলী: ১) ওষুধের নমুনা সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে হাসপাতালের ইনচার্জদের দ্বারা কুরিয়ার/পোস্ট/মেসেঞ্জারের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। ২) ওষুধ পরীক্ষার রিপোর্ট পোস্ট/কুরিয়ারের হার্ড কপিতে জমা দিতে হবে এবং রিপোর্টের সফট কপি নমুনা প্রেরণকারী কর্মকর্তার কাছেও পাঠাতে হবে। ৩) ওষুধ পরীক্ষার রিপোর্টের কপির সাথে বিলটি তিন কপি করে মেডিকেল কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে যারা পরীক্ষার জন্য ওষুধের নমুনা পাঠিয়েছিল। ৪) এনএফটি/আরটিজিএস -এর মাধ্যমে অনলাইনে অর্থপ্রদান করতে হবে। সাধারণত ৪৫ দিনের মধ্যে অর্থপ্রদান করা যেতে পারে। ৫) ইএফটি/আরটিজিএস -এর মাধ্যমে অর্থ প্রদানের জন্য তাদের আগ্রহের সাথে ল্যাবরেটরিগুলিকে জিএসটিআইএন রেজিস্ট্রেশন নম্বর, এনইএফটি ম্যান্ডেটের বিবরণ দিতে হবে। ৬) রেলওয়ে কোনও অগ্রিম অর্থ প্রদান করে না। ৭) প্রস্তাবের সাথে বৈধ এনএবিএল স্বীকৃত সার্টিফিকেশন জমা দিতে হবে। ৮) বিভিন্ন ওষুধের জন্য ড্রাগ টেস্টিংয়ের হারের সাথে ইচ্ছার বিষয়টি সংযুক্ত করা উচিত। এটা আশা করা হচ্ছে যে ফার্মগুলি বিভিন্ন অণুর জন্য ওষুধ পরীক্ষার তাদের তালিকাভুক্ত মূল্যে কিছু ছাড় দেবে। ৯) রেলওয়ের প্রকাশিত হার/বিশেষ হারে ছাড়।

তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া এবং শর্তাবলীর বিস্তারিত তথ্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ https://www.nfr.indianrailways.gov.in পাওয়া যাবে। {অনুসন্ধানের ধাপ: www.nfr.indianrailways.gov.in → জেনারেলইনফো → ডিপার্টমেন্ট → মেডিকেল ইমপ্লিমেন্ট অফ হাসপাতাল → পিডিএফ ফাইলটিতে ক্লিক করুন (উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে হাসপাতালের জন্য বেসরকারি ওষুধ পরীক্ষার ল্যাবরেটরির জন্য ইওআই নথি)}।

প্রিন্সিপাল চিফ মেডিক্যাল ডিরেক্টর, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুর্ভোগ কমবে। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় কোনও সমস্যা থেকে স্বস্তি। বৃষ : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক শান্তি। মিথুন : বাড়তি বিনিয়োগ করতে গেলে পুনরায় ভাবুন। প্রেমে শুভ। কর্কট : সন্তানের কৃতিত্বে আপনার যশ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের জন্য গর্ববোধ। সিংহ : ব্যবসার মন্দাভাব কাটায় স্বস্তি লাভ। দূরের বন্ধুর সুসংবাদে শান্তি। আগুন ব্যবহারে সাবধান। কন্যা : আজ কোনও আটকে থাকা কাজ শুরু হবে। ঋণ শোধ করতে হতে পারে। তুলা : চলাফেরায় সতর্ক থাকা দরকার। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়বে। প্রেমে শুভ। বৃশ্চিক : স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারেন। প্রেম নিয়ে মানসিক সমস্যা বাড়বে। ধনু : ব্যবসার পরিসর বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্র বদল হতে পারে। মকর : উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সামান্য সমস্যাতেও চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রেমের ক্ষেত্রে শুভ। কুম্ভ : ওষুধ ও মজুতদারি ব্যবসায় লাভবান হবেন। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব। মীন : সম্পত্তি কেনার যোগ। নতুন কোনও সম্পর্ক তৈরি হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ বৈশাখ, ১৭ মে, ২০২৫, ২ জেঠ, সংবৎ ৫ জ্যৈষ্ঠ বদি, ১৮ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৯, অঃ ৬।৮। শনিবার, পঞ্চমী রাত্রি ২।৪১। পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ৩।১৬। সাধ্যযোগ প্রাতঃ ৫।২২ পরে শুভযোগ শেষরাত্রি ৪।২৭। কৌলবকরণ দিবা ২।৩৭ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ২।৪১ গতে গরকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নগরণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৩।১৬ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৯।২৪ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ৩।১৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ২।৪১ দতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৬।৩৮ মধ্যে ও ১।১৩ গতে ২।৫১ মধ্যে ও ৪।৩০ গতে ৬।৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৩০ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৫৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৩।১৬ গতে অপরাহ্ণ ৪।৩০ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশন দিবস(১৭মে)। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৩৬ গতে ৬।৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।০ গতে ৭।৪২ মধ্যে ও ১১।১৬ গতে ১।২২ মধ্যে ও ২।৪৮ গতে ৪।৫৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- ৫।৪৮ মধ্যে ও ৯।২২ গতে ১২।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়ম এবং শর্তাবলী প্রযোজ্য। স্টক থাকা পর্যন্ত অফারটি বৈধ। সমস্ত অফার কোনোরূপ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। পণ্যসমূহের প্রদর্শিত ছবি / চিত্র কেবলমাত্র নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত। সমস্ত পণ্যের এমআরপি সমস্ত কর সহ। ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ অফার মূল্যের নিকটতম পার্সেন্টেজের রাউন্ডেড অফ। সমস্ত অফার 18ই মে 2025 তারিখ নির্বাচিত পিন কোড-এ পর্যন্ত বৈধ। সমস্ত বিরোধ বা বিতর্ক মুম্বই আদালতের এক্তিয়ারের অধীন।

টুকরো খবর

অভিযোগ

ইসলামপুর, ১৬ মে : কাটমানি নিয়ে উপভোক্তাকে 'জুতোপেটা'য় অভিযুক্ত ইসলামপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলারের স্বামী হাজি শরিফ শুক্রবার পুলিশে পালটা অভিযোগ করেন। শরিফের দাবি, মহম্মদ ফারুক তাঁর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছিলেন। ফারুকের বিরুদ্ধে তিনি এফআইআর দায়ের করেছেন। পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল সমর্থন করেছেন শরিফকেই। আবাস যোজনার উপভোক্তা ফারুক এখনও নিজের অবস্থানে অনড়। বুধবার রাতে কাটমানির বকেয়া টাকা চেয়ে হাজি শরিফ ফারুককে জুতোপেটা করেন বলে অভিযোগ।

পদযাত্রা

চোপড়া, ১৬ মে : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার বিজ্ঞান ও সম্প্রীতি উপলক্ষ্যে পদযাত্রা করা হয়। পদযাত্রার শেষে পথসভার মাধ্যমে কর্মসূচি শেষ হয়েছে। বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি যোগেশচন্দ্র বর্মন, জেলা সম্পাদক পার্থপ্রতিম ভদ্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। যোগেশ বলেন, 'ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে এবং বিজ্ঞানমনস্কতার পক্ষে এদিন পদযাত্রা ও পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল।'

চুরিতে গ্রেপ্তার

চোপড়া, ১৬ মে : সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে অমল দেবনাথ নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। মোটরবাইক চুরির অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার ওই তরুণকে আদালতে তোলা হয়। বিচারক তার ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সশস্ত্র ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : বৃহস্পতিবার রাতে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ শংকর মাহাতো নামে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তার ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

থানার দ্বারস্থ

চোপড়া, ১৬ মে : কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় শুক্রবার ব্লক কংগ্রেস চোপড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করল। চোপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন বলেন, 'কর্নেল কুরেশিকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি মন্ত্রী বিজয় শাহের বিরুদ্ধে চোপড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল।'

চর্চায় কমোড বিরিয়ানি

'না কেটেই খাসিটা, টাটকা কি বাসিটা... ঠিক পড়ে নজরে, বলে দি সজোরে'- ভজহরি মান্নার পক্ষে একনজরে বাসি না টাটকা বলে দেওয়া সম্ভব হলেও, আপনার বা আমার পক্ষে ততটা সহজ নয়। জমিয়ে-কষিয়ে রেঁধে পরিবেশন করলে জিভ থেকে জল পড়ে। এর আগে বিরিয়ানির মাংসে পোকা পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এবার শহরের প্রাণকেন্দ্রে এক রেস্তোরাঁতে শৌচাগারে কমোডের পাশে খাবার মজুত দেখে মাথায় হাত পড়েছে খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকদের। কী অবস্থা শিলিগুড়ির খাবারের দোকানগুলোর, নজরদারি নিয়ে কতটাই বা কড়াকড়ি- শুনলেন **রাহুল মজুমদার**

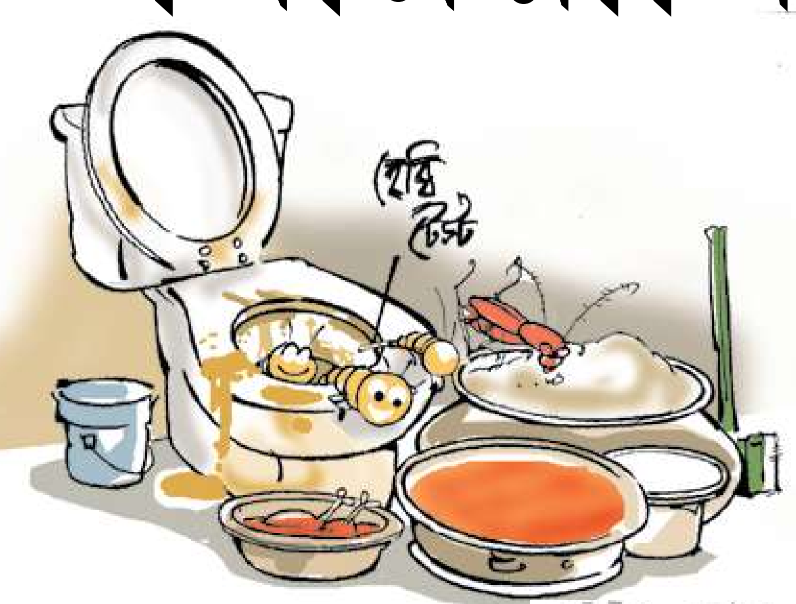

খাচ্ছিটা কী

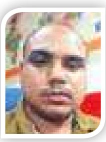

পবন সিং চৌহান, *আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা, ব্যবসায়ী*

সবার আগে ব্যবসায়ীদের মন থেকে অতিরিক্ত লাভের লোভ দূর করতে হবে। একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে খাবার বানিয়ে রাখা হচ্ছে রান্নার খরচ কমাতে। তারপর সেই বাড়তি বাসি খাবার বিক্রি করা হয় পরদিন। কম খাবার বানান, তবুও ক্রেতাকে টাটকা খাওয়ান। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা আপনাদের দায়িত্ব।

তাপস সূত্রধর, *শান্তিপাড়ার বাসিন্দা, বেসরকারি সংস্থার কর্মী*

প্রতিটি খাবারের দোকানে নজরদারি চালানো প্রয়োজন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বিষয়টি দেখা উচিত। অনিয়ম দেখলে দ্রুত পদক্ষেপ করা হোক। খাবার বানাতে কী ধরনের সামগ্রী ব্যবহার হচ্ছে, সেটা দেখা দরকার। লাগাতার অভিযান চললে সব ঠিক হয়ে যাবে।

শ্রেয়া সরকার, *শান্তিনগরের বাসিন্দা, পড়ুয়া*

আমরাও তো মাঝেমধ্যে বাঘা যতীন পার্কের আশপাশের দোকানে খাই। ভেতরে কীভাবে রান্না হচ্ছে, রাখা হচ্ছে খাবার- সেসব তো দেখার উপায় নেই। স্বাদের পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকটিও খেয়ালে রাখা উচিত। তবেই গ্রাহকরা আরও বেশি ভরসা রাখবেন।

পূজা রায়, *সুকান্তপল্লির বাসিন্দা, গৃহশিক্ষক*

কলেজে আসা-যাওয়ার সময় দেখতাম দোকানগুলোর বাইরে একটা বড় পাত্রে নোংরা জল নিয়ে সব প্লেট ধোয়া হচ্ছে। অপরিচ্ছন্ন জলেই আবার সেদ্ধ ডিম চুবিয়ে রাখা হত। তৈলাক্ত প্লেটে খাবার পরিবেশন করত। আমরা অনেকদিন খাবার ঘুরিয়ে দিয়েছি। প্রকাশ্যে এসব হলেও প্রশাসনের নজরে পড়ে না। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে সবাই উদাসীন।

মিন্টু সিংহ, *শিবমন্দিরের বাসিন্দা, কলেজ পড়ুয়া*

বাড়ি থেকে কলেজ যাওয়ার পথে অনেক খাবারের দোকান রয়েছে। ধুলো-বালি উড়ছে, সেই পরিস্থিতিতে রাস্তার ধারে বিরিয়ানির হাঁড়ি রাখা হয়। ঢাকনা খোলা রাখলে ধুলো উড়ে ভেতরে ঢোকে। শুনিনি কেউ কোনওদিন ব্যবস্থা নিয়েছে। সম্প্রতি বিরিয়ানিতে পোকা মেলায় অভিযান হল। এটা লাগাতার চললে ভালো, নয়তো আবার আগের মতোই চলবে সব।

অঙ্কিতা দে, *সূর্য সেন কলোনির বাসিন্দা, কলেজ ছাত্রী*

আমরা অনেক সময় কলেজ থেকে ফেরার সময় ওই সমস্ত দোকানে খেয়েছি। সস্তায় খাবার পাওয়া যায়। কিন্তু সস্তায় দিতে গিয়ে যদি স্বাস্থ্যবিধি লাটে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে তো সেটা আমাদের জন্য বিপজ্জনক। প্রয়োজনে খাবারের দাম বাড়িয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

কার ভূমিকা কী

পুরনিগম

- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রান্না হচ্ছে কি না, সেটা দেখার কথা
- লাইসেন্স নিয়ে আইন মেনে রেস্তোরাঁ চলছে কি না, সেদিকে নজর রাখা
- যে বিল্ডিংয়ে রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছে, সেখানে ঢোকা এবং বেরোনোর বিকল্প পথ রয়েছে- তাও দেখার দায়িত্ব পুরনিগমের

স্বাস্থ্য দপ্তর

- মাঝেমধ্যে ফাস্ট ফুডের স্টল, দোকান বা রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাবারের মান যাচাই
- রান্নায় কী ধরনের মশলা ব্যবহার, খাবার রাখা হচ্ছে কোন পাত্রে ইত্যাদির ওপর নজর রাখা
- রাঁধুনি ও রেস্তোরাঁর কর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছেন কি না, সেটা নিশ্চিত করা

খাদ্য মানচিত্র

স্বীকৃত খাবারের দোকান কত

পুরনিগম থেকে পাওয়া প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, শিলিগুড়ি শহরে আড়াই থেকে তিন হাজার খাবারের দোকানের ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে। অভিযোগ, এফএসএসএআই (ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া) লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা চালাচ্ছে এরমধ্যে অধিকাংশ।

স্বীকৃতি নেই

শহরের অলিগলিতে ফাস্ট ফুডের ছোট-মাঝারি দোকান খুলছে একের পর এক। সেসবের ট্রেড লাইসেন্সের বালাই নেই। তেমন দোকানের আনুমানিক সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে পাঁচ হাজারের গণ্ডি।

ওরা কাজ করে।। *কোচবিহারের দিনহাটায় ছবিটি তুলেছেন শুভঙ্কর সরকার।*

উত্তর দিনাজপুরে দূরত্ব মেটানোর জল্পনা

কানাইয়া-হামিদুলের হাতে ব্যাটন এবার

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৬ মে : পদাধিকারী বেছে নিতে সাংগঠনিক দক্ষতার সমান গুরুত্ব পেয়েছে দ্বন্দ্ব এড়াতে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা। শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জেলা সভাপতি ও চেয়ারপার্সনদের নামের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরে দলের সভাপতি পদে ফের কানাইয়ালাল আগরওয়ালের ওপর ভরসা রেখেছে জোড়াফুল শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব। তবে বদল এসেছে চেয়ারম্যান পদে। কালিয়াগঞ্জের শচীন সিংহ রায়ের জায়গায় আনা হল চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানকে। এই রদবদলকে ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

কানাইয়া আর হামিদুল 'একে অপরের চক্ষুশূল', কথাটি এই জেলার রাজনৈতিক মহলে ওপেন সিক্রেট। চোপড়া বনাম ইসলামপুর লবির কাজিয়া তৃণমূল নেতাদের কাছে মাথাব্যথার বড় কারণ হয়ে উঠেছে। আখেরে ক্ষতি হচ্ছে সংগঠনের।

প্রশ্ন উঠছে, তবে কি 'দূরত্ব' ঘোচাতেই নেতৃত্বের নয়া সিদ্ধান্ত? নিজেদের মধ্যে বিভেদ মিটিয়ে দলের স্বার্থে কি দুজন এক হতে পারবেন? কানাইয়ার অবশ্য দাবি, 'মিলেমিশে কাজ হবে।' দলের স্বার্থে কাজিয়া ভুলতে আপত্তি নেই, তা স্পষ্ট করেছেন হামিদুলও।

২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে হারের পর কানাইয়াকে জেলা সভাপতি পদে বসানো হয়। এদিন তৃণমূলের অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া পেজে ফের কানাইয়ার নাম দেখে তাঁর অনুগামীরা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। চেয়ারপার্সন পদে হামিদুলের নাম দেখে তাঁর অনুগামীদের উচ্ছ্বাসও ছিল চোখে পড়ার মতো। অথচ যে দুজনের হাতে ব্যাটন তুলে দেওয়া হল, তাঁদের মধ্যে 'তেতো' সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে, গত পঞ্চায়েত ভোটের সময় থেকে দুই লবির কাজিয়া চরম আকার নিয়েছে। ইসলামপুর ব্লকের ভোটগণনা কেন্দ্রে গভীর রাতে হামিদুলের ওপর পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জ পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে। চোপড়া লবির তরফে অভিযোগ ওঠে, ইসলামপুর লবি কলকাঠি নাড়িয়েছিল সেদিন। পঞ্চয়েত ভোটের ফলাফলের পর হামিদুলের দীর্ঘদিনের ভাবশিষ্য আবদুল হক ইসলামপুর লবির 'কাছে'র হয়ে ওঠেন।

গত এক বছরে অবশ্য সুজালিতে পালাবদল ঘটেছে। আবদুল এখন এলাকাছাড়া। তাঁর স্ত্রী তথা সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নুরি বেগমকে ইসলামপুর ব্লক কমিটি দলবিরোধী কাজের অভিযোগে দল থেকে বহিষ্কার করেছে। সেসময় হামিদুল নুরির সমর্থনে ইসলামপুর লবির বিরুদ্ধে সরব হন। দু'পক্ষের ঘা এখনও টাটকা। সেটা ভুলতে সময় লাগবে, বলছেন জেলার পোড়খাওয়া রাজনেতারা।

এই পরিস্থিতিতে কানাইয়া ও হামিদুলকে সাংগঠনিক দায়িত্ব দিয়ে এক ছাতার তলায় আনার চেষ্টা কতটা সফল

কানাইয়ালাল আগরওয়াল ও হামিদুল রহমান।

হবে, তা বলবে সময়। আগামীতে কার পাল্লা ভারী হবে, সে নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা। কানাইয়ার প্রতিক্রিয়া, 'কোনও সমস্যা হবে না। হামিদুলের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। একসঙ্গে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জেলার ৯টি বিধানসভা আসনে জেতা চাই।'

অন্যদিকে হামিদুলের মন্তব্য, 'দল যখন এত বড় দায়িত্ব দিয়েছে, দেখা যাক একসঙ্গে মিলেমিশে সাংগঠনিক কাজ কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। চেষ্টা তো অবশ্যই করব। সুজালি নিয়েও আলোচনা হবে।'

'কানাইয়া বনাম হামিদুল' চর্চা প্রসঙ্গে হামিদুলের সংক্ষিপ্ত জবাব, 'ব্যক্তিগত ঝামেলা তো ছিল না। সাংগঠনিক মতানৈক্য ছিল শুধু।'

শিক্ষক নিগ্রহের প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১৬ মে : শিক্ষকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে শুক্রবার সিপিএম ও বিজেপি রাস্তায় নামে। এদিন সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মিছিলে জেলা কমিটির সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, 'বিকাশ ভবনের সামনে শিক্ষকদের ওপর পুলিশ যেভাবে লাঠিচার্জ করেছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি, শিক্ষকদের ওপর তৃণমূলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের আক্রমণেরও ধিক্কার জানাচ্ছি।' মিছিলে উপস্থিত শিলিগুড়ি তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ত্রিদিব বিশ্বাস বলেন, 'চাকরির জন্য যে এভাবে শিক্ষকদের রাস্তায় নামতে হবে, তা কোনওদিন ভাবিনি। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়ার একটা চক্রান্ত চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস।' এদিন অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে এয়ারভিউ মোড় হয়ে মিছিলটি আবার দলীয় কার্যালয়ের সামনেই শেষ হয়। সিপিএমের পাশাপাশি এবিটিএ দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফেও একটি ধিক্কার মিছিল করা হয়। মিছিলটি কলেজপাড়ার কনকনাথ ভবনের সামনে শুরু হয়ে বাঘা যতীন পার্কে শেষ হয়। বাগডোগরাতেও একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে সিপিএম। বাগডোগরার দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু করে মিছিলটি বিহার মোড়ে শেষ হয়। নেতৃত্বে ছিলেন শীতল দত্ত, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, চন্দন দাস, বীথিকা সেন প্রমুখ। এদিন সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের ২ নম্বর লোকাল কমিটি ও এসইউসিআই (সি)-এর দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফেও প্রতিবাদ জানানো হয়। অন্যদিকে, বিজেপির শিক্ষক সংগঠনের তরফেও এই ঘটনার প্রতিবাদে বাঘা যতীন পার্কে রবীন্দ্রমূর্তির সামনে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানানো হয়। এই প্রতিবাদে শামিল ছিলেন বিধায়ক শংকর ঘোষ ও শিখা চট্টোপাধ্যায়।

শিক্ষকদের ওপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদে শামিল শংকর ঘোষ সহ অন্যরা।

নজরুল প্রতিভা অন্বেষণ

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'নজরুল প্রতিভা অন্বেষণ' এবং 'নজরুল সন্ধ্যা'র আয়োজন করতে চলেছে 'ধূমকেতু আন্তর্জাতিক নজরুল অ্যাকাডেমি'। এ উপলক্ষ্যে আগামী ১৮ এবং ২৩ মে প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। শুক্রবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানালেন 'ধূমকেতু আন্তর্জাতিক নজরুল অ্যাকাডেমির কর্তারা। সংগঠনের সম্পাদিকা অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় বললেন, কাজী নজরুল ইসলামের ভাবধারায় বিশ্বকে আমরা পথ দেখাতে চাই।'

১৮ তারিখ হায়দরপাড়া প্রাইমারি স্কুলের মাঠে নাচ-গান, কবিতা সহ নানা বিষয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। রাজ্য, জাতীয় স্তর এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও নজরুলের রচনার উপর আয়োজিত হবে প্রতিযোগিতা। ২৩ মে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুক্রবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন 'ধূমকেতু আন্তর্জাতিক নজরুল অ্যাকাডেমি'র ডিরেক্টর মানস চক্রবর্তী, চেয়ারপার্সন শমা দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি অর্চনা মিত্র প্রমুখ।

ছবি তুলেই দায়িত্ব শেষ ডেঙ্গি দিবসে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৬ মে : জাতীয় ডেঙ্গি দিবসে ব্যানার নিয়ে ছবি তুলেই প্রচার শেষ। কিন্তু সারাবছর নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে নিকাশিনালা সাফাই, আবর্জনা পরিষ্কার, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা, লার্ভানাশক ওষুধ স্প্রে অর্থাৎ ডেঙ্গি দমনে কিছুই হয় না বলে অভিযোগ।

শুক্রবার নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীরা একটি প্রচার অভিযানে বেরোন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এটা নিয়মরক্ষার প্রচার। ছবি তুলে আধিকারিকদের পাঠিয়ে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলা। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ডের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির বিরোধী দলনেতারা। তাঁদের বক্তব্য, নকশালবাড়ি বাজার সহ বিভিন্ন সংসদে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে ডেঙ্গি মোকাবিলার কাজ। অধিকাংশ সংসদের নিকাশিনালা সাফাই হয়নি। আবর্জনার স্তূপ জমে পাহাড়ে পরিণত হয়েছে।

গত বছর ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬টি সংসদের ২০ জনের বেশি বাসিন্দা ডেঙ্গি আক্রান্ত হন। এবছর এখনও পর্যন্ত তিনজন আক্রান্ত হয়েছেন। ডেঙ্গি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ভেক্টরবর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল বিভাগের নামে কর্মী নিয়োগ করেছে। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে এমন ১৫ জন কর্মী রয়েছেন। তাঁদের কাজ হল সারাবছর বাড়ি বাড়ি গিয়ে মশাবাহিত রোগ নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা। এদিনের প্রচারে ভেক্টরবর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল কর্মী ও আশাকর্মী, কাউকেই দেখা যায়নি বলে অভিযোগ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান রাধাগোবিন্দ ঘোষ বলেন, 'নকশালবাড়ি মাছ বাজারের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় এক হাঁটু নোংরা জল জমে রয়েছে। কোটি কোটি টাকার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে। কিন্তু এরা মানুষের জন্য কাজ করে না।'

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ। তিনি বলেন, 'আমাদের কর্মীরা সারাবছর কাজ করেন। সেই কারণে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কয়েকটি সংসদে নিকাশিনালা এবং আবর্জনা সাফাই করতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলে টাকা এলেই আমরা দ্রুত সেগুলি সাফাই করব।'

জল জমেছে নকশালবাড়িতে। ডেঙ্গির আশঙ্কা বাড়ছে।

হেলদোল নেই

- গত বছর নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০ জনেরও বেশি ডেঙ্গি আক্রান্ত হন, এবছর এখনও পর্যন্ত ৩ জন
- এই গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৫ জন ভেক্টরবর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল কর্মী রয়েছেন
- তাঁদের কাউকে দেখা যায়নি জাতীয় ডেঙ্গি দিবসের প্রচারে, ছিলেন না আশাকর্মীরাও
- যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান

ঘরে ফিরল ছেলে, স্বজনের চোখে জল

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : মোবাইল ফোনের জন্য বাড়ির বাইরে পা রেখেছিল ওরা। বিপাকে পড়তে হয়েছিল শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাড়িভাসার চার নাবালকের প্রত্যেককেই। অবশেষে শুক্রবার রাতে ঘরে ফিরল তিনজন। পড়শিদের থেকে সাময়িক আড়ালে রাখতে হোম থেকে একজনকে নিয়ে যাওয়া হয় ময়নাগুড়ির আত্মীয়ের বাড়িতে।

বাড়ির বাইরে পা রেখে জগৎটা কেমন, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে প্রত্যেকেই। সেই উপলব্ধি থেকেই 'আর এমন ভুল হবে না', বলছিল ওরা। এদিন জলপাইগুড়ির হোমে যাওয়ার আগে এনজেপি থানা চত্বরেই এক নাবালককে বলতে শোনা গিয়েছে, 'এমনভাবে আর কোনও দিন বাড়ি ছেড়ে যাব না।' এনজেপি থানার এক আধিকারিক বলেছেন, 'বড় ধরনের বিপদও ঘটে যেতে পারত। বাড়ির লোকেরা সময়মতো প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়াতে বিপদ এড়ানো গিয়েছে।' সন্তানদের ফিরে পেয়ে চোখের জলে বাঁধ ভেঙেছিল সুমিত্রা তামাং, বীণা অধিকারী, শেখা পাসোয়ান, রতন রায়ের।

এদিন জলপাইগুড়ির হোম থেকে তিনজনকে নিয়ে সন্ধ্যার পর পরিবারের লোকেরা বাড়ি ফিরতেই উঠোনে ভিড় জমান পড়শিরা। নানান প্রশ্ন তাঁদের মুখে। এমনটা আগাম আন্দাজ করতে পেরেই এদিন ছেলেকে নিয়ে জলপাইগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি চলে যান রতন রায়।

প্রতীকী। -এআই

এক নাবালকের মা সুমিত্রা বললেন, 'ছেলে বলেছে আর এমনটা করবে না। পড়াশোনায় মন দেওয়ার কথা আমি বলেছি।' প্রায় একই কথা বলছেন শেখা, বীণা-ও। ঘটনাটিকে সামাজিক কুপ্রভাব বলেই মনে করছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'এভাবে মোবাইল ফোনের নেশায় একসঙ্গে চার নাবালকের ঘরছাড়া সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। কুপ্রভাব দূর করাই আমাদের সকলের কাছে চ্যালেঞ্জ। অভিভাবকদেরও সন্তানদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।'

১২ মে মোবাইল ফোন কেনার লক্ষ্যে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয় বাড়িভাসার চার নাবালক। মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছালে তাদের উদ্ধার করে ওল্ড মালদার সেফ হাউসে রাখে রেল পুলিশ। পরের দিন জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির (সিডব্লিউসি) তত্ত্বাবধানে নাবালকদের বালুরঘাটের একটি হোমে পাঠানো হয়।

এদিকে, এনজেপি থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। চার নাবালকের খোঁজ মেলায় পুলিশ মালদা ও বালুরঘাট গিয়ে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শুক্রবার ভোরে নাবালকদের শিলিগুড়িতে ফিরিয়ে আনে এবং তাদের জলপাইগুড়ির একটি হোমে পাঠায়। খবর দেওয়া হয় অভিভাবকদের।

অভিভাবকরা নিজের এবং সন্তানের প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র নিয়ে হাজির হন ওই হোমটিতে। হোম কর্তৃপক্ষ সেখানে আলাদা আলাদাভাবে নাবালকদের সঙ্গে কথা বলে। নাবালকদের বক্তব্যে সন্তুষ্ট হয়ে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মোদির পাক প্রত্যাঘাত জারি

একটু স্বস্তির খোঁজে... জম্মুতে শুক্রবার।

বেফাঁস মন্তব্যে বিপাকে পদ্মের উপমুখ্যমন্ত্রী

ভোপাল, ১৬ মে : বিজয় শাহের পর এবার বেফাঁস মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন মধ্যপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ দেওরা। যা নিয়ে সরব হয়েছে কংগ্রেস। মোদি-শা'দের তুলোধোনা করেছে দেশের শতাব্দী প্রাচীন দল।

জব্বলপুরের সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্সদের একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন দেওরা। সেখানেই তিনি বলেন, 'যখন জানতে পারলাম যে, পর্যটকদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পরে হত্যা করেছিল জঙ্গিরা, তখন আমার মনে প্রচুর রাগ হয়। নিরীহ পর্যটকদের নারী ও শিশুদের সামনে গুলি করা হয়েছিল। তাঁদের বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছিল। দেশ প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল।

'মোদিকে নতমস্তকে সম্মান জানায় সেনাও'

আমরা প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। গোটা দেশ, দেশের সেনাবাহিনী এবং জওয়ানরা তাঁর পায়ে মাথা নত করে।' এখানেই না থেমে তিনি দর্শক-শ্রোতাদের বলেন মোদির জন্য জোরে হাততালি দিতে।

মধ্যপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর এহেন মন্তব্যকে 'লজ্জাজনক' বলে অভিহিত করে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। অন্যদিকে বিজেপি নেতারা দেওরার পক্ষ নিয়ে সরব হয়েছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তারা দেওরার বক্তব্য বিকৃত করার অভিযোগ তুলেছে।

যুব কংগ্রেস দেওরার বক্তৃতার ক্লিপটি শেয়ার করে বলেছে, 'সেনাবাহিনী দেশের সুরক্ষায় থাকে, রাজনীতিকদের অহংকার রক্ষায় নয়। প্রধানমন্ত্রীর পায়ে সেনাবাহিনী নতজানু— এই মন্তব্য শুধু নিন্দনীয় নয় বরং আমাদের সেনার আত্মত্যাগ ও সম্মানের অপমান।'

কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনেত এক্সে পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জগদীশ দেওরাকে বরখাস্তের দাবি জানিয়ে লিখেছেন, 'এটা সেনাবাহিনীর বীরত্বের চরম অপমান। শুধু ক্ষমা চাইলে চলবে না। মোদিজি, আপনাকে ওঁকে বরখাস্ত করতেই হবে। এমন নোংরা মানসিকতা চলতে পারে না।'

চুপ থাকার পাত্র নয় বিজেপিও। মধ্যপ্রদেশে বিজেপির মিডিয়া সেলের প্রধান আশিস আগরওয়াল বলেন, 'কংগ্রেস নেতারা দেশকে, দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে সম্মান করেন না। অন্যের বক্তব্য বিকৃত করতে তাঁরা সিদ্ধহস্ত।

জগদীশ দেওরাজি স্পষ্টভাবে বলেছেন, পাকিস্তানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ অভিযানকে গোটা দেশ সম্মান জানাচ্ছে। কংগ্রেস যা-ই বলুক, বাস্তবে বিজেপির প্রতিটি কর্মী এবং নেতা দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সাহস এবং বীরত্বকে আভূমি নত হয়ে সম্মান জানাতে ঐক্যবদ্ধ।'

৫০ হাজার কোটি প্রতিরক্ষা বরাদ্দ

নয়াদিল্লি, ১৬ মে : অপারেশন সিঁদুরের আবহে দেশের প্রতিরক্ষা খাতে আরও বরাদ্দ বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে ভারত। অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং নতুন প্রযুক্তি কেনার জন্য ইতিমধ্যে সরকারের তরফে ৫০,০০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যা শীতকালীন অধিবেশনে পাশ হতে পারে। কেন্দ্রের তরফে এই বিষয়ে এখনও প্রকাশ্যে কিছু বলা না হলেও একাধিক সূত্রে এমনই ইঙ্গিত মিলেছে।

চলতি অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিরক্ষার জন্য রেকর্ড ৬.৮১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, যা গত বছরের তুলনায় ৯.৫৩ শতাংশ বেশি।

ট্রাম্পকে 'হত্যার হুমকি'

ওয়াশিংটন, ১৬ মে : প্রাক্তন এফবিআই কর্তা জেমস কোমি বরাবর ট্রাম্পের কড়া সমালোচক। ট্রাম্পও তাঁকে পছন্দ করেন না। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন গোয়েন্দাপ্রধান জেমস কোমিকে ছেঁটে ফেলেছিলেন ট্রাম্প। এবার ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করে তদন্তের মুখে পড়তে চলেছেন কোমি। তাঁর পোস্টটি ছিল একটি সামুদ্রিক খোলের মধ্যে ৮৬৪৭ নম্বর লেখা।

আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮৬ বলতে বোঝায় কাউকে ছুড়ে ফেলা। ৪৭-এর সাংকেতিক অর্থ ট্রাম্প। তিনি আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট-সমর্থকদের কথায়, ট্রাম্পকে বোঝাতেই এই কোড। রিপাবলিকানদের একাংশের মন্তব্য, পোস্টে ট্রাম্পকে খুনের কথা বলা হয়েছে। কংগ্রেসও সমালোচনা করেছে। কোমিও পোস্টটি মুছে দিয়েছেন।

দেশে দেশে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ মে : সামরিক অভিযানে প্রত্যাঘাতের পর এবার কূটনৈতিক পথে পাকিস্তানকে কোণঠাসা করতে চলেছে মোদি সরকার। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠন এবং কূটনৈতিক চাপ বাড়াতে এবার বিভিন্ন দেশে সর্বদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। আগামী সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সহ বিশ্বের মোট ৫টি দেশে পাঠানো হবে ৮টি সর্বদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধি দল। বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম-সহ শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে ৫-৬ জন করে সাংসদের পাশাপাশি প্রতিটি দলে বিদেশমন্ত্রকের একজন করে আধিকারিক এবং কেন্দ্রের একজন করে আধিকারিকও থাকবেন। ২২ মে তাঁরা রওনা দেবেন এবং জুনের প্রথম সপ্তাহে ফিরে আসবেন।

একনজরে

- আগামী সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সহ বিশ্বের মোট ৫টি দেশে পাঠানো হবে ৮টি সর্বদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধিদল
- প্রতি দলে ৫-৬ জন সাংসদ, বিদেশমন্ত্রকের এক আধিকারিক এবং কেন্দ্রের একজন আধিকারিক থাকবেন
- একটি দলের নেতৃত্বে থাকতে পারেন শশী থারুর
- কংগ্রেসের বিরাগভাজন হওয়া সত্ত্বেও থারুরকে গুরুত্ব দিচ্ছে মোদি সরকার

ওই প্রতিনিধি দলে তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরও রয়েছেন। 'অপারেশন সিঁদুর'কে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন তিনি। সেই কারণে কংগ্রেস হাইকমান্ডেরও বিরাগভাজন হন থারুর। অথচ সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলে থারুরকে রেখে কেন্দ্র বুঝিয়ে দিয়েছে, কংগ্রেস যাই ভাবুক, রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন কর্তাকে বিশেষ সমীহ করা হচ্ছে। তাছাড়া বিদেশ বিষয়ক সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান পদেও রয়েছেন থারুর। তাঁর ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, তিনি বিদেশ বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রতিনিধি দলটি পাঠানো হচ্ছে তার নেতৃত্বে থারুরকে রাখা হয়েছে। কিন্তু শশী কেন্দ্রকে জানিয়ে দিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে প্রথমে যেন কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া হয়।

এদিকে বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন,একটি দেশ কীভাবে সন্ত্রাবাদে মদত দিচ্ছে তা বিভিন্ন দেশে গিয়ে তুলে ধরবে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল। ওই প্রতিনিধি দলে বিজেপির তরফে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর, ওডিশার সাংসদ অপরাজিতা সারঙ্গি, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসভা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য থাকবেন। কংগ্রেসের তরফে থারুর ছাড়াও, মণীশ তিওয়ারি, অমর সিংয়ের পাশাপাশি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরশিদেরও থাকার কথা রয়েছে ওই প্রতিনিধি দলে। তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেডিইউ-এর সঞ্জয় ঝা, বিজেডি-র সস্মিত পাত্র, এনসিপি (এসপি)-র সুপ্রিয়া সুলে, শিবসেনা (ইউবিটি)-র প্রিয়াংকা চতুর্বেদী, সিপিএম-এর জন ব্রিটাস এবং এআইমিম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসিকেও এই সফরের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এই সফরে সমন্বয়কের দায়িত্বে রয়েছেন। যদিও সুদীপবাবু কেন্দ্রের প্রস্তাবে সাড়া দেননি। প্রথমে কিরেন রিজিজু এবং পরে বিদেশমন্ত্রককে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর শরীর খারাপ। তাছাড়া স্বল্প সময়ের নোটিশে তাঁর পক্ষে বিদেশে যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে তৃণমূলের তরফে ওই প্রতিনিধি দলে কেউ থাকছেন না।

পাঁচটি দেশে গিয়ে পাকিস্তানের উসকানিমূলক কার্যকলাপ ও সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদ যেভাবে 'অপারেশন সিঁদুরের'-এর মতো সামরিক প্রতিক্রিয়াকে অনিবার্য করে তোলে, তা বিশদভাবে তুলে ধরবেন সাংসদরা। কেন ওই অভিযান ভারতের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তার কূটনৈতিক ও নিরাপত্তাগত ব্যাখ্যাও আন্তর্জাতিক মহলের সামনে তুলে ধরা হবে। প্রতিনিধিরা জানাবেন ভবিষ্যতে যদি পাকিস্তান আবারও সন্ত্রাসবাদী হামলা চালায়, তাহলে ভারত আবার একইরকম প্রত্যাঘাত করবে।

আইএমএফের ঋণ নিয়ে প্রশ্ন

ভুজ, ১৬ মে : সন্ত্রাসবাদ আর পাকিস্তান একই মুদ্রার দুই পিঠ। পহলগামে ২৬ জন ভারতীয়কে গুলি করে খুন করেছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। আর সেই পাকিস্তানকেই ১০০ কোটি মার্কিন ডলার বাড়তি ঋণ মঞ্জুর করেছে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)। শুক্রবার আইএমএফের ঋণ মঞ্জুরি নিয়েই বড়সড়ো প্রশ্ন তুলে দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। পাকিস্তানকে আইএমএফ যে ঋণ দিয়েছে, তার একাংশ ঘুরপথে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে অক্সিজেন জোগাতে কাজে লাগানো হবে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

এদিন সকালে গুজরাটে ভারতীয় বায়ুসেনার ভুজ বিমানঘাঁটি পরিদর্শন করেন রাজনাথ। তিনি জানান, মুরিদকে ও বাহাওয়ালপুরে লস্কর-

জঙ্গিঘাঁটি গড়তে সাহায্য, মন্তব্য রাজনাথের

"পাকিস্তান সরকার মুরিদকে ও বাহাওয়ালপুরে লস্কর ও জইশের ঘাঁটিগুলির পুনর্নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করেছে। আইএমএফ ওদের যে টাকা দিচ্ছে তার একটা অংশ এই কাজে খরচ করা হবে।

রাজনাথ সিং

ই-তইবা এবং জৈশ-ই-মহম্মদের সদর দপ্তর দুটি ভারতীয় সেনা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সেগুলি নতুন করে গড়ে তুলতে ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে পাকিস্তান সরকার।

তাঁর কথায়, 'পাকিস্তান সরকার মুরিদকে ও বাহাওয়ালপুরে লস্কর ও জৈশের ঘাঁটিগুলির পুনর্নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করেছে। আইএমএফ ওদের যে টাকা দিচ্ছে তার একটা অংশ এই কাজে খরচ করা হবে।' অপারেশন সিঁদুর শুরু হওয়ার পর ভারতের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও গত ৯ মে পাকিস্তানের জন্য ১০০ কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করেছে আইএমএফ। তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনা শুরু হয়েছে।

নিঃশর্ত বৈঠক শুরু মস্কো-কিভের

ইস্তানবুল ও মস্কো, ১৬ মে : বহুদিন ধরে যে বৈঠকের অপেক্ষায় ছিল গোটা বিশ্ব, শুক্রবার তা শুরু হল। এই প্রথম কোনওরকম পূর্বশর্ত ছাড়াই দ্বিপাক্ষিক শান্তি আলোচনায় বসল রাশিয়া ও ইউক্রেন। তিন বছর যুদ্ধের পর এদিন তুরস্কের ইস্তানবুলের ডলমাবাহচ প্রাসাদে বৈঠকে বসেন কিভ ও মস্কোর প্রতিনিধিরা। তবে আলোচনার ফলাফল নিয়ে নীরব দু'পক্ষই। এদিকে শান্তি আলোচনা চলাকালীন রাশিয়ার সেনাপ্রধানকে অপসারণ করেছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেন যুদ্ধের সন্ধিক্ষণে রুশ সেনার শীর্ষস্তরে এই রদবদল তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষ থামাতে মরিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি দু'পক্ষকে যুদ্ধ বিরতির জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। শান্তি আলোচনার কথা বলেছেন। এই পরিস্থিতিতে কোনওরকম পূর্বশর্ত ছাড়াই বৈঠকে বসলেন দুই দেশের প্রতিনিধিরা। রাশিয়ার দলের নেতৃত্ব দেন প্রেসিডেন্ট পুতিনের উপদেষ্টা ভ্লাদিমির রুদিমিস্ক। ইউক্রেনের প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে ছিলেন সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রুস্তেম উমেরভ। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি নিজেও তুরস্কে আছেন। কিন্তু তিনি বৈঠকে অংশ নেননি। মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও ঘাঁটি গেড়েছেন ইস্তানবুলে। আমেরিকার বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, তিনি দু'দেশের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করবেন।

রবিবার পুতিন তুরস্কে ইউক্রেনের সঙ্গে সরাসরি বৈঠকের প্রস্তাব দেন। তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা চেয়েছিলেন। জেলেনস্কি কিন্তু তার বদলে মাঝারি মাপের নেতাদের তুরস্কে পাঠান। রুবিও বলেছেন, 'আগামীকালের খবরে যেন দেখি, দু'দেশ যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে।'

'ইন্ডিয়া'র ভবিষ্যৎ সংশয়ে চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ১৬ মে : বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে এবার প্রশ্ন উঠল খোদ কংগ্রেসের অন্দরেই। দলের বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম একটি বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'বিরোধী জোটকে অত্যন্ত নড়বড়ে দেখাচ্ছে। তবে এখনও জোটকে পুনরুজ্জীবিত করে মজবুত করার সময় রয়েছে।' পাশাপাশি বিজেপির সাংগঠনিক শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন চিদম্বরম। বিজেপিকে একটি মজবুত সংগঠিত শক্তি বলেও দাবি করেন তিনি।

শাসক ও বিরোধীদের নিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এহেন মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়েছে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, 'ইন্ডিয়া যদি জোটবদ্ধ থাকে তাহলে আমি খুশিই হব। কিন্তু জোটের বর্তমান দশা অত্যন্ত দুর্বল। তবে আমি মনে করি, এখনও অনেক সময় আছে। আরও অনেক ঘটনা ঘটবে।' ২০২৯ সালে পরবর্তী লোকসভা ভোট। তার আগে তিনি বলেন, 'আমি আমার অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাস পঠন থেকে বলতে পারি, বিজেপির মতো এতটা সংঘবদ্ধ দল আর একটাও নেই। এটা শুধু একটি রাজনৈতিক দল নয়। বরং যন্ত্রের পিছনে আরও একটি যন্ত্র রয়েছে। যৌথভাবে ওই যন্ত্রগুলি নির্বাচন কমিশন থেকে থানা, সব গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আগামী লোকসভা ভোট ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে টার্নিং পয়েন্টে পরিণত হতে পারে।'

লোকসভা ভোটের পর থেকে যত সময় গড়িয়েছে, ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে ততই প্রশ্ন উঠেছে। কেন হরিয়ানা ও দিল্লি বিধানসভা ভোটে ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিক কংগ্রেস ও আপ লড়ল না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কংগ্রেস অবশ্য বারবার দাবি করেছে, জোট গঠন করা হয়েছিল শুধুমাত্র লোকসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে। রাজ্য বিধানসভা ভোটে কোনও জোট নেই বলে দাবি করা হয় কংগ্রেসের তরফে। এই অবস্থায় চিদম্বরম ইন্ডিয়া জোটকে যেভাবে বিঁধেছেন তাতে খুশি বিজেপি। দলের মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, পি চিদম্বরম বলেছেন, 'বিজেপি একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তিশালী সংগঠন। ভবিষ্যতে বিরোধীরা একাট্টা থাকতে পারবে না। কংগ্রেসের যে কোনও ভবিষ্যৎ নেই সেটা রাহুল গান্ধির ঘনিষ্ঠ সহযোগীও জানেন।'

এশিয়ায় ফের করোনা হানা

সিঙ্গাপুর সিটি, ১৬ মে : এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ফের করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বাড়ছে। হংকং ও সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্যকর্তারা জানিয়েছেন, এই দুটি জায়গায় নতুন করে সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে।

হংকংয়ের 'সেন্টার ফর হেলথ প্রোটেকশন'-এর সংক্রামক রোগ শাখার প্রধান অ্যালবার্ট আও জানিয়েছেন, শহরে এখন করোনার সক্রিয়তা বেড়েছে। বহু মানুষের শ্বাসতন্ত্রের নমুনা পরীক্ষায় যে হারে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি মিলেছে, তা গত কয়েক বছরের তুলনায় অনেক বেশি। নতুন কোভিড ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হংকংয়ের জনপ্রিয় পপ তারকা ইসন চ্যানও। করোনা সংক্রমণ বাড়ছে ঘনবসতিপূর্ণ সিঙ্গাপুরেও। সে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রক প্রায় এক বছর পর এবার সংক্রমণের সাম্প্রতিক তথ্য প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ৩ মে শেষ হওয়া সপ্তাহে সংক্রমণের হার আগের সপ্তাহের তুলনায় ২৮ শতাংশ বেড়ে প্রায় ১৪,২০০ জনে দাঁড়িয়েছে। হাসপাতালভিত্তিক ভর্তি রোগীর সংখ্যাও প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়েছে।

শুধু হংকং বা সিঙ্গাপুরেই নয়, গোটা এশিয়াতেই কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে করোনার ঢেউ ফিরে আসছে বলে ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে আশঙ্কাপ্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য দপ্তর সকলকে টিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন পশ্চিম বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা নিশা দেবী - কে 03.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 46B 64705 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "জীবন আমাকে আশ্চর্যজনক কিছু প্রদান করেছে যখন আমি অলৌকিক কিছুর প্রত্যাশা করছিলাম। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির দ্বারা এই অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মধ্য দিয়ে। সমস্ত সাধারণ মানুষকে এই সুবর্ণ সুযোগ প্রদানের জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। এই জয়টি আমার এবং আমার পরিবারের সমস্ত কিছু পরিবর্তন করেছে।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস/০৫/২০২৫-২৬, তারিখ: ১৪-০৫-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রম.নং.:১; টেন্ডার নং. : ৭৮/২৫/৫০৪৬/ওটি/৩৯/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৯-০৫-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : স্পেসিফিকেশন অনুসারে ০২ বছরের অন-সাইট ওয়ারেন্টি সহ স্টেশনগুলিতে তিনটি সিটার সিটিং বেঞ্চের অনসাইট সাপ্লাই এবং ইনস্টলেশন প্রস্তুতকারক :নীলকমল বা অনুরূপ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় পরিদর্শক: প্রযোজ্য নয়, পর্যায়: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:]। আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- সিনিয়র ডিসিএম/ রঙ্গিয়া, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ৮৯টি। পি.এল.নং-৫৩৯৮০০৩১৭৩২০।

ক্রম.নং.:২; টেন্ডার নং. : ৭৮/২৫/৫০৪২/ওটি/৪০/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৯-০৫-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : স্পেসিফিকেশন অনুসারে ০২ বছরের অন-সাইট ওয়ারেন্টি সহ স্টেশনগুলিতে তিনটি সিটার সিটিং বেঞ্চের অনসাইট সাপ্লাই এবং ইনস্টলেশন প্রস্তুতকারক :নীলকমল বা অনুরূপ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় পরিদর্শক: প্রযোজ্য নয়, পর্যায়: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:]। আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ - সিনিয়র ডিসিএম/রঙ্গিয়া, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ১৩৯টি। পি.এল.নং-৫৩৯৮০০৩১৭৩২০।

ক্রম.নং.:৩; টেন্ডার নং. : ৭৮/২৫/৫০৪৩/ওটি/৪১/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৯-০৫-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : স্পেসিফিকেশন অনুসারে ০২ বছরের অন-সাইট ওয়ারেন্টি সহ স্টেশনগুলিতে তিনটি সিটার সিটিং বেঞ্চের অনসাইট সাপ্লাই এবং ইনস্টলেশন প্রস্তুতকারক :নীলকমল বা অনুরূপ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় পরিদর্শক: প্রযোজ্য নয়, পর্যায়: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:]। আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- সিনিয়র ডিসিএম/রঙ্গিয়া, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ১২৬টি। পি.এল.নং-৫৩৯৮০০৩১৭৩২০।

ক্রম. নং.:৪; টেন্ডার নং. : ৭৮/২৫/৫০৪৪/ওটি/৪২/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৯-০৫-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : স্পেসিফিকেশন অনুসারে ০২ বছরের অন-সাইট ওয়ারেন্টি সহ স্টেশনগুলিতে তিনটি সিটার সিটিং বেঞ্চের অনসাইট সাপ্লাই এবং ইনস্টলেশন প্রস্তুতকারক :নীলকমল বা অনুরূপ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় পরিদর্শক: প্রযোজ্য নয়, পর্যায়: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:]। আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমান- সিনিয়র ডিসিএম/রঙ্গিয়া, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ১১৭টি, পি.এল.নং-৫৩৯৮০০৩১৭৩২০।

ক্রম.নং.:৫; টেন্ডার নং. : ৭৮/২৫/৫০৪৫/ওটি/৪৩/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৯-০৫-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: স্পেসিফিকেশন অনুসারে ০২ বছরের অন সাইট ওয়ারেন্টি সহ স্টেশনে অন সাইট সরবরাহ এবং তিনটি সিটার সিটিং বেঞ্চ স্থাপন প্রস্তুতকারক :নীলকমল বা অনুরূপ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় পরিদর্শক: প্রযোজ্য নয়, পর্যায়: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:]। আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমান- সিনিয়র ডিসিএম/রঙ্গিয়া, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ১০৮টি, পি.এল.নং-৫৩৯৮০০৩১৭৩২০।

ক্রম. নং.:৬; টেন্ডার নং. : ৫০/২৪/০৬০৬/ওটি/৪৪/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০২-০৬-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : "লিড অ্যাসিড কম রক্ষণাবেক্ষণ স্টেশনারি সেকেন্ডারি সেল ২ ভোল্ট, ৩০০০ এএইচ" ধারণক্ষমতা ১০ ঘন্টায় রাতে অফ ডিসচার্জ, টিউবুলার পজিটিভ এবং পেস্ট করা নেগেটিভ প্লেট দিয়ে একত্রিত করা হয়েছে শক্ত রাবারের পাত্রে মাইক্রোপোরাস ভেন্ট প্লাগ সহ, শুকনো আনচার্জ অবস্থায় লিড কোটেড ইন্টার সেল কানেক্টর, নাট, বোল্টস এবং ওয়াশার আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং অনুসারে - "সর্বশেষ সংশোধন/সংস্করণ সহ এস-৮৮-২০০৪" [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শক: না, পর্যায়: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেম : ৩১০০১৫৮, এস অ্যান্ড টি সাব আইটেমের জন্য সেকেন্ডারি ব্যাটারি/সেল: এস অ্যান্ড টি ইনস্টলেশনের জন্য কম রক্ষণাবেক্ষণের লিড অ্যাসিড স্টেশনারি সেকেন্ডারি সেল: ৩০০ এএইচ] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। i) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ৮০০টি, ii) পরিমাণ: পাণ্ডু জিএসডি, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ২৫০টি। পি.এল.নং-৫৬১৫০১১৮।

ক্রম.নং.:৭; টেন্ডার নং. : ৪০/২৫/০৫৪৩/ওটি/৪৫/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০২-০৬-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : ৫০০ অ্যাম্পিয়ার, ৭৫০ ভোল্ট, ইন্টার ভেহিকুলার (আইভি) কাপলার ইউনিট ফর ইওজি টাইপ এসি কোচেস পাওয়ার কার, আরডিএসও'র স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৭৭ (রেভ-১) ২০১৩ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম ৩১০০৪৬০, ইন্টার ভেহিকুলার কাপলার হাই ক্যাপাসিটি (৫০০এ ৭৫০ভি)] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। ১) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ৩টি, ii) পরিমাণ- পাণ্ডু জিএসডি, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ৫৮টি, iii) পরিমাণ: নিউ বোঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ১২৪টি, iv) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ১৩২টি, v) পরিমাণ - কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্য ৩টি। পি.এল. নং-৪৫২১৮৯৪৮।

ক্রম.নং.:৮; টেন্ডার নং. : ৩০/২৫/১০৯৫/ওটি/৪৬/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৪-০৬-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অর্গানিক উপাদানে নির্মিত ব্রেক প্যাড হাফ ২০০সিএমএ২ ম্যাটেরিয়াল স্পেসিফিকেশন: আরডিএসও/২০১৩/সিজি-০১ (রিভি-১) [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেম :৩১০০৩৩৭, নন -অ্যাসবেস্টোস অর্গানিক ব্রেক প্যাড উপ-আইটেম: ভারতীয় রেলওয়ের এলএইচবি কোচের জন্য ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম সংযুক্ত নন -অ্যাসবেস্টোস অর্গানিক ব্রেক প্যাড আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ) ১) পরিমাণ - ৭৩৩৫ জোড়া নিউ বোঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) এর জন্য, পরিমাণ- ১১৩৮৩ জোড়া ডিব্রুগড় শহর/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (আসাম) এর জন্য, ৩) পরিমাণ - পাণ্ডু/জিএসডি, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ১৬২০০ জোড়া ৪) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ২৭০০ জোড়া, ৫) পরিমাণ - কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্য ২৭০০ জোড়া। পি.এল.নং- ৩৩৫১০৩৫০।

ক্রম.নং.:৯; টেন্ডার নং. : ৫০/২৪/০৬৬১/ওটি/৪৭/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৫-০৬-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত ব্যাটারি, ৪৮ ভোল্ট, ৩০০ এএইচ, আরডিএসও'র নির্দিষ্টকরণ নং আইআরএস:এস-৯৩/৯৬ (এ) সংশোধনী ১ বা সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেম: ৩১০০১৫৮, এস অ্যান্ড টি-এর জন্য সেকেন্ডারি ব্যাটারি/সেল উপ-আইটেম: রেলওয়ে এসঅ্যান্ডটি ইনস্টলেশনের জন্য ভালভ নিয়ন্ত্রিত (সিল্ড) লেড অ্যাসিড স্টেশনারি ব্যাটারি ৩০০ এএইচ আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। i) পরিমান- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ২৭টি, ii) পরিমান- পাণ্ডু/জিএসডি, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ২১টি, iii) পরিমাণ - কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্য ৪টি। পি.এল.নং-৫৬১৫৮০২৬।

ক্রম. নং.:১০; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫১৭৫/ওটি/৪৮/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৬-০৬-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : হাই ভিসকোস নাইলন-৬৬ ইনসুলেটিং লাইনার্স যা ওয়াইডার বেস কংক্রিট স্লিপারে ৬০ কেজি রেলের সাথে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত এবং আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৬৯৩৮ ও টি-৬৯৩৯ (অল্টারনেট-০২) অনুসারে তৈরি, এই ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ পর্যন্ত ড্রয়িংয়ের যেকোনো সর্বশেষ পরিবর্তন সহ। এটি একটি সুরক্ষা আইটেম, আইআরএস স্পেসিফিকেশন। স্পেসিফিকেশন: জিএফএন-৬৬/এইচভিএন-৬৬ ইনসুলেটিং লাইনারের জন্য আইআরএস স্পেসিফিকেশন ক্রম. নং টি-৪৪-২০২৩ (দ্বিতীয় সংশোধন) এই ই-টেন্ডারের বন্ধের সময়। দ্রষ্টব্য: প্রতিটি সেটে একটি করে এইচভিএন লাইনার ড্রয়িং নং টি-৬৯৩৮ অনুযায়ী এবং একটি করে এইচভিএন লাইনার ড্রয়িং নং টি-৬৯৩৯ অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত থাকবে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেক্টর: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৫৮৭ হাই ভিসকোস নাইলন (এইচভিএন)-৬৬ ইনসুলেটিং লাইনারস] আইটেম ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। ১) পরিমাণ - এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বোঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ৫৭০৯৯ সেট। পি.এল. নং-৬০১১০৪৮০।

ক্রম.নং.:১১; টেন্ডার নং. : ১০/২৫/৩৬৬১এ/ওটি/৪৯/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৯-০৬-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : ডব্লিউডিজি৪ লোকোমোটিভের জন্য বিয়ারিং অ্যাডাপ্টার অ্যাসেম্বলি, ইএমডি পার্ট নং-৪০০৭৪৯১৮ অনুযায়ী [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম আইডি: ২২০১১৯৪ - জার্নাল বিয়ারিং অ্যাসেম্বলি সহ বিয়ারিং অ্যাডাপ্টার (এইচএইচপি লোকোমোটিভের জন্য বুশিং ট্র্যাকশন রড ছাড়াই)। ১) পরিমাণ - নিউ গুয়াহাটি ডিপো, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ৩০টি, ২) পরিমাণ- শিলিগুড়ি জংশন ডিজেল ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ১০০টি। পি.এল. নং-১৭০২০২২০।

ক্রম. নং.:১২; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫১৩৬/ওটি/৫০/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৯-০৬-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : পিএসসি ওয়াইডার ব্রিজ গার্ড স্লিপার (টি-৮৯৭০) [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ পরিদর্শক: এনএ, পর্যায়: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] পণ্যের ধরণ: ভালো (সরবরাহ) পরিমাণ: এসএসই/সিএস/এইচকিউ, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ১২৪৩০টি। পি.এল. নং:-৬০০৪০০১৩১১১৬।

ক্রম.নং.:১৩; টেন্ডার নং. :এমএল ২৫৫০৩৯/ওটি/৫১/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৬-০৬-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : আইজিবিটি-ভিত্তিক ৩-ফেজ ড্রাইভ প্রোপালশন সরঞ্জাম সরবরাহ সিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/২০০৮/ইএল/স্পেক/০০৭১,রিভি-৫ (জুন ২০১৬-এ জারিকৃত) বা সর্বশেষ সংশোধিত সংস্করণ অনুযায়ী সিএলডব্লিউ পিএল নং. ২৯৭৪১০৭৫ অনুসারে সংযুক্ত নথি অনুসারে বিস্তারিত বিবরণ। পরিমাণ- ডেপুটি সিএমএম/মালদা টাউন এর জন্য ০১ সেট। ii) আইজিবিটি-ভিত্তিক ৩-ফেজ ড্রাইভ প্রোপালশন সরঞ্জামের সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি [এএমসি] স্পেসিফিকেশন নং সিএলডব্লিউ/এএমসি/সি-ডি অ্যান্ড ডি/০১ মার্চ ২০১৬-এ জারিকৃত অনুযায়ী। পরিমাণ: ডেপুটি সিএমএম/মালদা টাউন এর জন্য ০১ সেট।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই **আইআরইপিএস** -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস** -এ নিবন্ধিত না হন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পরিবহণনগরে আজব বসতি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : পরের জায়গা পরের জমিন, ঘর বানাইয়া আমি রই / আমি তো সেই ঘরের মালিক নই... তাহলে ঘরের মালিক কেডা? মালিক শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। আর ঘর বানিয়ে কারা রয়েছে? কেউ জানে না... কেউ জানে না!

পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে এই অদ্ভুত এলাকা, যেখানে রাস্তার একপাশে পরিত্যক্ত জায়গায় গজিয়ে উঠেছে ছোট ছোট ঘর। খাতায়-কলমে জায়গাটির নাম পরিবহণনগর হলেও, এটাকে বর্তমানে ঠিক কী নাম দেওয়া দেওয়া যায়, তা নিয়ে ধন্দে রয়েছেন খোদ এই এলাকার ব্যবসায়ীরা। কারণ, তাঁরা মাঝেমধ্যেই সকালে দোকান খুলতে এসে দেখেন, বাঁশ-ত্রিপল দিয়ে আরও একটা ঘর তৈরি হয়ে গিয়েছে। এভাবেই ছোট ছোট ঘর তৈরি হতে হতে একটা সময়ে ব্যবসায়ীরা দেখেন, এখানে রীতিমতো বসতি গড়ে উঠেছে।

কিন্তু এঁরা কারা? কোথা থেকেই বা আসছেন? উত্তর নেই কারও কাছে। ছোট একটা ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন এক মহিলা। তাঁর কোলে শিশু। কোথা থেকে এসেছেন? প্রশ্ন করতেই রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েন তিনি। তারপর বলেন, 'আগে অন্য জায়গায় ভাড়ায় ছিলাম। এখন এখানে এসেছি।' এখানেও কি ভাড়ায় থাকছেন? কাকে ভাড়া দেন? একটি প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া গেল না।

স্থানীয় ব্যবসায়ী অসীম দাস বললেন, 'চার-পাঁচ বছর ধরে ধীরে ধীরে এখানে বসতি গড়ে উঠেছে। প্রথমে দুটো ঘর ছিল। এখন সেই সংখ্যাটা নয়।' কোথা থেকে আসছেন তাঁরা, কেনই বা আসছেন, বলতে পারলেন না অসীম। তাঁর সংযোজন, 'গোটা পরিবহণনগরটাই এখন অভিভাবকহীন। কেউ দেখার নেই। যে যার মতো এই জায়গা ব্যবহার করছে।'

জানা যাচ্ছে, জায়গাটি এসজেডিএ'র অধীন। সরকারি জায়গায় এভাবে বসতি গড়ে উঠছে, অথচ কোনও নজরদারি নেই কেন? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে এসজেডিএ'র সিইও অঞ্জলি ওয়াংখেড়েকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ সাহিদের বক্তব্য, 'এ ব্যাপারে এসজেডিএ'র সঙ্গে আমি কথা বলব। কারা থাকছে এখানে, সেটাও দেখার জন্য বলব।'

প্রশ্ন ওঠে, চার-পাঁচ বছর ধরেই যদি বসতি গড়ে ওঠে, তাহলে একটিবারের জন্যও প্রশাসনের কানে যায়নি বিষয়টি? নাকি সর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে, উত্তর আপাতত পাওয়া যায়নি। এমনিতে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিবহণনগরের দিকে কারও নজর নেই।

এখানে ঢুকলেই বেহাল অবস্থা নজর এড়ায় না। রাস্তার একাংশজুড়ে আবর্জনার স্তূপ। একাধিক বাতিস্তম্ভ বিপজ্জনকভাবে হেলে রয়েছে। অথচ এখানেই রয়েছে ট্রাকস্ট্যান্ড। রয়েছে কলসেন্টারও। সবসময় মানুষের যাতায়াত লেগে থাকে। এসবের মাঝে বসতি গড়ে উঠতে থাকায় বাড়ছে আশঙ্কা।

দীর্ঘদিন ধরে এখানে ফোটোকপির দোকান চালাচ্ছেন বিপ্লব দাস। তিনি বলছিলেন, 'শুধু ছোট ছোট ঘর নয়, বছরদুয়েক দেখছি, এখানে রাস্তার ধারে বেশ কয়েকটি দোকানও গজিয়ে উঠেছে। কারা যাচ্ছে, কারা আসছে, কেউ জানে না।' তিনি আরও জানাচ্ছেন, ওই নয়টি ঘরের বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ ভোরবেলা চলে যান। সন্ধ্যায় ফিরে আসেন। কোথায় যান, তা-ও অজানা।

প্রশাসন কবে নজর দেবে এদিকে? প্রশ্ন তুলছেন বিপ্লবের মতো অনেকেই। প্রশাসন কি তা শুনতে পাচ্ছে? উত্তর সময়ই বলবে।

পরিবহণনগরে এসজেডিএ'র জমিতে গজিয়ে উঠেছে ঘর।

হুঁশ নেই এসজেডিএ'র

পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিবহণনগরে রাস্তার একপাশে পরিত্যক্ত জায়গায় গজিয়ে উঠেছে ছোট ছোট ঘর

কারা ঘর বানাচ্ছেন এখানে? কোথা থেকেই বা আসছেন? উত্তর নেই কারও কাছে

এসজেডিএ'র জায়গায় এভাবে বসতি গড়ে উঠছে, অথচ কোনও নজরদারি নেই

ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত, ধৃত সাত

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৬ মে : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩৬২ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা ব্রাউন সুগারের বাজারমূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। ধৃতদের মধ্যে গফফার ও নির্মলকুমার পান্ডে বড় মজলিশপুরের বাসিন্দা। অজয়কুমার দাসের বাড়ি বিহারের কিশনগঞ্জের তাঁতিপল্লি এলাকায়। ধরমপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিহার নম্বরের একটি স্কুটি সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নগদ ১৮ হাজার টাকা। এদিন ধৃতদের আদালতে তোলা হলে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

অন্যদিকে, ১৮৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম পূজা স্বর্ণকার। তার বাড়ি বিশ্বাস কলোনিতে। শুক্রবার দুপুরে পূজা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল মাদক পাচারের উদ্দেশ্যে। পুলিশের কাছে খবর আসতেই মহিলাকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়। ধৃতকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

নকশালবাড়িতেও অভিযানে নেমে মাদক সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে টুকরিয়া মোড়ে একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ধৃতদের কাছ থেকে ৭০ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং নগদ ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। ধৃতদের নাম বিশ্বনাথ বর্মন, নন্দন বাসফোর এবং বিশাল গুরুং। বিশ্বনাথ টুকরিয়া মোড়ের বাসিন্দা। নন্দন এবং বিশালের বাড়ি যথাক্রমে তোতারামজোত এবং শান্তিনগরে। ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্বনাথের বাড়ি থেকেই মাদক কারবার চলত।

টুকরো খবর

গ্রেপ্তার 'প্রেমিক'

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : নাবালিকা আত্মহত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হল 'প্রেমিক' রাজীব হালদারকে (মিন্টু)। শুক্রবার সকালে রাজীবকে আশিঘর মোড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক রাজীবকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ত্রিকোণ প্রেমের কারণে নাবালিকার সঙ্গে রাজীবের সম্পর্ক খারাপ হয়। সেই কারণেই কি নাবালিকা আত্মহত্যা করে? এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে পুলিশের অন্দরে। নাবালিকার বাবা বলেছেন, 'আমার মেয়ের জীবন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ওর (রাজীবের) কঠিন শাস্তি চাই।' সূত্র জানিয়েছে, নাবালিকার মৃত্যুর পর থেকেই এলাকায় আর দেখা যায়নি রাজীবকে। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাকে পাকড়াও করে পুলিশ।

চালকদের স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : একাধিক দাবিতে শুক্রবার শিলিগুড়ির দাগাপুরে অ্যাডিশনাল লেবার কমিশনারের অফিসে গিয়ে স্মারকলিপি দিলেন সরকারি দপ্তরের গাড়িচালকরা। সিটু অনুমোদিত শিলিগুড়ি সাব-ডিভিশন সেন্ট্রাল অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট অফিস হায়ার্ড ভেহিকল ড্রাইভার্স ইউনিয়নের সদস্যরা স্মারকলিপি দেন। তাঁদের দাবি, বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত চালকদের মজুরি সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে। পাশাপাশি ওভারটাইম, ভাতা দেওয়া সহ দুর্ঘটনায় চালকদের ক্ষতি হলে সেই দায় কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারকে নিতে হবে বলে দাবি জানিয়েছেন চালকরা। কমিশনের তরফে বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ওয়ার্ডে ঢুঁ

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : শুক্রবার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব পুরনিগমের এক ঝাঁক আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে শহরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে পরিদর্শনে যান। বেশকিছু ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে জোড়াপানি ও ফুলেশ্বরী নদী বয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি ওয়ার্ডে নিকাশি ব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছিল। তাই এদিন পরিদর্শনে যান মেয়র। ২২, ২৩, ৩৬ সহ বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের নিকাশিনালা এই দুটি নদীতে মিশেছে। যার মধ্যে বহু নালার মুখ আবর্জনায় বন্ধ হওয়ার মুখে। এর ফলে বর্ষায় সমস্যার আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণে বিষয়টি নিয়ে আগাম চিন্তাভাবনা শুরু করেছে পুরনিগম।

ক্লার্কদের দাবি

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : রাজ্যের ডিরেক্টরেট অফ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড স্ট্যাম্প ডিউটি আধিকারিককে বৃহস্পতিবার ডাকে স্মারকলিপি দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের শিলিগুড়ি শাখা। স্মারকলিপির মাধ্যমে অনলাইনে দলিলের সার্টিফায়েড কপি দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি দলিল রেজিস্ট্রেশনের নামে অযথা জনগণকে হয়রানি করা চলবে না বলেও দাবি জানানো হয়।

নেত্রীকে নিয়ে বিজেপিতে বিরোধ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ মে : শিলিগুড়ির পদ্মবনেও অশান্তি। এবার দলীয় বিরোধ ফাঁসিদেওয়া মণ্ডলের সভানেত্রী বিশ্বদীপা ঘাটানিকে কেন্দ্র করে। কীভাবে তিনি দ্বিতীয়বার ওই পদে নির্বাচিত হলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দলের দীর্ঘদিনের নেতা-কর্মীরা। তাঁদের অনেকেই দলীয় কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। যা বিধানসভা নির্বাচনের এক বছর আগে বিজেপি শিবিরে অস্বস্তি বাড়িয়েছে। দলের মধ্যে বিতর্ক ও বিরোধ দেখা দেওয়ায়, নিজেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন বিশ্বদীপা। সমস্যা তেমন নয় বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টায় জেলা নেতৃত্ব।

'২৬-এর ভোটে নজর রেখে প্রতিটি মণ্ডলে শক্তিবৃদ্ধি করতে চাইছে বিজেপি। রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে তৈরি হচ্ছে মণ্ডল কমিটি। আর তাকে কেন্দ্র করে মণ্ডলে মণ্ডলে দলীয় বিরোধ চরম আকার নিচ্ছে। টানা দ্বিতীয়বার ফাঁসিদেওয়া মণ্ডলের সভানেত্রী বিশ্বদীপা হওয়ায়, তা নিয়েও বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বিশ্বদীপাকে সভানেত্রী হিসেবে আর দেখতে নারাজ সংশ্লিষ্ট মণ্ডলের অনেকেই। যেমন, দলের কাজ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি প্রাণগৌরাঙ্গ দেবনাথ। তিনি বলছেন, 'মণ্ডল থেকে সভাপতি করার জন্য প্রস্তাবিত নামের তালিকা পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু দল ভালো ফল করুক তা হয়তো জেলার কয়েকজন নেতা চান না। তাই নিজেদের লোককে গুরুত্ব দিয়ে পদে বসিয়েছেন। বিজেপিতে পুরোনোদের সম্মান ও গুরুত্ব আর নেই। তাই বসে থাকাই ভালো।' একই সিদ্ধান্ত নিতে বেশ কয়েকজন স্থানীয় নেতা-কর্মী এর মধ্যে বৈঠক সেরেছেন বলে খবর।

এদিকে, জেলার সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে সংশ্লিষ্ট পদে অন্য কাউকেও বসাতে পারছেন না স্থানীয়রা। ২৪ এপ্রিল জেলা বিজেপির তরফে ফাঁসিদেওয়া মণ্ডলের সভানেত্রী করা হয় বিশ্বদীপাকে। তাঁকে মানতে না চাওয়ার বিরোধ সময়ের সঙ্গে কোন পর্যায়ে পৌঁছায়, তা নিয়ে এলাকায় শুরু হয়েছে চর্চা। বিষয়টি বুঝতে পারছেন বিশ্বদীপাও। তাই তিনি বলছেন, 'পারিবারিক সমস্যার কারণে দলীয় কাজে এখন সময় দিতে পারছি না। দলের পদে থাকব না বলে জেলা নেতৃত্বকে জানিয়েছিলাম। এর থেকে বেশি এখন আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না।' এ প্রসঙ্গে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, 'ফাঁসিদেওয়া মণ্ডলের সভানেত্রীকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। যদি স্থানীয় স্তরে নেতৃত্বের মধ্যে কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকে, আমরা তা বসে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে নেব।'

মহাবীরস্থানে রেলগেটে সংস্কার শুরু হয়েছে। তাই আগামী ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে এই রেলগেট। - রাহুল মজুমদার

শোকজ দুই পুলিশকর্মীকে

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : সংশোধনাগারে আত্মহত্যার ঘটনায় দুই পুলিশকর্মীকে শোকজ করলেন শিলিগুড়ির বিশেষ সংশোধনাগারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। বৃহস্পতিবার শৌচালয়ের আশপাশে ওই দুই পুলিশকর্মী দায়িত্বে ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। তাঁদের নজর এড়িয়ে কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে শোকজের মাধ্যমে।

এই ঘটনায় শিক্ষা নিয়ে এবার থেকে শুধুমাত্র শপিং মলে ব্যবহৃত প্লাস্টিকে অভিযুক্তের পরিবারের সদস্যরা খাবার দিতে পারবেন বলে সংশোধনাগার থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশোধনাগারের ভেতরে অন্য কোনও ধরনের ব্যাগ যাতে ব্যবহার না হয়, সেদিকে সজাগ থাকারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যদিও মৃত শ্রীকৃষ্ণ মহন্তের দাদা শিবু মহন্ত প্রশ্ন তুলেছেন, 'কীভাবে সংশোধনাগারের ভেতরে ব্যাগ ঢোকানো হল? সংশোধনাগারের ভেতরে সিসিটিভি থাকা সত্ত্বেও এতবড় কাণ্ড ঘটল কীভাবে?' তিনি এর জন্য দায়ী করেছেন সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষকে। তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, ব্যাগ ঢোকার পেছনে পরিবারের আনা খাবারের প্রসঙ্গ তুলছেন সংশোধনাগারের পুলিশকর্মীদের একাংশ। সংশোধনাগারের এক কর্তার কথায়, 'অভিযুক্তদের পরিবারের সদস্যরা ব্যাগে করে খাবার নিয়ে আসেন। যদিও সেই ব্যাগ থেকে এমন কাণ্ড ঘটে যাবে, তা কল্পনাও করা যায়নি।'

ঘটনার পেছনে অন্য কোনও বিষয় রয়েছে বলে আশঙ্কা করছেন শিবু। তাঁর কথায়, 'শুনেছি সংশোধনাগারে ঢোকার পরেই ভাই একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। এরপর তো সব ঠিকই ছিল। আবার ও কেন এমন সিদ্ধান্ত নিল? সেটা অবশ্যই তদন্ত করে দেখা জরুরি।' অভিযুক্তের আত্মহত্যার ঘটনার পর সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসলেও অনেক প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

এদিকে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ মেডিকেল কলেজে ময়নাতদন্ত করার পর বিকেলে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তারপরেই দেহ সৎকার হয় এদিন।

সংশোধনাগারে ব্যাগ ঢুকল কীভাবে, প্রশ্ন

সাংসদের ঘোষণার পরেই বোর্ড লাগাল পঞ্চায়েত

কাজের কৃতিত্ব নিয়ে দড়ি টানাটানি

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৬ মে : এ যেন উলটপুরাণ!

সাধারণত ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে উন্নয়নমূলক কাজ না করার অভিযোগ তোলে বিরোধীরা। কিন্তু আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট লচকায় কে কাজ করবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে প্রতিযোগিতা। বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে অভিযোগ, পালটা অভিযোগের 'খেলা'।

দীর্ঘদিন ধরে ছোট লচকায় থাকা শ্মশানটি সংস্কারের আর্জি জানিয়ে আসছিলেন বাসিন্দারা। বারবার গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হতে হতে তাঁদের জুতোর সোল খুলে গেলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এসবের মাঝে হঠাৎ 'ত্রাতা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন সাংসদ রাজু বিস্ট। তিনি নিজের পকেট থেকে ৪.২০ লক্ষ টাকা দিয়ে শ্মশানটি সংস্কার করে দেবেন বলে ঘোষণা করেন। বিষয়টি কানে যায় গ্রাম পঞ্চায়েতের। ব্যাস! তড়িঘড়ি 'প্রতিযোগিতায়' নেমে শ্মশান সংস্কারের বোর্ড ঝুলিয়ে দেয় গ্রাম পঞ্চায়েত। আর তা নিয়েই এখন এলাকায় চর্চা তুঙ্গে। বাসিন্দাদের চুপি চুপি বলতে শোনা যাচ্ছে, 'কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়...।'

কেউ কেউ অবশ্য প্রশ্ন তুলছেন, কাজের কৃতিত্ব নিতে এত প্রতিযোগিতার কী দরকার? তার উত্তরও দিচ্ছেন অনেকে, 'ভোট বড় বালাই।' বাসিন্দাদের মধ্যে এ নিয়ে কানাঘুষো চললেও তৃণমূলের দখলে থাকা আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশ কিন্তু অন্য কথা বলছেন। তাঁর বক্তব্য, 'ওই সংসদের পঞ্চায়েত সদস্য শ্মশান সংস্কারের জন্য আমাদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন। সেইমতো আগে থেকেই অনুমোদন করা ছিল। তাই ওখানে বোর্ড লাগানো হয়। সাংসদ যে সংস্কারের উদ্যোগ নিচ্ছেন, সেটা আমাদের জানা ছিল না। বলা ভালো জানানো হয়নি।'

> ওই সংসদের পঞ্চায়েত সদস্য শ্মশান সংস্কারের জন্য আমাদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন। সেইমতো আগে থেকেই অনুমোদন করা ছিল। তাই ওখানে বোর্ড লাগানো হয়। সাংসদ যে সংস্কারের উদ্যোগ নিচ্ছেন, সেটা আমাদের জানা ছিল না। বলা ভালো জানানো হয়নি।
>
> **- যূথিকা রায় খাসনবিশ** *প্রধান, আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত*

যূথিকা এমন দাবি করলেও তা মানতে নারাজ বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ। তাঁর কথায়, 'গত ৩০ এপ্রিল সাংসদ এই এলাকায় এসেছিলেন। তখন স্থানীয় বাসিন্দারা সাংসদকে শ্মশান সংস্কারের আর্জি জানান। তারপরেই উদ্যোগ নেন রাজু বিস্ট।' তিনি আরও বলেন, 'সাংসদ তহবিল থেকে অর্থবরাদ্দ করতে তিন মাস সময় লাগতে পারে। তাই তিনি নগদ টাকা দিয়ে সংস্কার করে দেওয়ার কথা জানান। আমরা ঠিকাদারকে দিয়ে কাজ করানোর সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু হঠাৎ দেখলাম গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে।'

গ্রাম পঞ্চায়েত নিকাশিনালা সাফাই করতে পারে না। রাস্তা মেরামত করে না। তারা হঠাৎ শ্মশান সংস্কার করতে বোর্ড লাগাল কেন? প্রশ্ন তোলেন সুভাষ। তিনি প্রশ্ন তুললেও খানিকটা ভিন্ন সুর শোনা গেল বিজেপির জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের কথায়। তিনি বলেছেন, 'আমরা উন্নয়নের পক্ষে। গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড লাগালে আপত্তি নেই। কিন্তু বোর্ড যেন সাইনবোর্ড না হয়।' এখন দেখার, শ্মশান সংস্কারের কাজ কবে শুরু হয়।

নির্যাতিতার বাড়িতে নেতারা

নকশালবাড়ি, ১৬ মে : নকশালবাড়ি থানার হাতিঘিসার চা বাগান এলাকা অসামাজিক কাজের আখড়া হয়ে উঠছে। এখানে একের পর এক ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার ওই চা বাগানে প্রবীণ বাম নেতা অশোক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সিপিএম নেতারা দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন। ২০ এপ্রিল এই বাগানে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পাড়ারই তিন তরুণ এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। গত মঙ্গলবার প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ দুটি ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে। সিপিএম নেতারা এদিন নির্যাতিতাদের বাড়িতেও যান। অশোক বলেন, 'দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবির পাশাপাশি তারা যাতে জামিন না পায়, সেজন্য স্বরাষ্ট্রসচিবকে চিঠি লিখব।'

'গ্রিন ক্যাম্পাস' গড়ার অঙ্গীকার

নিউজ ব্যুরো

১৬ মে : দীর্ঘমেয়াদে প্রাকৃতিক সুস্থিতি স্থাপনের লক্ষ্যে শিলিগুড়ির সালেসিয়ান কলেজ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করেছে। ২০২৬ সালের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ 'গ্রিন ক্যাম্পাস' তৈরির অঙ্গীকার নিয়েছে তাঁরা। উত্তরবঙ্গের স্বশাসিত কলেজগুলোর মধ্যে এই প্রথম এধরনের প্রয়াস নেওয়া হল। ওই কাজে সেলেসিয়ান কলেজকে সহযোগিতা করছে টিআইইইডিআই সোনাদার প্রতিষ্ঠাতা উৎসব প্রধান ও 'আমরা সুষম জলপ্রপাত' সংস্থা। শুক্রবার কলেজে এক কর্মশালার মাধ্যমে এর সূচনা করা হয়।

রংদার রোববার

ভুয়ো খবর

গল্পের গোরু কতটা সহজেই গাছে উঠতে পারে তা সম্প্রতি ভারত-পাক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সবাই টের পেয়েছেন। গণমাধ্যমের একাংশের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পিছনে ব্যবসার নিখুঁত অঙ্ক। সেই ফেক নিউজকে কেন্দ্র করে কয়েকটি অভিজ্ঞতা এবারের রংদার রোববারের প্রচ্ছদে।

প্রচ্ছদ কাহিনী গৌতম সরকার, রামসিংহাসন মাহাতো ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী
গল্প রেহান কৌশিক
দীর্ঘ কবিতা বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতাগুচ্ছ অনিন্দিতা গুপ্ত রায়
বিশেষ নিবন্ধ সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
ট্রাভেল ব্লগ শৌভিক রায়

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

হাতির হানা থেকে বাঁচতে নালায় ঝাঁপ

সুভাষচন্দ্র বসু ও রামপ্রসাদ মোদক

বেলাকোবা ও রাজগঞ্জ, ১৬ মে : রাতভর রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর টাকিমারি চরে ভুট্টাখেত তছনছ করল হাতির পাল। একইসঙ্গে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপাটিয়ার মেচপাড়া-সাহেবপাড়া-সিপাইপাড়া এই তিনটি গ্রামে গতকাল রাত ন'টা নাগাদ একটি দাঁতাল হামলা চালায়। হাতির হাত থেকে বাঁচতে সাহেবপাড়ায় এক ব্যক্তি নালায় ঝাঁপ দেন। রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের দাবি, প্রায় ৯০টি হাতির পাল টাকিমারি চর তছনছ করেছে। বৈকুণ্ঠপুরের ডিএফও রাজা এম অবশ্য জানিয়েছেন, ২৫ থেকে ৩০টি হাতি ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে মেচপাড়ায় রাত ন'টায় দাঁতালটি ঢুকে বস্তির বেশ কিছু গাছ ভেঙে দেয়। সেখান থেকে হাতিটি সাহেবপাড়ায় ঢোকে। হাতি আসার কথা টের পেয়ে বিশ্বজিৎ রায় টর্চ জ্বালিয়ে দেখার চেষ্টা করতেই দাঁতালটি তার দিকে ধেয়ে আসে। প্রাণ বাঁচাতে পাশের চা বাগানের নালায় ঝাঁপ দেন বিশ্বজিৎ। সামান্য আহত হলেও তিনি প্রাণে বেঁচে যান।

গোটা ঘটনায় আবার বনকর্মীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দানা বাঁধছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় বোদাগঞ্জ বাজারে বিক্ষোভ দেখান ওই এলাকার মানুষ। বনকর্মীদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা বীরেন বর্মন, গোকুল সরকার বলেন, চরম আতঙ্কে রয়েছি। মাঠে, শসা, ঝিঙে সহ নানা ধরনের সবজি রয়েছে। কখন এসে হাতির দল খেয়ে সাবাড় করে দেবে সেই চিন্তায় রাতে ঘুম হচ্ছে না। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মদন বর্মন বলেন, 'ইতিমধ্যে ৩০-৪০ বিঘা জমির ভুট্টা খেয়ে ফেলেছে হাতির দল। দলটিকে জঙ্গলে না ফেরাতে পারলে বড় ক্ষতি হবে এলাকার কৃষকদের।'

বন দপ্তর বলছে, এই মুহূর্তে হাতি খাবারের উদ্দেশ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করে। ফলে যাতে বন এবং বন্যপ্রাণীদের ধারেকাছে কেউ না যান, সেই ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে। বৈকুণ্ঠপুরের ডিএফও বলেন, 'বৈকুণ্ঠপুর থেকে অন্তত ২৫ -৩০টি হাতির একটি দল বেরিয়েছে। স্থানীয়দের সতর্ক করতে মাইকিং করা হচ্ছে। এছাড়া হাতির দল যাতে লোকালয়ে ঢুকে ক্ষতি না করতে পারে সেই কারণে বন দপ্তরের তিনটি টিম কাজ করছে। রাতে তাদের জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করা হবে।'

বুধবার রাজেশ ওরাওঁ (৪০) নামে এক পরিযায়ী শ্রমিক হাতির আক্রমণে প্রাণ হারান। সেই দিন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। ভাঙচুর করা হয় বন দপ্তরের গাড়ি। ভ্রামরী দেবীর মন্দির কমিটির সম্পাদক বাবলু রায় বলেন, 'চর এলাকার সাহেবপাড়া, নধাবাড়ি, যোলোডাঙ্গা, ঝাঁকুয়াপাড়ার মতো একাধিক জায়গায় বনকর্মীরা পাহারা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বেলাকোবা রেঞ্জে ফোন করা হলে তারা পাহারা দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে।'

ডিএফও অবশ্য দাবি করছেন, 'বনকর্মীরা সবসময় সক্রিয়। অন্যদিকে হাতি আক্রমণ করায় সেই দিকে গিয়েছিলেন বনকর্মীরা। তাই সেই সময় চরের কিছু এলাকা ফাঁকা ছিল।' বন দপ্তর ও গ্রামবাসীদের বিরোধের মধ্যে হাতিদের জঙ্গলে ফেরত পাঠানোর কাজ কতটা সুষ্ঠুভাবে হবে, এমন চিন্তাই এখন ঘুরছে রাজগঞ্জ ও জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের জঙ্গল লাগোয়া এলাকায়।

গজলডোবায় টাকিমারিতে হাতির দল দেখতে জনতার ভিড়। ছবি : সূত্রধর

দূষণ নিয়ন্ত্রণ

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার ছিনিয়ে আনল কলকাতা। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শুক্রবার এই খবর জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নয়া সংগঠন

শুক্রবার সূচনা হল সরকারপন্থী প্রধান শিক্ষকদের সংগঠন প্রোগ্রেসিভ অ্যাসোসিয়েশন অফ হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেড মিস্ট্রেসেস। সংগঠনের সভাপতি হয়েছেন অনুপম বিশ্বাস।

আধপোড়া দেহ

দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের পাশে উদ্ধার হয়েছে একটি বস্তাবন্দি আধপোড়া দেহ। তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুরো ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

৪০০ আবেদন

চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ পুরোনো সরকারি চাকরিতে ফিরতে চাইছেন। শিক্ষা দপ্তরের কাছে এই মর্মে ইতিমধ্যেই প্রায় ৪০০-র বেশি আবেদন জমা পড়েছে। পরবর্তীতে আরও আবেদন পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ডিএ মামলাতেও রিভিউ ভাবনা

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে নতুন অস্বস্তি রাজ্য সরকারের

কলকাতা, ১৬ মে : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে রিভিউ পিটিশনে যেতে পারে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলেছেন রাজ্য প্রশাসনের কর্তারা। আগামী সপ্তাহেই এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হতে পারে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে বকেয়া ২৫ শতাংশ হারে সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীকে মহার্ঘভাতা মিটিয়ে দিতে হবে। তবে এই নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলির অভিমত ভিন্ন। কোন সময় থেকে এই মহার্ঘভাতা দেওয়া হবে, তা নিয়ে ভিন্ন মত রয়েছে তাঁদের মধ্যে। রাজ্যকে এক্ষেত্রে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে। তবে আদালতের নির্দেশে কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্সকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে বলেই মনে করছেন কর্মচারী সংগঠনগুলি। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ তাঁদের নৈতিক জয় হিসেবেই দেখছেন তাঁরা।

শীর্ষ আদালতের এই রায়ে উচ্ছ্বসিত বিরোধী দলগুলি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'রাজ্য সরকার ২০০ কোটি টাকা আইনজীবীদের পিছনে খরচ করে সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সরকার এখানে নাস্তানাবুদ হয়েছে। সরকার অবিলম্বে এই টাকা মিটিয়ে না দিলে আমরা ফের আদালতের দ্বারস্থ হব।' সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'ডিএ হল সরকারি কর্মচারীদের অধিকার। হাইকোর্ট এবং সিপিএম এই কথা বারবার বলেছে। এখন সুপ্রিম কোর্টও সেই বক্তব্য রেখেছে। সরকার অন্যান্য ক্ষেত্রে খরচ করলেও সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চিত করেছে।'

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'দীর্ঘ লড়াইয়ের ফলে সরকারি কর্মচারীরা এই অধিকার পেলেন। সরকারের দমন-পীড়ন নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী এই ভূমিকায় তাঁরা সাফল্যের মুখ দেখতে পেয়েছেন।'

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক

> রাজ্য সরকার ২০০ কোটি টাকা আইনজীবীদের পিছনে খরচ করে সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সরকার এখানে নাস্তানাবুদ হয়েছে। সরকার অবিলম্বে এই টাকা মিটিয়ে না দিলে আমরা ফের আদালতের দ্বারস্থ হব।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'আমরা আদালতের নির্দেশে খুশি। জয়ের দিশা দেখতে পেয়েছি।' তবে স্যাটে আবেদনকারী সংগঠনগুলির মত ভিন্ন। ২০১৯ সালে তাঁদের মামলায় ট্রাইবিউনাল কেন্দ্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মহার্ঘভাতা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে

> ডিএ হল সরকারি কর্মচারীদের অধিকার। হাইকোর্ট এবং সিপিএম এই কথা বারবার বলেছে। এখন সুপ্রিম কোর্টও সেই বক্তব্য রেখেছে। সরকার অন্যান্য ক্ষেত্রে খরচ করলেও সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চিত করেছে।
>
> **মহম্মদ সেলিম**

হাইকোর্টে যায় রাজ্য সরকার। সেখানেও রাজ্য সরকারের যুক্তি ধোপে টেকেনি। তারপর সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ লিভ পিটিশন জমা করা হয়। আদালত এদিন নির্দেশ দেওয়ার পর সরকারি কর্মচারী পরিষদের সভাপতি দেবাশিস শীল বলেন, 'পয়লা জুলাই ২০০৯ সাল থেকে ৩১ জুলাই ২০১৫ সাল পর্যন্ত পঞ্চম বেতন কমিশনের মেয়াদ ছিল। সেই অনুযায়ী ২৫ শতাংশ হারে বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়ার নির্দেশ হয়েছে।' ইউনিটি ফোরামের আহ্বায়ক দেবপ্রসাদ হালদার বলেন, 'আদালতের নির্দেশে পঞ্চম ও ষষ্ঠ বেতন কমিশন দুটিই অন্তর্ভুক্ত হবে। দু'টি রোপা অনুযায়ী বকেয়া যা হবে, তাই ২৫ শতাংশ হারে দিতে হবে।' তবে কনফেডারেশন অব স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, '১ জুলাই ২০০৯ সাল থেকে ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারির মেয়াদে সিপিআই অনুসারে মহার্ঘভাতা দেওয়া হয়নি। সেটাই বকেয়া রয়েছে। ষষ্ঠ বেতন কমিশন নিয়ে মামলা নেই।'

কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত তিরঙ্গা যাত্রা। শুক্রবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

তিরঙ্গা যাত্রায় চড়া উগ্র জাতীয়তাবাদ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ মে : কোথায় সেনাকে অভিবাদন! কোথায় বা দেশপ্রেম! কলকাতায় রাজ্যস্তরে বিজেপির তিরঙা যাত্রায় শুধুই চড়া সুরে বাধা রইল উগ্র জাতীয়তাবাদ, পাকিস্তান বিরোধিতা আর অ-বিজেপিদের বিরুদ্ধে তোপ দাগায়।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সেনা জওয়ানদের সাফল্যকে গৌরবান্বিত করতে দেশজুড়ে তিরঙা যাত্রার রূপরেখা কেমন হবে তা নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল সব রাজ্য বিজেপিকে। তাতে বলা হয়েছিল সশস্ত্র বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী ও তাঁর পরিবারের জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং পাকিস্তান ও তার সেনাবাহিনীর ভূমিকার নিন্দা করে বার্তা দিতে হবে এই যাত্রা থেকে। এদিন সেই নির্দেশিকা অনুসারে কলকাতার কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজারে নেতাজির মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত তিরঙা যাত্রা করেছে রাজ্য বিজেপি। কিন্তু, সেই যাত্রায় বাহিনীর গরিমাকে অভিনন্দন জানানোর চেয়ে চড়া দাগে পাকিস্তান বিরোধিতার স্লোগানই শোনা গেল রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে। মিছিল থেকেই বাম ও বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে 'দেশ কা গদ্দারোকো গোলি মারো শালেকো', 'পাকিস্তান যাদের মামারবাড়ি, ভারত ছাড়ো তাড়াতাড়ি', 'পাকিস্তানের চামড়া গুটিয়ে দেব আমরা'র মতো স্লোগান শোনা গেল চড়া সুরে। সেনার গুণগান করার চেয়ে পাক বিরোধিতার নামে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রচার ও যুদ্ধের বিরোধিতা করা সিপিএম ও অতিবামদের এই সুযোগে আক্রমণ করাই যে আসল লক্ষ্য, পদেপদে তার প্রমাণ দিয়েছে এদিনের মিছিল। শ্যামবাজারে মিছিল শেষে সুকান্তর গলাতেও ছিল সেই লক্ষ্যপূরণের বার্তা। সুকান্ত বলেন, 'স্বাধীনতার

ব্রাত্য রইলেন দিলীপ ঘোষ

সময়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সবাই জাতীয়তাবাদকেই মন্ত্র করেছিলেন। বাংলা আবার সেই পথেই ফিরছে। সেই জন্যই তিরঙা যাত্রা। জাতীয়তাবাদই আমাদের পথ দেখাবে।' তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, সস্তা রাজনৈতিক স্লোগান তুলে পাকিস্তান বিরোধিতা আর স্বাধীনতার লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদ এক জিনিস নয়। এদিনের মিছিলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সামিল করার কোনও চেষ্টা চোখে পড়েনি। নির্দেশিকায় আরও বলা ছিল, তিরঙা যাত্রাটি শৃঙ্খলাপূর্ণ ও দেশপ্রেমে ভরপুর হওয়া দরকার। অপারেশন সিঁদুরকে মাথায় রেখে দলের মহিলা কর্মীরা এদিন প্রতীকী সিঁদুর খেলেছেন। ধনধান্য পুষ্পে ভরার মতো দেশাত্মবোধক গানও গেয়েছেন মাঝেমধ্যে। কিন্তু, সামগ্রিক ভাবে যাত্রায় তার প্রভাব পড়েনি।

এদিন দলের রাজ্যস্তরের তিরঙা যাত্রাতেও ব্রাত্য রইলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। কলকাতায় থাকলেও এদিনের মিছিল এড়িয়ে গিয়েছেন দিলীপ। সম্প্রতি দিলীপ ঘোষের স্ত্রী রিঙ্কুর ছেলে মারা গিয়েছেন। ঘরে বাইরে নানা ঘটনায় নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে রেখেছেন তিনি। তবে এদিনের রাজ্যস্তরের কর্মসূচিতে না যোগ দিলেও, ১৮ মে মেদিনীপুরে জেলা বিজেপির তেরঙ্গা যাত্রায় অংশ নেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। দিলীপের অনুপস্থিতি নিয়ে কার্যত মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছেন সুকান্ত। জানিয়ে দিয়েছেন, নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট হবে এমন কোনো মন্তব্য করতে চান না তিনি। তবে, তিরঙা যাত্রায় এদিন সুকান্তর পাশে আগাগোড়া দেখা গিয়েছে রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য ও পুরুলিয়ার সাংসদ ও রাজ্য বিজেপির সাধারন সম্পাদক জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকে। সুকান্তর ঠিক পিছনের সারিতেই হাতে তিরঙা পতকা নিয়ে হাঁটলেন বিরোধী দলনেতা, একপাশে লকেট চট্টোপাধ্যায় ও অন্যপাশে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে। যদিও তিরঙা যাত্রা শ্যামবাজারে পৌঁছনোর কিছু আগে বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পাশে দাঁড়াতে মিছিল ছেড়ে চলে যান তিনি।

লাঠিচার্জে আহত উত্তরের বহু শিক্ষক

কলকাতা, ১৬ মে : বৃহস্পতিবার রাতে অতর্কিতে পুলিশের বিকাশ ভবনে লাঠিচার্জে ১০০ জনের বেশি চাকরিহারা আহত হয়েছেন। জখম হয়েছেন উত্তরবঙ্গ থেকে আসা আন্দোলনকারী শিক্ষকরাও। শুক্রবার রায়গঞ্জের সেবাগ্রাম হাইস্কুলের শিক্ষক আমজাদ আনসারি পুলিশের লাঠির আঘাতে পায়ের গোড়ালিতে ক্ষত নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতেই দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিধাননগর হাসপাতালের। রাত একটার সময় প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে তাঁকে দমদমের বাড়িতে নিয়ে যান তাঁর এক আত্মীয়। শুক্রবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে আমজাদ বলেন, 'আমি হাঁটতে পারছি না। তাই আজ অবস্থান মঞ্চে যেতে পারিনি। পুলিশ নির্মমভাবে আমার পায়ে লাঠি দিয়ে মারে। গোড়ালি ফেটে গিয়েছে। দিদির বাড়িতেই এখন আমার চিকিৎসা চলছে। শনিবার অবস্থানে যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে।' পুলিশের লাঠির আঘাতে চোখের পরিস্থিতি বেশ খারাপ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুভাষগ্রাম হাইস্কুলের শিক্ষক রজত হালদারের। কলকাতা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার পর তিনি এখন নিজের বাড়িতেই রয়েছেন। তাঁর একটাই আবেদন, 'আমি আন্দোলনে সামিল হতে না পারলেও আমার সহকর্মীরা যেন এক চিলতে মাটিও না ছাড়েন।'

বিকাশ ভবনের সামনে টানা অবস্থান চালাচ্ছেন জলপাইগুড়ির কান্তাডিংহি কুমোরপাড়া হাইস্কুলের শিক্ষক তপন বর্মন, কোচবিহারের শীতলকুচি গোপীনাথ হাইস্কুলের শিক্ষক মুর্শিদ আলম ও ময়নাগুড়ির পুলটিমারি এমএম হাইস্কুলের শিক্ষক পার্থ দাস সহ উত্তরবঙ্গের আরও ৫০ জনের বেশি শিক্ষক। এদিন পার্থ বলেন, 'বাড়িতে দেড় বছর বয়সি মেয়ে রয়েছে। তিনদিন ধরে জ্বরে ভুগছে। আর বাবা হয়ে আমি এখানে পুলিশের মার খাচ্ছি। আন্দোলনের জেরে বাড়ি যেতে পারব কিনা সেটাও বুঝতে পারছি না।'

প্রায় একইরকমভাবে আশাহত কালিয়াগঞ্জের তরঙ্গপুর এনকে হাইস্কুলের শিক্ষক তপনচন্দ্র মণ্ডল। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কি একবারও আমাদের দিকে তাকাবেন না? এইভাবে পুলিশের অত্যাচার কখনও সহ্য করতে হবে ভাবিনি। রাতে শুয়ে থাকা অবস্থাতেও গুন্ডাবাহিনী তাণ্ডব চালিয়েছে। ২ জুন স্কুলে কীভাবে ফিরব সেই নিয়েই চিন্তায় রয়েছি।'

কালিয়াগঞ্জের কুনোইর কেসি হাইস্কুলের শিক্ষক গৌর কাশ্যপের মুখে কষ্টের হাসি। তিনি বলেন, 'আমরা করুণাময়ীর শৌচাগার ব্যবহার করছিলাম। সেখানেও সকালে আমাদের বাধা দেওয়া হয়েছে। জল দিতে মানা করেছে। একবার মহিলাদের অবস্থা ভাবুন! বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ লাঠির বাড়ি এতটাই মেরেছে যে আমাদের অনেকেই আহত হয়েছেন। হাত-পা-মাথা কোনও জায়গাই বাদ রাখেনি।' আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, আহত হয়ে বৃহস্পতিবার রাতে যাঁরা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগকেই ফিরিয়ে আনা হয়েছে অবস্থান মঞ্চে। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসার কোনও লিখিত নথি কেন দেননি, সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বিক্ষোভকারীরা।

বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন আদিবাসী শিক্ষকরা। শুক্রবার। ছবি -রাজীব মণ্ডল।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে রাশ টানার ভাবনা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ মে : লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের রাশ টেনে ধরতে চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেল নবান্নে রাজ্য সরকারের শীর্ষমহলে। শিরে সংক্রান্তি নবান্নের অর্থ দপ্তরের। এমনিতেই প্রতি মাসে সামাজিক প্রকল্পের অর্থ জোগান দিতে দিশাহারা অবস্থা দপ্তরের। শুক্রবার সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার পর দপ্তরের অন্দরে রীতিমতো ত্রাহি ত্রাহি রব। বাড়তি এই বিপুল অর্থের চাপ কী করে সামাল দেওয়া যাবে, তা নিয়ে শলাপরামর্শ শুরু হয়েছে অর্থ দপ্তরে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালাতে সবচেয়ে বেশি অর্থের জোগান দিতে হচ্ছে অর্থ দপ্তরকে। এই সঙ্গে রয়েছে অন্যান্য সামাজিক প্রকল্পের টাকা জোগাড়ের দায়িত্ব। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রম দপ্তরের সামাজিক প্রকল্পের অধীন চাকরিহারা কয়েক হাজার অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর মাসিক অনুদান দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তও।

নবান্নে এদিন অর্থ দপ্তর সূত্রে খবর, সুপ্রিম কোর্টে এদিন ডিএ মামলার রায়ের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা এখনও নবান্নে প্রশাসনিক মহলে স্পষ্ট নয়। সেটা মাথায় রেখেও সরকারের বিকল্প কী কী উপায়ে অর্থসংস্থান করা যায়, আগাম তা নিয়ে অর্থ দপ্তরের অন্দরমহলে আলোচনা চলছে। নবান্নের খবর, এদিন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ কয়েকটি দপ্তরের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে বৈঠকও করেছেন। স্বভাবতই ওইসব বৈঠকেই দপ্তরের অর্থ খরচের প্রসঙ্গও উঠেছে। সরকারি অর্থ খরচে লাগাম টানতেই মুখ্যসচিবের এই বৈঠক বলে জানা গিয়েছে।

অর্থ দপ্তরের খবর, সামাজিক প্রকল্প থেকে শুরু করে বাংলা আবাস যোজনা ও একশো দিনের কাজে সরকারকে যেভাবে অর্থের সংস্থান রাখতে হচ্ছে তাতে উপরি চাপ হিসেবে কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ টাকা জোগাড় করার বিষয়টি নিঃসন্দেহে ভাবাচ্ছে অর্থ দপ্তরকে। দপ্তরের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক এদিন জানান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের রাশ টেনে ধরতে না পারলে সরকারের পক্ষে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ভবিষ্যতে হাতে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। ঢালাওভাবে উপভোক্তার সংখ্যা না বাড়িয়ে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। সব সামাজিক প্রকল্প নিয়েই একটা বিস্তারিত সমীক্ষার আবার প্রয়োজন। এতে হয়তো সব প্রকল্পে প্রকৃত উপভোক্তার সংখ্যা বের করা যাবে। তারপর ঝাড়াই-বাছাইয়ের পর উপভোক্তাদের কল্যাণে প্রকৃত পদক্ষেপ করা সম্ভব হবে। এসব নিয়ে ভানাচিন্তা শুরু হয়েছে। তবে সরকার কার্যকরী পদক্ষেপ কী নেবে তা মুখ্যমন্ত্রীর ওপরেই নির্ভর করবে।

এভারেস্ট জয়ীর মৃত্যু

রানাঘাট, ১৬ মে : মাউন্ট এভারেস্ট জয় করে ঘরে ফেরা হল না বাঙালি পর্বতারোহীর। নেমে আসার সময় মৃত্যু হল নদিয়ার রানাঘাটের বাসিন্দা, পেশায় শিক্ষক সুব্রত ঘোষের (৪৫)। এভারেস্টের হিলারি স্টেপের কাছ থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে। নেপালের পর্বতারোহণ সংস্থা 'স্নোয়ি হরাইজন ট্রেকস অ্যান্ড এক্সপিডিশন'-এর সদস্য বোধরাজ ভান্ডারি সংবাদ সংস্থা 'রয়টার্স'কে বলেন, 'উনি হিলারি স্টেপ থেকে নামতে চাননি।'

গত ৩১ মার্চ এভারেস্ট জয়ের লক্ষ্যে কলকাতা থেকে নেপাল গিয়েছিলেন সুব্রত এবং রুম্পা দাস। রুম্পাও রানাঘাটের বাসিন্দা। তিনিও পেশায় শিক্ষিকা। বৃহস্পতিবার দুপুরে এভারেস্ট জয় করে পর্বতের চূড়ায় ভারতের পতাকা তোলেন তাঁরা। এর পর ক্যাম্প ফোরে নেমে এসেছিলেন রুম্পা। কিন্তু সুব্রত তখনও নিরাপদ জায়গায় নামতে পারেননি। সাউথ

সামিট এবং হিলারি স্টেপের মাঝে কোথাও আটকে ছিলেন তিনি। এর পর শুক্রবার তাঁর দেহ উদ্ধার হয়।

সুব্রত ঘোষ রানাঘাটের তিন নম্বর ওয়ার্ডের খিড়কিবাগান লেনের বাসিন্দা। বাগদা ব্লকের অন্তর্গত কাপাসাটি মিলনবিথী হাই স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক। সুব্রত সম্প্রতি অরুণাচলের গোরিচন শৃঙ্গ জয় করেছিলেন।

এভারেস্ট শৃঙ্গ থেকে খানিকটা নীচে, শৃঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব গা ঘেঁষা অংশটিই হিলারি স্টেপ। ১২ মিটারের ওই বড় পাথুরে অংশটি পেরোনো বেশ কঠিন পর্বতারোহীদের কাছে। ১৯৫৩ সালে স্যর এডমন্ড হিলারি প্রথম ওই অংশটি সফল ভাবে পেরোন এবং এভারেস্ট শৃঙ্গে পা রাখেন। তার পর থেকেই ওই অংশটির নাম হয়েছে 'হিলারি স্টেপ'। বোধরাজ বলেন, 'সুব্রত ঘোষের দেহ বেসক্যাম্পে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। ওঁর মৃত্যুর কারণ ময়নাতদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে।'

জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ১৬ মে : বিকাশ ভবনে চাকরিহারাদের ওপর পুলিশি লাঠিচার্জের অভিযোগে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল। এক চাকরিহারা শিক্ষক এই ঘটনায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর আবেদন, বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের থেকে আদালত রিপোর্ট তলব করুক। কেন পুলিশ লাঠিচার্জ করল তা জানতে চাওয়া হোক। চাকরি সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। সেখানে একটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশের লাঠিচার্জ ও অতিসক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন আবেদনকারী। মামলাটি ফাইল করা হয়েছে। পরের সপ্তাহে মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃহস্পতিবার চাকরিহারা ও পুলিশের মধ্যে যে সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়, তারপরই বিধাননগর কমিশনারেটের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন জানান এক আইনজীবী। প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়ে ইমেল মারফত পুলিশি অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপের আবেদন করেন তিনি। তাঁর দাবি, পুলিশ আন্দোলনকারী শিক্ষকদের নির্মমভাবে অত্যাচার করেছে। তাই আদালত এই বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করুক।

কৃষ্ণেন্দুকে নিয়ে নির্দেশ

কলকাতা, ১৬ মে : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকর না করায় হলফনামা দিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে রাজ্য বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে। আদালতের নির্দেশ কার্যকর না করায় শুক্রবার সশরীরে হাজিরা দেন তিনি। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর বিরুদ্ধে আইনজীবী ব্যতীত অন্য লাভজনক পেশায় যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল। রাজ্য বার কাউন্সিলকে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কিন্তু সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও কৃষ্ণেন্দুর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। তাই বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে আদালতে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। এদিন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য বলেন, 'আদালতের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় ব্যাখ্যা দিতে হবে, নয়তো আদালত অবমাননার মুখে পড়তে হবে।' রাজ্য বার কাউন্সিলের তরফে আইনজীবী জানান, কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকতে পারে। তাই সময় দেওয়া হোক। তবে বিচারপতি জানিয়ে দেন, জুন মাসের মধ্যে বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে একটি হলফনামা জমা দিতে হবে আদালতে।

সাড়ে ৪ বছর পর কারাগারে মা-মেয়ের দেখা

আসানসোল, ১৬ মে : স্বামীকে খুনের দায়ে জেল খাটছেন স্ত্রী। ছোট্ট মেয়ে বড় হচ্ছে ঠাকুরমার কোলে। পরিবারের লোকজন মাঝেমধ্যে সংশোধনাগারে গিয়েছেন মহিলার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু প্রায় সাড়ে চার বছর মেয়েকে চোখের দেখা দেখেননি মা। সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে শেষমেশ কিছু ক্ষণের জন্য নাবালিকা মেয়েকে দেখার সুযোগ পেলেন আসামি। কান্নায় ভেঙে পড়লেন দু'জনেই। মা-মেয়ের কান্নায় আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন কারাগারের রক্ষী থেকে আমলারা। চোখ ভেজে তাঁদেরও। শুক্রবার এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকল আসানসোল সংশোধনাগার।

কয়েক বছর আগে আসানসোলের সালানপুরে খুন হন এক তরুণ। স্বামীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হন স্ত্রী। তার পর থেকে আসানসোল সংশোধনাগার তাঁর ঠিকানা। পুত্রকে খুন করেছেন বৌমা, এই অভিমানে শ্বশুর-শাশুড়ি কেউই সংশোধনাগারে যান না। তবে নাতনি বড় হচ্ছে তাঁদেরই কাছে। বাপের বাড়ির কেউ কোনও সময়ে দেখা করতে গেলে তাঁদের কাছ থেকেই ছোট্ট মেয়ের খবরাখবর নিতেন জেলবন্দি মা। মেয়েকে দেখার জন্য বেশ কয়েক বার সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন তিনি। অবশেষে সেই সুযোগ এল শুক্রবার।

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন উদ্যোগ নিয়েছিল কারাবন্দিদের সঙ্গে পরিবারের সাক্ষাৎ করানোর। ওই উদ্যোগের ফলে প্রায় চার বছর পরে মেয়েকে চোখের দেখা দেখতে পেলেন মা। পেলেন মেয়েকে জড়িয়ে ধরার সুযোগও। সংশোধনাগারের এক কর্মীর কথায়, 'মাকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে মেয়ে। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে

ছবি-এআই

কান্নায় ভেঙে পড়েন মা। মেয়েটিও অঝোরে কাঁদতে থাকে। এই দৃশ্যে অনেকেই কেঁদে ফেলেছি।' আসানসোল সংশোধনাগারের সুপার চান্দ্রেয়ী হাইত-ও সেই কথা বলছেন। তাঁর কথায়, 'এত দিন পরে মায়ের সঙ্গে দেখা। মনের সব কথা মাকে বলতে গিয়ে মেয়েটি যে ভাবে কাঁদতে থাকে, তা ভাষায় বোঝানো যাবে না। ওই দৃশ্যে আমরাও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম।'

চান্দ্রেয়ী জানান, আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উপলক্ষে শুক্রবার জেলা সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে পাঁচটি পরিবারকে সাজাপ্রাপ্ত এবং বিচারাধীন বন্দিদের সঙ্গে কিছু ক্ষণ সময় কাটানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এত দিন পরে পরিবারকে কাছে পেয়ে আবেগে ভাসেন পাঁচ বন্দি। বিশেষ করে বাড়ির খুদে সদস্যদের দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি বন্দিরা। সংশোধনাগারের সুপারের কথায়, 'মা ও ছোট্ট মেয়েকে এত দিন পর সাক্ষাতের সুযোগ করে দিতে পেরে আমরা খুশি।'

একইভাবে এদিন এক বাবা তাঁর ছেলের সঙ্গেও দেখা করেন। এক মাও দেখা করলেন তাঁর ছেলের সঙ্গে। এদিনের অনুষ্ঠানে জেল সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের এসডিও (সদর) বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ও ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির সচিব আম্রপালি চক্রবর্তী। প্রশাসনের আধিকারিকরা জানান, জেল বা কারাগার যাকে বর্তমানে সংশোধনাগার বলা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য পরিস্থিতি বা অন্য কোনও কারণে কেউ যদি অপরাধের পথ বেছেও নেয়, তাকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া। সেই প্রেক্ষিতে এই দিনটি একটি ঐতিহাসিক দিন। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথমবার আন্তর্জাতিক পরিবার দিবসকে সামনে রেখে এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৫৬ সংখ্যা, শনিবার, ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

দলবদলের শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের আর মাত্র এক বছর বাকি। তার আগে চালিয়ে দলবদলের খেলার সূচনা করল তৃণমূল কংগ্রেস। জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বৃহস্পতিবার জোড়াফুল শিবিরে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ জন বারলা। তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে তিনি দাবি করেছেন, পুরোনো দলে থেকে তিনি মানুষের জন্য কাজ করতে পারছিলেন না। তাঁকে কার্যত ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনুপ্রেরণা বলে সগর্বে ঘোষণা করেছেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ। দলবদল করেই রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির বর্তমান রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন এই চা শ্রমিক নেতা। তাঁর অভিযোগ, শুভেন্দু অধিকারী শুধু ধর্মীয় জিগির তুলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছেন।

আলিপুরদুয়ার জংশনে রেল হাসপাতাল তৈরি করতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে তিনি শুভেন্দুর পাশাপাশি আঙুল তুলেছেন সেখানকার বর্তমান বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার দিকে। উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের সঙ্গে বিজেপি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলেও বারলার অভিযোগ। দলবদলু নেতার অভিযোগে অবশ্য কর্ণপাত করেনি বিজেপি নেতৃত্ব। উলটে তাঁর বিরুদ্ধে মামলার নোটিশ পাঠিয়েছেন শুভেন্দু।

বিধানসভা ভোটের এক বছর আগে এই দলবদলে উত্তরবঙ্গের রাজনীতির পারদ চড়েছে। জন বারলা যে তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন, সেই জল্পনা বহুদিন ধরে চলছিল। গত লোকসভা ভোটে আলিপুরদুয়ার আসনে বিজেপি তাঁকে প্রার্থী না করায় রুষ্ট হয়েছিলেন প্রাক্তন এই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। তাঁর বদলে মনোনয়ন দেওয়া হয় মনোজ টিগ্গাকে। কিন্তু কেন তাঁকে বঞ্চিত করা হল বা প্রার্থী না হওয়ার অসন্তোষের ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে কেন বিজেপি ব্যর্থ হল, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গকে বিজেপির মুঠো থেকে বের করে আনতে মরিয়া চেষ্টা করছেন। সেই চেষ্টা এখনও তেমন সফল হয়নি। গত লোকসভা ভোটেও উত্তরবঙ্গের ৮টি লোকসভা আসনের মধ্যে মাত্র কোচবিহার দখল করতে সমর্থ হয়েছিল তাঁর দল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে চা শ্রমিক এবং আদিবাসীদের মধ্যে প্রভাব বাড়াতে বারলাকে বড় ঘুঁটি মনে করে আঁকড়ে ধরল তৃণমূল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চা বাগানের জন্য অনেক কাজ করেছেন বলেই তিনি সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বলে বারলার সাফাই। যদিও বিজেপি নেতৃত্বের কটাক্ষ, আগামী বিধানসভা ভোটে টিকিটের লোভে দলবদল করেছেন তিনি। কয়েক মাস আগে মাদারিহাট বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূলের কাছে বিজেপি মুখ থুবড়ে পড়ায় বারলার বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতের অভিযোগ উঠেছিল।

গত লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির রাজ্যজুড়ে যোগদান মেলায় বহু তৃণমূল নেতা-কর্মী জার্সি বদল করেছিলেন। তাঁদেরও নিশ্চয়ই টিকিটের লোভ দেখানো হয়েছিল। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারাদেশেই বিজেপিতে যোগদানকারীদের অনেকের বিরুদ্ধে কোনও না কোনও ফৌজদারি মামলা ছিল। বিজেপিতে নাম লেখানোর পর সেই সমস্ত মামলা হয় ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় নয়তো প্রত্যাহার করা হয়।

বিজেপির দেখানো সেই পথেই ভোটের এক বছর আগে থাকতে বিজেপিকেই ধাক্কা দিল তৃণমূল। এখন সেটা হজম করতে অসুবিধা হচ্ছে পদ্ম ব্রিগেডের। তবে দলবদলের পর বারলার অভিযোগ বিজেপির অন্দরে আমরা-ওরা দ্বন্দ্বের চোরাস্রোতকে বেআব্রু করে দিয়েছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য, শুভেন্দু থাকলে বিজেপির পুরোনো কর্মীরা সবাই দল ছাড়তে বাধ্য হবেন।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের দিঘায় জগন্নাথ মন্দির দর্শন নিয়ে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এসেছিল। বারলার দলবদলেও সেই কোন্দলের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল সন্দেহ নেই। কে কোন দল করবেন, কোন দল ছাড়বেন, সেটা নিশ্চিতভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং মতাদর্শের ব্যাপার। কিন্তু সব দলের নেতৃত্বেরই উচিত, সংগঠনের ত্রুটিবিচ্যুতি দ্রুত চিহ্নিত ও মেরামত করা। না হলে এমন দলবদল চলতেই থাকবে।

অমৃতধারা

দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা ব্যর্থতা। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্যতা অনুধাবন কর। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা- ইহাই যোগ। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া।

- শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না

সম্প্রতি সলমন খান ও কঙ্গনা রানাওয়াত নিজেদের ভাবনা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখে মুছে দিলেন দ্রুত। এই প্রবণতা সব ক্ষেত্রে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

মাননীয় জাতীয় প্রেসিডেন্ট শ্রী জেপি নাড্ডাজি আমাকে ফোন করেছিলেন। বলেছেন, ট্রাম্প এবং টিম কুক সংক্রান্ত টুইটটি ডিলিট করে দিতে। আমার অত্যন্ত ব্যক্তিগত ধারণা পোস্ট করার জন্য আমি দুঃখিত। নির্দেশ মতো টুইটের পাশাপাশি ইন্সটাগ্রাম থেকেও ডিলিট করে দিলাম।

অহো, কী অদ্ভুত কৌতুক! কথাগুলো কঙ্গনা রানাওয়াতের। অবশেষে তিনি নিজের কোনও মন্তব্যে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। 'জাতীয় প্রেসিডেন্ট' নিশ্চয়ই মধুর কিছু বলেননি সিনেমার 'ইন্দিরা গান্ধি'কে।

অ্যাপল কর্তা টিম কুককে ভারত থেকে পাততাড়ি গোটানোর কথা বলায় ট্রাম্পের ওপর ক্ষুব্ধ মোদি-ভক্তরা। আমেরিকার হিউস্টনে কতদিন আগে ট্রাম্পকে 'ফ্রেন্ডলি', 'ওয়ার্ম', 'এনার্জেটিক' বলে পরিচিতিই শেষ করছিলেন না মোদি। তখন বলেছিলেন, 'আব কি বার, ট্রাম্প সরকার'। অবশেষে তার এই প্রতিদান? পাকিস্তানকে মোটা অর্থ, বাংলাদেশকে মোটা অর্থ।

কঙ্গনা যে বিতর্কিত টুইটটি রিপোস্ট করেছিলেন, তার প্রতিটি লাইনে মোদি ও ট্রাম্পের তুলনা। প্রতি শব্দবন্ধে ট্রাম্পকে মাটিতে ফেলে মোদিকে আকাশে তোলার প্রবণতা। শেষে গিয়ে মন্তব্য ছিল, 'ট্রাম্প আলফা মেল হতে পারেন, কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী সব আলফা মেল কা বাপ। এটা কি ব্যক্তিগত ঈর্ষা, না ডিপ্লোমেটিক ইনসিকিউরিটি?'

কঙ্গনা বলিউড স্টার বলেই হয়তো বিজেপি তাঁকে শোকজের পথে হাঁটেনি। শুধু ফোনে ভর্ৎসনার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছে।

দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যে কঙ্গনা কার্যত তুলনাহীন বলিউডে। সেই জনপ্রিয় সূত্রটি ধরে ফেলেছেন তিনি। যত বিতর্ক, তত প্রচার। তবে এখন কঙ্গনাই একা নন। কঙ্গনা হিসেব কষে বিতর্ক বাধাতে যান। অনেকে ভালো করে না বুঝেই।

এই যেমন সলমন খান। বেশি টুইট করা তাঁর ধাতে নেই। ভারত-পাক হামলার সময় পর্যন্ত একটা টুইট করেননি। হঠাৎ যুদ্ধবিরতি ঘোষণার দিন লিখে ফেললেন, 'থ্যাংক গড, ফর সিজফায়ার।' আপাতদৃষ্টিতে এই লাইনে বিতর্ক কিছু নেই। আবার একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, কতটা বিতর্কের জন্ম দিতে পারে লাইনটা। সলমন টুইটটা ডিলিট করলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই, তবে ততক্ষণে ওই লাইন ভাইরাল।

কঙ্গনার মতো সাংসদ নন সলমন। তাঁর কোনও 'জাতীয় প্রেসিডেন্ট' নেই। ভুল স্বীকারের দায়ও নেই। তিনি দিব্যি দ্রুত ডিলিট করে উধাও হয়ে গেলেন।

এভাবে বহু সেলেবের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট ডিলিট করা এখন নিত্যনৈমিত্তিক। কেউ ভালো করে না ভেবেই যা খুশি লিখে দিচ্ছেন। কেউ তথ্য বা ছবি যাচাই না করেই ফেক নিউজ বা ছবি দিয়ে দিচ্ছেন। দেশ, বিদেশ, রাজ্য সব একাকার।

জাস্টিন বিবের যে জাস্টিন বিবের, তিনি ইনস্টায় গাজা স্ট্রিপের ছবি পোস্ট করে লিখলেন, 'প্রেয়িং ফর ইজরায়েল।' বিতর্ক শুরু। এবং বিবেরের সঙ্গে সঙ্গে তা ডিলিট। কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই। রিহানা একবার অস্ট্রেলিয়ার বনে আগুন লাগার ফেক ছবি দিয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

শৈশবে বাংলায় ভাব সম্প্রসারণ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমাদের সবারই। যে বাক্যটি প্রায়ই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে হানা দিত, সেটা হল, ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। প্রত্যেককেই কোনও না কোনও ক্লাসে পরীক্ষায় এটার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে।

এখনও হয়তো পড়ানো হয় সেটা। পরীক্ষাতেও আসে। কতরকম স্টাইলে কতরকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেই সাধারণ অথচ গভীর বাক্যের।

কী লিখতে চেয়েছি আমরা? কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শান্ত ও অবিচল থাকা উচিত। ভাবতে হবে আগাপাশতলা। ঋত্বিক ঘটকের ছবির বিখ্যাত সংলাপের মতো। 'ভাবো, ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো।' অনেক যুক্তি, তক্কো আর গপ্পো করে ভালো খারাপ দুটো দিক ভেবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার, কী করব আসলে। কী লিখব। কী বলব।

এই ভাবনা কমে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত মন্তব্য করে লাইক কুড়োনোর লোভে। আমি তো সবার আগে খবরটা দিয়েছি! সবাই টিভির ঢংয়ে ব্রেকিং নিউজ করতে চান! বহু অসাংবাদিক মানুষও লেখেন, ব্রেকিং নিউজ। আরে ভাই, ব্রেকিং নিউজ কী করে হয়? এ তো আপনি লিখছেন, কোনও টুইট বা ফেসবুক পোস্ট বা ওয়েব বা টিভি দেখে!

ওল্ড স্কুল অফ জার্নালিজম শিখিয়েছে, একটা ছোট খবর হলেও রি-চেক করো, রি-চেক করো। তারপর ছাপাও বা বলো। সাংবাদিকরা এটা মানতেন। বিশিষ্ট মানুষরাও। এখন ওসব পাট চুকেবুকে গিয়েছে একেবারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কৌতুকহাস্য' প্রবন্ধে এক চরিত্রের মুখ দিয়ে যে কথাটা লিখেছিলেন, আজকের প্রেক্ষাপটে তা মিলে যায়। 'আমি প্রমাণ করিতে যাইতেছিলাম যে, কমেডিতে পরের অল্প পীড়া দেখিয়া আমরা হাসি এবং ট্র্যাজেডিতে পরের অধিক পীড়া দেখিয়া আমরা কাঁদি।'

ভারতের বাজারে টিম কুকের অ্যাপলের দাম বাড়বে, না কমবে, সেটা পরের ব্যাপার। তবে এটা নিশ্চিত, কঙ্গনার কমেডিতে অল্প পীড়া দেখে লোকে হাসছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এরকম পোস্ট কার্যত ফেক নিউজ তৈরিরই শামিল। তারকাদের প্রত্যেকেরই সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডল করার জন্য আলাদা টিম থাকে। তা সত্ত্বেও এমন মারাত্মক অবিবেচক কাজ কেন দেখি যে?

ক্রিকেটার রোহিত শর্মার স্ত্রী রীতিকা ইনস্টায় দিনকয়েক আগে ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন যুদ্ধ নিয়ে হঠাৎ লিখেছিলেন, 'সব চোখ রাফার দিকে'। অতঃপর ট্রোলিংয়ের ঢেউ এবং পোস্ট ডিলিট। কোনও দরকার ছিল? শাহরুখ খানের স্ত্রী গৌরী এর আগে যে পোস্ট করেছিলেন, তাতে নগ্নতার পক্ষে প্রচারের অভিযোগ ওঠে প্রবলভাবে। গৌরী টুইট মুছতে বাধ্য হন। ঠিক যেভাবে শাহরুখ-গৌরীর কন্যা সুহানা ছবি পোস্ট করে আবার মুছে দেন। কারণ সেই এক- ভাবিয়া করেননি কাজ।

অন্যদের কথা কী বলব? সুবিবেচক, যুক্তিবাদী বলে পরিচিত অমিতাভ বচ্চন কোভিডের সময় একবার লিখলেন, 'অমাবস্যা। মাসের অন্ধকারতম দিন। ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়ার মতো অশুভ শক্তির সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা এই সময়। হাততালি আর শঙ্খনাদ ভাইরাসের শক্তি কমিয়ে দেবে, ধ্বংস করবে। চাঁদের যাত্রা হবে রেবতী নক্ষত্রর পাশ দিয়ে। সম্মিলিত আওয়াজে রক্ত চলাচল বেড়ে যাবে।' সেই টুইট নিয়ে বিজ্ঞান সচেতন বহু মানুষ এমন হইচই করলেন, মুছে দিতে হল বচ্চনকে। অন্যবার তিনি যা লিখলেন, তার মর্মার্থ, হোমিওপ্যাথিই করোনা সারাতে পারে। সেবারও ট্রোলের বন্যা।

মনে পড়ছে, ওই সময় রজনীকান্ত লিখেছিলেন, ১০-১২ ঘণ্টা বাড়িতে থাকলে করোনা পালাবে। টুইটার পোস্টটিই তুলে দেয়। সোনু নিগমের মন্তব্যও ছিল হাসির খোরাক। জনতা কার্ফিউ হলে নাকি ১২ ঘণ্টাতেই করোনা শেষ হয়ে যাবে। দেশের মেগাস্টাররাই যদি অতিমারির সময় এমন অবৈজ্ঞানিক কথা ছড়িয়ে চলেন, তা হলে সাধারণ মানুষ হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটির পড়ুয়া হবেন না কেন?

আমাদের রাজনৈতিক পার্টিগুলো তো আরও লক্ষ মাইল এগিয়ে থাকবে। বিজেপি এবং কংগ্রেসের অনেক মুখপাত্রই বহুবার দলকে ডুবিয়েছেন ভুল তথ্য দিয়ে। শব্দের অপব্যবহার করে। পরে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। টিভির কলতলার ঝগড়ায় মিথ্যে বৃষ্টির কথায় যাচ্ছি না। জাতীয় মুখপাত্ররা যা করেন, তাতে অনেকেরই মাথা কাটা যেত লজ্জায়। ওঁদের লজ্জা নেই। রি-চেক শব্দও ওঁদের অভিধানে নেই।

পদ্মের অমিত মালব্য অন্তত ১৬ বার ভুল তথ্য দিয়েছেন বলে ফেক নিউজ ফাউন্ডেশনের তথ্য। সম্বিত পাত্র কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে গিয়ে এমন টুলকিটের কথা বলেন, যা ভুয়ো তথ্য। টুইটার ওই টুইটকে ম্যানিপুলেটেড মিডিয়া ঘোষণা করে। নয়াদিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত সম্প্রতি ১১ বছর আগের টুইটগুলো ডিলিট করেছেন। সেখানে মুসলিম এবং বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে যা খুশি তাই লিখেছিলেন।

কংগ্রেসের মুখপাত্ররাও এক পথের পথিক। অথচ তাদের সুপ্রিয়া শ্রীনাটে এক সাংবাদিক। সম্প্রতি মোদিকে নিয়ে 'গায়েব' শব্দ পোস্ট করে কড়া সমালোচনার মুখে পড়েন কংগ্রেস নেতারা। বাধ্য হন সেটা মুছে দিতে। কর্ণাটক কংগ্রেস তো এ জন্য কুখ্যাত। এত বড় মিডিয়া সেল এঁদের, এত তরুণ-তরুণী চাকরি করেন সেখানে, তবু কেন রি-চেকের বালাই নেই?

এবং আমাদের বাংলায় সব পার্টিতেই এমন পরিচিত নেতা খুব কম, যাঁরা ভুল তথ্য ছড়ান না। এখানে এখনও স্থানীয় নেতাদের পছন্দ বেশি ফেসবুক। সেখানেও অনেক ভুল বা বিতর্কিত তথ্য লিখে কলকাতার নেতাদের কাছে ধমক খেয়েছেন উত্তরবঙ্গের অনেক নেতা। তুলে নিয়েছেন। আবার অন্য বিতর্কিত পোস্ট। আবার ধমক। আবার মুছে দেওয়া। তোর্ষা-তিস্তা-মহানন্দার জলধারার মতো।

মিথ্যে নিয়ে অতীতে কতরকম সতর্কবার্তা দিয়ে গিয়েছেন মনীষীরা। হৃদয়ে গেঁথে থাকে বহুদিন।

আমরা মিথ্যে বলি, যখন আমরা ভীত হয়ে পড়েছি। প্রত্যেকটা মিথ্যে হচ্ছে আসলে দুটো, একটা অন্যদের বলি, আর একটা নিজেকে বলি মিথ্যে জাস্টিফাই করতে। অর্ধসত্যই কখনো-কখনো হয়ে ওঠে বড় ধরনের মিথ্যে।

কঙ্গনা থেকে সলমন, সম্বিত থেকে সুপ্রিয়াদের কি ছোটবেলায় স্কুলে সেই পরিচিত বাক্যটির ভাব সম্প্রসারণ করতে হয়নি কোনওদিন?

আজ

১৮৭০

এভারেস্ট-এর উচ্চতা নির্ধারণকারী রাধানাথ শিকদার প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯১৩

আজকের দিনে প্রয়াত হন বাঙালি কবি, গীতিকার ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

আলোচিত

সব্যসাচী দত্ত নিজের কাজে যাচ্ছিলেন। প্রথম বেআইনি কাজ করেন আন্দোলনকারীরাই। ওঁরা তাঁর গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েন। কাউকে রাস্তায় আটকে রাখা হবে, গাড়ি ঘেরাও করে ৪৫ মিনিট বসে থাকবে এটা হয় না। এটা আইনবিরুদ্ধ। কাউকে এভাবে আটকে রাখা যায় না।

- সুপ্রতিম সরকার

ভাইরাল/১

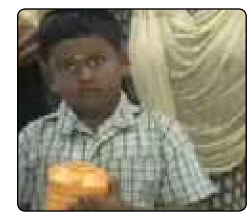

আজকালকার দিনে স্বার্থ ছাড়া কেউ কোনও কাজ করতে চায় না। তামিলনাড়ুর কারুরের বাসিন্দা দ্বিতীয় শ্রেণির এক পড়ুয়া অবশ্য অন্য কাজ করে দেখাল। আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে পাওয়া ও নিজের জমানো টাকার সবটাই সে ভারতীয় সেনার কল্যাণে দান করেছে।

ভাইরাল/২

সাংসারিক সমস্যার কারণে দুই বছরের মেয়েকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি খাবার বিলি করে একটি অনলাইন সংস্থার এক কর্মী ভাইরাল হয়েছিলেন। তা দেখে সবাই তাঁর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ওই কর্মী অবশ্য সেই সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছেন।

উত্তরের পাঁচালি

দিদিকালীর গল্প

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলার প্রাচীন লৌকিক দেব-দেবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গঙ্গারামপুর থানার নয়াবাজার স্কুল মোড়ের 'দিদিকালী'। আদতে রক্ষাকালী। অন্য কালীকে 'মা' হিসেবে সম্বোধন করা হলেও পরিবারের উপর স্নেহের পরশ প্রদায়ী দেবীকে এখানে বড়দিদি মনে করা হয়। আর তা থেকেই দিদিকালী নামকরণ। প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন এই কালীর আদিস্থান অবিভক্ত বাংলাদেশের বগুড়া জেলার ছাতিমগ্রাম। সেখানে এখনও পুজো হয়। প্রতিষ্ঠাতা রায় পরিবার ১৩৫৬ সালে এদেশে চলে আসে। সেসময় থেকেই এদেশে দিদিকালীর পুজো শুরু। বর্তমান প্রজন্ম বাদল রায়কে নিয়ে চার পুরুষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবীর আদেশ অনুসারে রয়েছে বিবিধ নিয়ম। রায় পরিবারের বসতবাড়ির এক কিলোমিটারের মধ্যের পুকুর ধারের বড় গাছের নীচের থানই দেবীর মূর্তিবিহীন মন্দির। পুজোতে সেই গাছেই জড়িয়ে দেওয়া হয় নতুন শাড়ি। বাঁধা হয় শোলার কালীমুখা। কোনও চালের নীচে দেবী থাকেন না। ভোগে সমস্ত উপকরণ চললেও কলা চলে না। প্রচলিত রয়েছে বলিপ্রথার। সোনা-রুপো-পায়রা-পাঁঠা মানত করা হয়। ভক্তরা বস্ত্র-ফল-মিষ্টিতে সাজিয়ে দেন ডালা। প্রতি বছরের বৈশাখ মাসের ৩০ তারিখের মধ্যের শেষ মঙ্গলবারে হয় পুজো। দূরদূরান্ত থেকে আসেন ভক্তরা। বসে মেলাও। বলা হয়, জাগ্রত দেবীর আরাধনায় সাফল্য মেলে। মনস্কামনা পূরণ হয়, ভক্তের সাংসারিক মঙ্গলেও দেবী সিদ্ধহস্ত। এবারেও সাড়ম্বরে দেবীর পুজো হল।

–অজিত ঘোষ।

ভক্তি।। গঙ্গারামপুরের নয়াবাজারে দিদিকালীর পুজো।

সবার পাশে

দীপেন বর্মা।

কোচবিহারের নাটাবাড়ির দীপেন বর্মা অন্যের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। পেশায় ফার্মাসিস্ট এই তরুণ ছেলেবেলা থেকেই মনীষী পঞ্চানন বর্মার অনুরাগী। স্থানীয় তরুণদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন মনীষী পঞ্চানন বর্মা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সমবেত প্রচেষ্টায় নাটাবাড়িতে বসিয়েছেন মনীষী পঞ্চানন বর্মার একটি মূর্তি। এই সংস্থার মাধ্যমে নিয়মিত এলাকায় আয়োজন করেন রক্তদান শিবিরের। নিয়মিত বিভিন্ন মনীষীর জন্মদিন পালন করেন। কোভিডের সময় মানুষের সাহায্য নিয়ে প্রায় ১০০ জন ভবঘুরের এক মাসের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। নিয়মিত আয়োজন করেন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন অভিযানের। স্বপ্ন দেখেন, এভাবেই সবাই সবার পাশে দাঁড়াবে। আর উত্তরবঙ্গ গোটা দেশে এক অনন্য নজির তৈরি করবে। –পার্থ নিয়োগী

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

পঁচিশে বৈশাখ কেন যে একদিনে শেষ হয়

বছরকয়েক আগেও শহর থেকে গ্রামে রবীন্দ্র জয়ন্তী হত বহুদিন ধরে। সেই ধারা ক্রমশ মুছে যেতে বসেছে কি না প্রশ্ন ওঠে।

আশুতোষ বিশ্বাস

এক সপ্তাহ আগে পঁচিশে বৈশাখ পেরিয়ে গেল তো কী, এখনও বাঙালির ঘরে থরে থরে সাজানো বিবর্ণ রবীন্দ্র রচনাবলী বেদনার উপশম করে, নির্ঘুম রাতের বিশ্বস্ত সঙ্গী। ক্রীড়নক সময়ের জাঁতাকলে পড়ে কোনও সৎ মাস্টারমশাই রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রিয় কবিতা-পৃষ্ঠার ফাঁকে সুইসাইড নোট লিখে রেখে মৃত্যুর ওপারে চলে যান। তাঁর গানের কলি উচ্চারণে মানবের ইহজন্মের পাপের স্খলন— ক্লান্ত, ভগ্নমনোরথে লতিয়ে ওঠে ভরসার আলোক-লতিকা।

আমাদের শৈশবে শিশুমনে তখন ঠাকুর মানে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একজন ঠাকুর বা দেবতা! বড় হয়ে বুঝলাম আমাদের রবি ঠাকুর আমাদের বিশ্ব মানবাত্মার ঠাকুর। কোনও ধর্মীয় ঘেরাটোপের বন্দি তিনি নন। তিনি সবার অন্তরের জ্যোতির্ময় পুরুষ।

তখন রবীন্দ্র জয়ন্তীর সন্ধ্যা এক মাসের বেশি সময় হত। এখনও কি সেটা হয়? 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল', গান গাইতে গাইতে প্রভাতফেরি, আমাদের পাড়া থেকে পাশের পাড়া সারিবদ্ধ পরিক্রমণ। সবার পরনে রঙিন পাঞ্জাবি, সে বড় উৎসবের দিন ছিল। রবীন্দ্র-কবিতার আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, বড়দের জন্য আলোচনাচক্র ও সাহিত্যসভা আর সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার দুর্গা মন্দিরে রবীন্দ্র-নাটক। সবার ঘরে হারমোনিয়াম, সবার ঘরের ছেলেমেয়ে, বিশেষ করে মেয়েদের গান শিখতেই হবে। আমাদের বাড়িতে গানের মাস্টারমশাই দিদিকে শেখাতে আসতেন রবীন্দ্রসংগীত। আমার ছোটবেলায় দিদিকে দেখেছি পাড়ার রবীন্দ্র জয়ন্তী বা যে কোনও অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত গাইতে- 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'। এমনকি দিদিকে পাত্রপক্ষের বাড়ি থেকে দেখতে এসে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সে গান জানে কি না? দিদি সেই রংচটা হারমোনিয়াম খুলে গান ধরেছিল 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'।

এখন সেই দৃশ্যপটে এসেছে প্রযুক্তির নতুন ভাষা। ফেসবুক পোস্ট, ইনস্টাগ্রাম, রিলস, ইউটিউব, আবৃত্তি কিংবা রবীন্দ্র-উক্তি লেখা ক্যাপশন— এইসব দিয়েই রবীন্দ্র স্মরণ করছে আজকের প্রজন্ম। ইউটিউবের গানের ভাণ্ডারের কল্যাণে উদ্বোধনী সংগীত হয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন কিছুটা দৃষ্টিকটু ঠেকছে। রবীন্দ্রনাথ যেন এখন শুধুই পোশাকের অলংকার, সেলফির ব্যাকড্রপ, অথবা ডিজিটাল 'ট্রেন্ড'। তাতে কোথায় সেই গভীর অনুধাবন, চেতনার আকুলতা? বিশ্বকবিকে স্মরণ শুধু পঁচিশে বৈশাখেই শেষ কেন? আগেকার মতো মাসাধিক অনুষ্ঠান আর হয় না কেন?

তবে এটাও সত্যি, সময় ও প্রজন্ম বদলে বদলে যায়। পরিবর্তনের স্রোত কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। ডিজিটাল মাধ্যম বাস্তবিকই শক্তিশালী অঙ্গ, নতুন প্রজন্ম এই মাধ্যমটিকে তাদের রক্তে মিশিয়ে নিয়েছে। সেই মাধ্যমে যদি রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেন, তবে সেটিও একধরনের চর্চা। তবে শর্ত একটাই— তা যেন হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়। শুধুমাত্র রূপ নয়, তাতে যেন থাকে আত্মার যোগ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন চলতি হাওয়ার পন্থী। নতুনের আবাহনমন্ত্র তাঁর সমগ্র রচনায়। সৃজন বিশ্বের ঘাটে ঘাটে নতুন বেসাতি নিয়ে তিনি পসরা সাজিয়েছেন। তাহলে আজকের প্রজন্ম তাঁকে সময়-বান্ধব করে বুকে টেনে নিলে আপত্তি কোথায়? আপত্তি উঠতে পারে— যদি তা হয় কৃত্রিম— শুধুই প্রদর্শনের। পঁচিশে বৈশাখ বাঙালির চেতনার নাম, উপলব্ধির প্রশান্তভূমি। রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসা মানে শুধু গানের লাইন আওড়ানো নয়, তাঁর ভাবনা ও দর্শনকে বুঝে নেওয়া। মনেপ্রাণে তাঁকে অনুভব করা। তবেই এই সময়ের রবীন্দ্র স্মরণও হয়ে উঠবে প্রকৃত রবীন্দ্রচর্চা।

(লেখক শামুকতলা সিধো কানহো কলেজের অধ্যক্ষ)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। হঠাৎ, অকস্মাৎ, ভাগ্যক্রমে ৩। চাকর, ভৃত্য বা কাজের লোক ৫। নীলপদ্ম ৭। শ্যামবর্ণ, কালো রংয়ের, কারুকাজ করা শালের পাগড়ি ৯। বড় থালা ১১। নরশ্রেষ্ঠ, মনুষ্যপ্রধান ১৪। বাতি, প্রদীপের সলতে, তুলি ১৫। কড়ি, অর্থ।

উপর-নীচ : ১। গরিব অবস্থা, দারিদ্র্য ২। পৃথিবী, ধরণী, ভূতল ৩। নাকের অলংকারবিশেষ ৪। রসযুক্ত, আনন্দজনক, উপভোগ্য, আমগাছ ৬। অমৃত, মদ, বারুণী, সুরা ৮। নূপুর, মল, পায়ের অলংকার ১০। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ১১। ভাগ্য, অদৃষ্ট ১২। ছোট পাতলা বই বা চটি বই ১৩। চিত্রকর, রঞ্জনশিল্পী।

সমাধান ■ ৪১৪১

পাশাপাশি : ১। তরক্ষু ৩। সাম ৫। রশি ৬। কতল ৮। ভঙ্গুর ১০। দমকা ১২। ঘরনি ১৪। মার ১৫। দড় ১৬। ফাল্গুনি।

উপর-নীচ : ১। তন্তুনাভ ২। ক্ষুরধার ৪। মদত ৭। লয় ৯। মাঘ ১০। দফারফা ১১। কাতরানি ১৩। রসিদ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

স্থায়ী বেঞ্চের দাবি নিয়ে টুঁ শব্দ নেই

সৌরভ দেব ও পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ মে : স্থায়ী বেঞ্চ না সার্কিট বেঞ্চ- এই ধোঁয়াশার মধ্যেই আটদিনের মাথায় আবার জলপাইগুড়িতে হাইকোর্টের স্থায়ী পরিকাঠামো কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে এলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। সুপ্রিম মধ্যে স্থায়ী পরিকাঠামো ভবনের বাইরের কিছু কাজে সমস্যা হচ্ছে বলে তিনি জানান। যদিও সার্ভিস রোড ও নিকাশিনালা নির্মাণ দ্রুত শেষ করা নিয়ে স্থায়ী পরিকাঠামোর অফিসেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের রিজিওনাল ডিরেক্টর ও উত্তরবঙ্গের প্রোজেক্ট ডিরেক্টরকে নিয়ে বৈঠক করেন প্রধান বিচারপতি। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে স্থায়ী পরিকাঠামোর উদ্বোধন করা হবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধান বিচারপতি জানান, 'আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি।'

চলতি মাসের ৮ তারিখ জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের পাহাড়পুর এলাকার স্থায়ী ভবনটি রাজ্য সরকারের তরফে হাইকোর্টকে হস্তান্তর হয়।

সেইদিন হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। হস্তান্তর প্রক্রিয়ার দিন পূর্ত দপ্তর এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অবশিষ্ট কাজের বিষয়ে আলোচনা

ফের পরিদর্শনে প্রধান বিচারপতি

করেছিলেন। ভবন হস্তান্তরের আটদিনের মাথায় শুক্রবার ফের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের কাজের গতিপ্রকৃতি দেখতে আসেন প্রধান বিচারপতি। এদিন তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন হাইকোর্টের দুই বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিশ্বজিৎ বসু। বেলা ১২টা নাগাদ প্রধান বিচারপতি পাহাড়পুর এলাকার স্থায়ী ভবনে আসেন। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

প্রধান বিচারপতি সার্কিট বেঞ্চের নিচে চলে যান গোশালা মোড় এলাকায়। সেখান থেকে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনে যাওয়ার সার্ভিস রোড তৈরি হচ্ছে। গোশালা মোড় এলাকায় কীভাবে জাতীয় সড়কের সঙ্গে সার্ভিস রোড যুক্ত হবে, সেই বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে প্রধান বিচারপতি দীর্ঘ আলোচনা করেন। সার্ভিস রোডের অপর প্রান্ত পাহাড়পুর মোড় এলাকায় জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত হবে। সেখানেও পরিদর্শন করেন বিচারপতিরা। বিচারপতিদের জন্য নির্মীয়মাণ আবাসন এবং কোর্ট ভবনের ভেতর অবশিষ্ট কাজও প্রধান বিচারপতি ঘুরে দেখেন।

কাজের গতিপ্রকৃতি দেখে এদিন খুশি হয়েছেন প্রধান বিচারপতি। তবে যেহেতু বর্ষা আসন্ন তাই অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন হতে সমস্যা হতে পারে বলে মনে করছেন প্রধান বিচারপতি।

সার্কিট বেঞ্চের সামনে সার্ভিস রোডের কাজ ঘুরে দেখছেন প্রধান বিচারপতি।

আইএমএ'র নির্বাচন বাতিল

জলপাইগুড়ি, ১৬ মে : ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) বেঙ্গল শাখার গত নির্বাচনকে বাতিল ঘোষণা করল আইএমএ-র কেন্দ্রীয় কমিটি। আইএমএ ট্রাইবিউনালে রাজ্যের এক চিকিৎসকের দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে দীর্ঘ শুনানি হওয়ার পর শুক্রবার আইএমএ হেডকোয়ার্টারের তরফে এক বিবৃতি জারি করে আইএমএ বেঙ্গল শাখার নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আইএমএর বেঙ্গল শাখার শেষ নির্বাচনে প্রক্রিয়াগত নিয়ম মানা হয়নি। যে কারণে এটি বাতিল ঘোষণা করা হল। সেইসঙ্গে আগামী দু'মাসের মধ্যে বেঙ্গল আইএমএ-র নতুন কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আইএমএ হেডকোয়ার্টারের সেক্রেটারি জেনারেল শর্বরী দত্ত বলেন, 'সজলকুমার বিশ্বাস নামে এক চিকিৎসক বেঙ্গল শাখার নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তার সঙ্গে বেশ কিছু তথ্যও দিয়েছিলেন তিনি। কেন্দ্রীয় কমিটি ডাঃ সজল বিশ্বাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ট্রাইবিউনালে আবেদন জানানোর জন্য। তিনি নিয়ম মেনে ১ লক্ষ টাকা ফি জমা দিয়ে আবেদন করেছিলেন। তার ভিত্তিতে ট্রাইবিউনালে কমিটি গঠন করে ডাঃ বিশ্বাসের অভিযোগ এবং সেইসঙ্গে যাবতীয় তথ্য খতিয়ে দেখা হয়। তাতে দেখা গিয়েছে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ম মেনে হয়নি। এরপর ট্রাইবিউনালের নির্দেশমতো আইএমএ বেঙ্গল শাখার নির্বাচনকে বাতিল করা হয়েছে। সেইসঙ্গে যাঁরা এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন পদে আসীন হয়েছিলেন সেই কমিটিও বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।'

আইএমএর বেঙ্গল শাখার নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল হওয়ায় খুশি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী চিকিৎসকদের বিরোধী গোষ্ঠী। এই বিরোধী গোষ্ঠীর অন্যতম চিকিৎসকদের উত্তরবঙ্গ লবির মাথা হিসেবে পরিচিত তথা জলপাইগুড়ি আইএমএ-র সম্পাদক ডাঃ সুশান্ত রায়। তিনি বলেন, 'আমরা বারবার এই নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে এসেছিলাম। আজ আমাদের অভিযোগই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা চাই নিয়ম মেনে আইএমএ বেঙ্গল শাখার নির্বাচন হোক।'

আইএমএ হেডকোয়ার্টার বেঙ্গল শাখার ভোট নিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেছে, নির্বাচনে যে ব্যালট পেপার ব্যবহার করা হয়েছিল তাতে কোনও নম্বর উল্লেখ করা ছিল না। সেইসঙ্গে ব্যালট পেপারে নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর ছিল না। বেঙ্গল আইএমএ নির্বাচনের ব্যালট পেপার বহু সদস্যের কাছে পৌঁছায়নি বলেও উল্লেখ করেছে আইএমএ হেডকোয়ার্টার শাখা। আরও বেশ কিছু অনিয়ম ছিল বলে ট্রাইবিউনালের বিচারে উঠে এসেছে। এসব পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করেই আইএমএ বেঙ্গল শাখার নির্বাচনকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

> আমরা বারবার নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে এসেছিলাম। আমাদের অভিযোগই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা চাই নিয়ম মেনে আইএমএ বেঙ্গল শাখার নির্বাচন হোক।
>
> **সুশান্ত রায়**
> সম্পাদক, আইএমএ, জলপাইগুড়ি

সীমান্ত পার হতে গিয়ে বিএসএফের জালে বাংলাদেশি

৪ বছর এপারে বসে ইমাম ভাতা

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১৬ মে : চার বছর ধরে এক বাংলাদেশি ভারতে বসবাস করছে। শুধু বসবাস করছে, তাই নয়, তার কাছে ভারতীয় বিভিন্ন পরিচয়পত্রও রয়েছে। সরকারি ভাতাও পাচ্ছিল প্রতি মাসে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তারির ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি মোহিত ত্যাগী জানান, ধৃতকে কুচলিবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাকে সীমান্ত পারাপারে সাহায্যকারী দুই ভারতীয়র বিরুদ্ধেও থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বিএসএফের ৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের মেখলিগঞ্জের বাগডোকরা-ফুলকাডাবরির অর্জুন সীমা চৌকির একটি দল সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় টহল দিচ্ছিল। সেইসময় এলাকায় ওই ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তাকে আটক করে সীমা চৌকিতে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত স্বীকার করে, সে আদতে বাংলাদেশের নাগরিক। চার বছর আগে অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে। তারপর বসবাস শুরু করে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায়।

ধৃতের নাম মহম্মদ সেলিম আনসারি (৩৩)। বাড়ি বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায়। বেলডাঙ্গায় সেলিম তার মায়ের সঙ্গে বসবাস করত। একটি সেলাইয়ের দোকানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ শুরু করে। এরপর স্থানীয় এক মাদ্রাসায় পড়াশোনার পর মকরামপুর দক্ষিণপাড়া মসজিদের ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হয়।

একইসঙ্গে একটি স্থানীয় মাদ্রাসায় শিক্ষকতাও শুরু করে। এই ঘটনা সামনে আসতে প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে এক বাংলাদেশি নাগরিক বৈধ নথি ছাড়াই ভারতে বসবাস করে ধর্মীয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পেতে পারেন?

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, সেলিম এদেশে এসে আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং ব্যাংক পাসবইয়ের মতো একাধিক ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করিয়ে নিয়েছিল। কয়েকটি নথি এখনও তৈরি হয়নি। বৃহস্পতিবার বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে বাংলাদেশে ফিরছিল। দালালদের মোটা টাকা দিয়ে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ভাগ্য খারাপ থাকায় বিএসএফ তাকে ধরে ফেলে।

সেলিম অন্যের নামে ইমাম ভাতাও তুলত বলে জানা গিয়েছে। ইমাম ভাতার আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র তার কাছে ছিল না। এই ভাতা পেতে তাকে সাহায্য করে এলাকারই এক ব্যক্তি। প্রত্যেক মাসে অ্যাকাউন্টে যে টাকাটা ঢুকত, সেটা দুজনে ভাগ করে নিত।

অন্যদিকে, এই ঘটনা সামনে আসতেই তৃণমূলকে তোপ দেগেছে বিজেপি। দলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায় বলেন, 'শাসকদলের মদতেই বাংলাদেশিরা ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় তৃণমূল ভূতুড়ে ভোটার খোঁজা বন্ধ করে দিয়েছে। যখন দেখছে একের পর এক তাদের ভোটব্যাংক বাংলাদেশি বের হচ্ছে।' যদিও এসবে দল প্রশ্রয় দেয় না। আইন আইনের পথে চলবে বলে জানান তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত সরকার।

ধৃত বাংলাদেশি।

ভারতে জীবিকা

- চার বছর আগে বাংলাদেশের কক্সবাজার থেকে ভারতে চলে আসে সেলিম
- তারপর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় একটি কাপড়ের দোকানে কাজ শুরু করে
- স্থানীয় এক মাদ্রাসায় পড়াশোনার পর মকরামপুর দক্ষিণপাড়া মসজিদের ইমাম হয়
- শিক্ষকতা শুরু করে স্থানীয় একটি মাদ্রাসাতেও

মদ সহ ধৃত

কিশনগঞ্জ, ১৬ মে : কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তে তাতপৌয়া গ্রামের কাছে ৩২৭ই জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে পুলিশ শুক্রবার একটি পিকআপ ভ্যান থেকে প্রায় ৮৫০ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করে। গাড়ির চালক সুরজ কুমারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে কাটিহার জেলার বিসহরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গের বিধাননগর থেকে এই মদ বিহারের কাটিহারে পাচার করা হচ্ছিল। আদালতের নির্দেশে ধৃতকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

থাকছেন না

প্রথম পাতার পর

শুধু তাই নয়, কয়েক বছর ধরে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন দলবিরোধী প্রচুর কাজকর্ম করেছেন। প্রকাশ্যেই একাধিকবার জেলা সভানেত্রীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। থানায় গিয়ে পুলিশকে হুমকি দিয়েছেন। তার পরেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারেননি পাপিয়া। সম্প্রতি দলের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ অফিসে গিয়ে সংসদ চেয়ারম্যানকে অফিস থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেন। সেই ঘটনা নিয়েও গোটা রাজ্যজুড়েই প্রতিবাদ হয়েছে। খোদ তৃণমূলেরই শিক্ষক সংগঠন রাস্তায় নেমে রঞ্জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ চেয়েছিল। কিন্তু তার পরেও জেলা সভানেত্রী রঞ্জনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ তো দূরে থাক, শোকজ পর্যন্ত করেননি। বরং তিনি বলেছেন, রাজ্যকে পুরোটা জানানো হয়েছে।

জেলা সভানেত্রীর পদে থেকেও পাপিয়ার বারবার রাজ্যের হস্তক্ষেপ চাওয়াকে শীর্ষ নেতৃত্ব ভালোভাবে নেয়নি। তাই তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। এই কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে সঞ্জয় টিব্রুওয়ালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

একদা সিপিএমের শিলিগুড়ির একটি লোকাল কমিটির সম্পাদক এবং সেই দলের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের জেলা সভাপতি থাকা নেতা সঞ্জয় রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পরেই ধীরে ধীরে দলবদল করে তৃণমূলে যান। ইদানীং তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হিসেবেও পরিচিতি পেয়েছেন। জেলা চেয়ারম্যান পদে তাঁর নাম দেখে শিলিগুড়ির নতুন পুরোনো নেতা-নেত্রীরা অবাক। যদিও প্রত্যেকেই সঞ্জয়কে ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সঞ্জয়ের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রীর আদর্শকে মাথায় রেখে দলের একজন কর্মী হিসাবেই কাজ করতে চাই।'

গাজা শহর থেকে পালানোর সময় পশু-টানা গাড়িতে প্যালেস্তিনীয়রা। শুক্রবার। ছবি : এএফপি।

নিষিদ্ধপল্লি

প্রথম পাতার পর

স্থানীয়দের একাংশ বলছে, সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, স্থানীয় কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ জানাচ্ছেন, নতুন করে নিকাশিনালা তৈরি করা সম্ভব নয়। তাঁর যুক্তি, 'নতুন করে এলাকায় নিকাশিনালা করতে হলে সমস্ত বাড়ি ভেঙে আগে এলাকা উঁচু করতে হবে। কারণ, ওই এলাকা মূল নিকাশিনালা থেকে অনেকটাই নীচে। কিন্তু গোটা এলাকা ভেঙে ফেলা বাস্তবে সম্ভব নয়।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ রোড সংলগ্ন নিষিদ্ধপল্লি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। বর্তমানে এলাকায় পুর পরিষেবা কিছুটা মিললেও তা চাহিদার তুলনায় অনেকটাই কম বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়দের একাংশ। এলাকায় পানীয় জল পরিষেবা বাড়াতে কয়েকটি স্ট্যান্ডপোস্ট লাগিয়েছে পুরনিগম। কিন্তু জলের চাপ খুবই কম। প্রতিদিন সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের গাড়ি ঢোকে ভেতরে। আবাসিকদের নীল এবং সবুজ পাত্রও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সচেতনতার অভাবে কেউ ভেজা এবং শুকনো বর্জ্য পৃথক করছেন না। কেউ একই পাত্রে সব রেখে আবর্জনা সংগ্রহের গাড়িতে দিচ্ছেন। অন্য পাত্র ব্যবহার করছেন গৃহস্থালির কাজে। তাই এলাকায় সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। কিছুটা সচেতনতার অভাব আর অনেক নাগরিক পরিষেবার খামতি- এই দুই মিলিয়ে নিষিদ্ধপল্লি বাস্তবিক নরক।

কার পাপে তালা ভাঙেন

প্রথম পাতার পর

যাঁরা কোনও দাদা বা দিদির অনুগামী হওয়ার সুবাদে চাকরি বাগাননি। যাঁরা নিজের মেধার জোরে শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, তিনি এঁদের পাশে আছেন। তাঁর ওপর ভরসা রাখতে বলেছেন। বলতে পারেন, ভরসা থাকবে কীভাবে! বলবেন প্লিজ, কোন পথটা খোলা রেখেছে সরকার।

আদালতের ন্যায়দণ্ড যোগ্য শিক্ষকদের মেধা, যোগ্যতার প্রতি সুবিচার করতে পারেনি। মুড়িমুড়কি একদরের মতো অযোগ্য, টাকার বিনিময়ে চাকরি ক্রেতাদের সঙ্গে তাঁদের নিয়োগ বাতিল করে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে এই সুবিচার না পাওয়ার পাপ তো শিক্ষা দপ্তরের, স্কুল সার্ভিস কমিশনের। সর্বোপরি রাজ্য সরকারের। আদালতের সামনে বিশ্বাসযোগ্যভাবে যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করতে তারা ব্যর্থ হওয়ায় খারিজ হয়ে গিয়েছে সকলের চাকরি।

এক লহমায় যাঁদের জীবনে নিঃসীম অন্ধকার নেমে এসেছিল, হতাশায় তাঁদের মরিয়া হয়ে ওঠা তো স্বাভাবিকই। আন্দোলনের হকও তাঁদের স্বাভাবিক। আর যে কোনও পথ নেই তাঁদের। তবে নিশ্চয়ই জেলা পরিদর্শকের অফিসে আগুন লাগানোর হুমকি কিংবা শিক্ষা দপ্তরের তালা ভাঙা, দপ্তরের সমস্ত কর্মীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখা আন্দোলনের সুষ্ঠু পথ নয়। একদা জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের জেরে রাজ্য থেকে বেশ কিছু শিল্পের পাততাড়ি গোটানোর উদাহরণ আমাদের সামনেই আছে।

কিন্তু কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে বলেই সমাজে সম্মাননীয় পেশায় যুক্তদের লাঠিপেটা, লাথি মারাকে যুক্তিযুক্ত বলা যাবে না। কী ভীষণ অনিশ্চয়তাজনিত উদ্বেগ ও হতাশা থেকে মাস্টারমশাই-দিদিমণিরা মারমুখী হয়ে ওঠেন, সংবেদনশীলতার সঙ্গে তা না বুঝলে তাকে সুশাসন বলা যায় না। নাগরিকদের সহৃদয়তার প্রতিফলনও নেই তাতে। সরকার চাকরিচ্যুতদের পাশে আছে বলছে। কিন্তু বলুন তো এ পর্যন্ত কী করেছে সরকার?

সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়ে যোগ্য শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়াতে পেরেছে। ব্যস, এটুকুই! তারপর...? হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সেই গানটা মনে করিয়ে দেয়... তার আর পর নেই/ নেই কোন ঠিকানা/ যা কিছু গিয়েছে থেমে/ যাক থেমে যাক না...। আদালতের নির্দেশে সরকারের করণীয় কিন্তু সামান্যই। ৩১ মে'র মধ্যে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ। এবং চলতি বছরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা।

চাকরিচ্যুতদের শিক্ষকতায় ফিরতে হলে সেই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আবেদন করা ছাড়া উপায় নেই। তারপর নিয়ম মেনে পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার। কিন্তু নিযুক্ত হওয়ার জন্য মনোনীত হবেন কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। যাঁরা আর মনোনীত হবেন না, তাঁদের সমস্ত পথ রুদ্ধ। ৯ বছরের শিক্ষকতার পর নতুন কোনও পেশার অনুসন্ধান কতটা কঠিন, ভুক্তভোগীরা জানেন। এই ৯ বছরে কেউ বিয়ে-থা করে সংসার বাড়িয়েছেন, কেউ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বাড়ি বানিয়েছেন, গাড়ি-বাইক কিনেছেন। চাকরি না থাকলে ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের তাগাদার দুশ্চিন্তা এখনই তাঁদের রাতের ঘুম উড়িয়েছে। মাস গেলে মাইনে না পেলে বাড়িতে স্ত্রী, ছেলেমেয়ের মুখে দু'মুঠো ভাতের সংস্থান করার অনিশ্চয়তাজনিত উদ্বেগে এই শিক্ষকদের মানসিক অস্থিরতা চরমে ওঠা স্বাভাবিক। শিক্ষকরা তো সংবেদনশীল মানুষ। আত্মমর্যাদার অধিকারী মানুষ। যাঁদের পক্ষে বালি-পাথর পাচার, জমির দালালি, মাদকের অবৈধ কারবার, জালিয়াতি-প্রতারণা ইত্যাদি অনৈতিক পথে রোজগার কখনোই সম্ভব নয়।

সুস্থ মানুষ গড়ার কারিগররা তাই এখন নিজেরাই মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। সেই টানাপোড়েনে তাঁদের অনেকে শারীরিকভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানের ভাষার মতো অবস্থা তো শিক্ষকদের... পাহাড় নিষেধগুলো পেরিয়ে দেখি/ কি আছে আমার পথে পরে...।' তাঁরা নতুন করে চাকরির আবেদন করতে নারাজ। একবার যোগ্যতা প্রমাণ করে ৯ বছর চাকরি করার পর ফের পরীক্ষায় বসে সীতার মতো নিজেদের শুদ্ধতা প্রমাণে অগ্নিপরীক্ষা দিতে তাঁদের ঘোরতর আপত্তি।

তাঁদের আপত্তি নিয়ে জট কম নয়। কেননা, আদালত সরকারের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে। যোগ্য শিক্ষকদের স্থায়ীভাবে চাকরি ফেরানোর কোনও পথ আদালত নির্দিষ্ট করে দেয়নি। আদালতের সম্মতি ছাড়া কোনও পথে গেলে আবার আইনি জটিলতার পাঁকে জড়িয়ে পড়ার বিপদ আছে সরকারের সামনে। কিন্তু শিক্ষা দপ্তর, স্কুল সার্ভিস কমিশন, শাসকদলের একাংশের পাপের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে সরকারকে বিকল্প পথ তো খুঁজতেই হবে। নাহলে ভূপেন হাজারিকার ভাষায় বুঝতে হবে... দানব কখনও হয় না মানুষ।

ছায়া প্রকট

প্রথম পাতার পর

কাউকে সভাপতি না করে সাংগঠনিক দায়িত্ব রেখে দিয়েছে কোর কমিটির হাতে। উত্তর দিনাজপুরে চেয়ারম্যান পদে বদল হলেও সভাপতি পদে রয়ে গিয়েছেন কানাইয়ালাল আগরওয়াল। ওই জেলায় চোপড়ার বিধায়ক হামিদুর রহমানকে চেয়ারম্যান করে ভারসাম্য রক্ষা করেছে তৃণমূল। একইভাবে মালদা জেলায় সভাপতি পদে থেকে গিয়েছেন আবদুর রহিম বক্সী। কিন্তু চেয়ারম্যান পদে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, সাবিত্রী মিত্র বা সাবিনা ইয়াসমিনের মতো হেভিওয়েটদের বদলে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নিহত বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালিকে।

শুক্রবার কার্যত নিঃশব্দে কোনও সাংবাদিক বৈঠক না ডেকে পরিবর্তনের তালিকা প্রকাশ করে দেওয়ার কারণ নিয়ে এখন জোর চর্চা চলছে তৃণমূলে। একদিকে যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলন, অন্যদিকে ডিএ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের জোর ধাক্কার মধ্যে নতুন পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা তাৎপর্যপূর্ণ তো বটেই। পরিস্থিতির মোকাবিলায় দলের ড্যামেজ কন্ট্রোলে তৃণমূল অগ্রাধিকার দিয়েছে বলে হঠাৎ এই ঘোষণা কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছে এখন। তৃণমূল সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবারই অভিষেকের সঙ্গে প্রথমে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, পরে রাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকে বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। শুক্রবার বক্সীর সঙ্গে অভিষেকের ঘোষণার পর রদবদল জানিয়ে দেওয়া হয়।

বকেয়ার ২৫ শতাংশ

প্রথম পাতার পর

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্পষ্ট হল, এটা আমাদের প্রাপ্য। মামলা এখনও শেষ হয়নি। আশা করি, বকেয়ার পুরোটাই পাব।'

যদিও ডিভিশন বেঞ্চ শুক্রবার রাজ্য সরকারের উদ্দেশে মন্তব্য করে, 'এটা ঠিক যে, মহার্ঘ ভাতা কোনও অধিকার নয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, টাকা দেবেন না।' এ পর্যন্ত মোট ১৮ বার মহার্ঘ ভাতা নিয়ে এই মামলার শুনানি পিছিয়ে গিয়েছিল। এতে কর্মীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ ছিল। শুক্রবার বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে সেই সমস্যার নিষ্পত্তি হল।

দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে বিচারপতি করোল বলেন, 'ট্রাইবিউনাল ও হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের সব রায় আমরা খতিয়ে দেখেছি। সর্বত্র মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দেওয়ার পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে।' এরপর রাজ্যকে বকেয়া মহার্ঘ ভাতার ৫০ শতাংশ মিটিয়ে দিতে বলে শীর্ষ আদালত।

রাজ্য সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি তৎক্ষণাৎ আদালতকে বলেন, আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে রাজ্য। এই পরিস্থিতিতে বিপুল পরিমাণ মহার্ঘ ভাতা দিলে সরকারি কোষাগারে তীব্র সংকট তৈরি হবে। প্রশাসন অচল হয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন সিংভি। তাঁর কথায়, 'এত টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। এত টাকা দিতে হলে আমরা চালাতে পারব না।'

তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে তখন আদালত বকেয়া মহার্ঘ ভাতার অন্তত ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দেয়। বিচারপতিরা বলেন, 'অন্তত ২৫ শতাংশ দিয়ে দিন।' এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মীদের বিরাট জয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, মহার্ঘ ভাতা কারও অধিকার নয়। আদালতের নির্দেশে বোঝা গেল, এটা সরকারি কর্মীদের প্রাপ্য।'

দীর্ঘদিন মহার্ঘ ভাতা বকেয়া রাখার নৈতিক দায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। রাজ্য সরকারি কর্মীরা এখন ১৮ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পান। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রে ওই হার ৫৫ শতাংশ। এই মামলায় সরকারি কর্মীদের আইনজীবী সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকারের কর্মীরা বহুদিন ধরে লড়াই করছেন। এবার কিছুটা হলেও তাঁদের অধিকার স্বীকৃতি পেল।'

পাক সীমান্তে ২২টি সুড়ঙ্গ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ মে : ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও নিরাপত্তা সংকটের মধ্যে উঠে এল বিস্ময়কর এক তথ্য। পাকিস্তানের দিক থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢোকার জন্য অন্তত ২২টি ব্যবহৃত সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়েছে বিএসএফ। বিএসএফ জানিয়েছে, শুধু জম্মু সীমান্তে পাঁচটি সুড়ঙ্গের খোঁজ মিলেছে। সুড়ঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য কয়েকশো মিটার এবং প্রায় ৩০ মিটার গভীর। কিছু সুড়ঙ্গ প্রযুক্তিগতভাবে এতটাই উন্নত যে, সেগুলিতে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য পাইপলাইন বসানো ছিল, যা জঙ্গিদের দীর্ঘক্ষণ সুড়ঙ্গের ভিতরে থাকার সুযোগ করে দিয়েছে। সীমান্তে অনুপ্রবেশ রুখতে বিএসএফ আধুনিক প্রযুক্তির যে গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার ব্যবহার করছে, তা মাটির গভীরে গোপন সুড়ঙ্গ চিহ্নিত করতে সক্ষম।

'ন্যূনতম বলপ্রয়োগ'!

প্রথম পাতার পর

যেটুকু বলপ্রয়োগ জরুরি ছিল, সেটাই করা হয়েছে।'

তিনি সাফাই দেন, 'বলপ্রয়োগ করার হলে প্রথমেই করা যেত। কিন্তু ৭ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে পুলিশকে ন্যূনতম বলপ্রয়োগ করতে হয়েছে।' এডিজির মন্তব্যে আন্দোলনরত যোগ্য শিক্ষক অধিকার মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'আমরা কোনও বলপ্রয়োগ করিনি। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির কারণে আমাদের চাকরি গিয়েছে। আমরা এখানে ইচ্ছা করে পড়ে নেই।'

তারাসুন্দরী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মোনালিসা মাইতি বলেন, 'আমার কাছে দিনটি জাতীয় লজ্জার। পুলিশের মধ্যে গেঞ্জি পরে যেসব লোক লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা কি চটি পরা পুলিশের দল?' আন্দোলনকারীদের সরাসরি অভিযোগ, 'তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী তাণ্ডব চালিয়েছে। অভিযোগ করা সত্ত্বেও পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল।'

তবে লাঠিচার্জের ঘটনায় পুলিশ যে স্বস্তিতে নেই, তার প্রমাণ বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারের কাছে রাজ্য পুলিশের ডিজির শুক্রবার সকালে রিপোর্ট তলব। ঘটনাটি নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি সামাল দিতে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন মমতা।

পরে চাকরিহারাদের সঙ্গে মুখ্যসচিব ফোনে কথা বললেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। বিকালে চাকরিহারাদের মঞ্চে যান শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপির কয়েকজন নেতা। তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আন্দোলনকারীদের একাংশ। বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা ও কৌস্তভ বাগচীর উদ্দেশে তাঁরা বলেন, 'চোরেরা কেন এই মঞ্চে আসবেন? তাহলে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে দেখে গো ব্যাক স্লোগান কেন দেওয়া হয়েছিল?'

যদিও যোগ্য শিক্ষক অধিকার মঞ্চের তরফে বলা হয়, 'রাজনৈতিক ঝান্ডা ছেড়ে কেউ আমাদের লড়াইয়ে থাকতে চাইলে তাঁদের স্বাগত। তৃণমূল, সিপিএম, বিজেপি ও কংগ্রেস, কোনও দলকেই আমরা বাধা দেব না।' শুক্রবার বিকালে লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল করেন চাকরিহারারা। ফের কেউ যাতে আটকে না পড়েন, সেই লক্ষ্যে শুক্রবার বেলা ৩টেতেই বিকাশ ভবনে ছুটি দেওয়া হয়।

ধৃত আধিকারিক

কিশনগঞ্জ, ১৬ মে : বৃহস্পতিবার রাতে কিশনগঞ্জ শহরের এক বাসিন্দাকে মাতাল অবস্থায় গ্রেপ্তার করল সদর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম যশবর্ধন মিশ্র। সে বিহার খাদ্য নিগমের স্থানীয় গুদামের সহকারী ম্যানেজার। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত আধিকারিকের বাড়িতে প্রায়ই মদের আসর বসত। গোপন খবরের ভিত্তিতে যশবর্ধনের পশ্চিমপালির বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার সঙ্গে রাইস মিলের এক ম্যানেজারকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার ধৃত আধিকারিক ও অপরজনকে কিশনগঞ্জ আদালতে হাজির করা হয়। আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ব্যক্তিগত মুচলেকা ও হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

কমোডের সামনে বিরিয়ানি

প্রথম পাতার পর

মাসখানেক আগে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের একটি দোকানের বিরিয়ানির মাংসে পোকা মিলেছিল। তার পুনরাবৃত্তি হয় গত বুধবার রাতে। চম্পাসারি মোড় সংলগ্ন এলাকার এক দোকানে বিরিয়ানির মাংসে পোকা পাওয়ার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। পরদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের তরফে বিরিয়ানি হাতে পুরনিগমের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

অবশেষে ঘুম ভাঙে প্রশাসনের। এদিন সকালে অভিযানে বের হন বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। পুরনিগমের সামনে থেকে শুরু হয় অভিযান। বাঘা যতীন পার্কের দিকে যেতে পরপর খাবারের দোকানে ঢোকেন তাঁরা। প্রত্যেকটি রেস্তোরাঁর রান্নাঘরের পরিস্থিতি দেখা হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরির প্রমাণ হাতেনাতে মেলে। প্রথম দোকানের মালিক ও কর্মীদের সতর্ক করা হয়। রান্নাঘর পরিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদের।

পাশের দোকানে যেতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় আধিকারিকদের। কমোডের পাশে রাখা বিরিয়ানি, ভাত, মাংস উন্মুক্ত অবস্থায় পাত্রে রাখা। ক্ষুব্ধ আধিকারিকরা কর্মীদের রীতিমতো বকাঝকা করেন। তারপর তাঁদের দিয়ে ওই সমস্ত খাবার ফেলানো হয়। মালিকের নাম, ঠিকানা লিখে সিল করা হয় দোকান। রেস্তোরাঁগুলোতে কমার্সিয়াল সিলিন্ডার ব্যবহারের বদলে ডোমেস্টিক রান্নার গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছিল। বাজেয়াপ্ত করা হয় এমন পাঁচটি সিলিন্ডার।

এরপর কলেজপাড়ায় যান ওই আধিকারিকরা। সেখানে একটি নার্সিংহোমের পাশে এক রেস্তোরাঁয় ঢুকে দেখেন, একই পরিস্থিতি। রান্নাঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মজুত রয়েছে খাবার। দোকান মালিককে সতর্ক করা হয়। ফেরার সময় চিলড্রেন্স পার্ক সংলগ্ন মিষ্টির দোকানটিতে ঢোকেন আধিকারিকরা। মুখরোচক খাবারের প্যাকেটে অবিলম্বে মেয়াদ সংক্রান্ত লেবেলিংয়ের নির্দেশ দেওয়া হয় সেখানে।

মিলল উত্তর

শিলিগুড়িতে নাটকের চাহিদা কমছে কি না তা নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন। চতুর্থ তরাই নাট্য উৎসব সেই প্রশ্নের উত্তর দিল। খুব সহজে। ভালো নাটক হলে দর্শক যে হল ভরাতে দ্বিধা করেন না তা পরিষ্কার বোঝা গেল। লিখলেন **অনিমেষ দত্ত**

কোথায় পড়েছিলাম মনে নেই। ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে কার্ল মার্কস যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তা অসম্পূর্ণ বলে মনে করতেন মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ ডিডি কোসাম্বি। অথচ কোসাম্বি নিজে এ কথা স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি ভারতের ইতিহাস লিখেছেন মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। মার্কসবাদকে তিনি একটা চশমা হিসেবে দেখতেন, যা দিয়ে ইতিহাসকে অন্যভাবে দেখা যায়, ব্যাখ্যা করা যায়। তেমনই একটা চশমা দিয়ে সম্প্রতি দর্শকদের ইতিহাসচর্চা করালেন নাট্য নির্দেশক দেবাশিস। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে অনীক প্রযোজিত এবং দেবাশিস নির্দেশিত নাটক 'আক্ষরিক' মঞ্চস্থ হয় সেদিন।

চতুর্থ তরাই নাট্য উৎসবের প্রথমদিন দেবাশিসের এই নাটক দেখার জন্য সুদূর হলদিবাড়ি থেকে দর্শক-আগমন ঘটে। চাহিদা এতটাই ছিল, উদ্যোক্তা পল্লব বসুকে একপ্রকার বাধ্য হয়ে মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে হয়, 'আমরা নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করব পরের দিন। আজ আপনারা নাটক দেখুন।' নাটক যখন শেষ হল, প্রেক্ষাগৃহে তখন জনা ২৫০ মানুষ। সকলেই একটা ঘোরের মধ্যে। তাজমহল কে বানিয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে এক শিশু পরীক্ষার খাতায় লিখেছিল, 'মার্বেল মিস্ত্রিরা।' বাংলার প্রথম অক্ষর শ্রমিক পঞ্চানন কর্মকারের জীবনকে যেভাবে 'আক্ষরিক'-এর কুশীলবরা সেদিন উপস্থাপন করেন, তাতে ওই শিশুর লেখা উত্তরটাই স্বীকৃতি পেয়ে যায়। 'আক্ষরিক' আক্ষরিক অর্থেই হয়ে ওঠে কোসাম্বির সেই চশমা।

সদ্য প্রয়াত নাট্য ব্যক্তিত্ব হরিমাধব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করে উৎসবের উদ্বোধন হয় পরদিন। প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন জ্যোৎস্না আগরওয়াল, সঞ্জীবন দত্ত রায়, পার্থ চৌধুরী প্রমুখ। তারপরেই উদ্যোক্তা শিলিগুড়ি বাজার ওপেন সিক্রেটের নাটক 'ঘরে ফেরার গান' মঞ্চস্থ হয়। প্রথম দিন ইতিহাসচর্চা সেরে দ্বিতীয় দিন দর্শকরা দুই শতাব্দী লাফ দিয়ে পৌঁছে যান ২০১৯ সালে। বিভীষিকাময় করোনাকাল। পল্লব নির্দেশিত এবং মুদাসসর হোসেন ছোট্টুর লেখা 'ঘরে ফেরার গান' অতিমারির দুঃসময়ের মধ্যে আবদ্ধ এক শিল্পীর জীবনগাথা। মৃত্যুশোকে বিহ্বল শিল্পীকে জীবনের মূল স্রোতে ফেরাতে শুরু হয় থেরাপি। কিন্তু নাটকটি প্রশ্ন তোলে, আদৌ কি কোনও থেরাপি জীবন থেকে দুঃখ, ক্লান্তি, হতাশা দূর করতে পারে? শেষমেশ শিল্পী জীবনের জয়গানটি গেয়ে ঘরে ফেরেন। কার্টেন কল। পরের নাটক। দক্ষিণ বারাসত বর্ণময় প্রযোজিত 'একটি অন্য প্রেমের গল্প'। দিনটা ছিল মুদাসসর হোসেন-ময়। তিনিই এই নাটকের লেখক, নির্দেশক আবার অভিনেতাও।

আক্ষরিক অর্থেই অন্য ধরনের একটি প্রেমের গল্প বলে মুদাসসরের নাটক। আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দর্শকদের প্রশ্ন করে, আমরা কি দিন-দিন খুব হিসেবি হয়ে উঠেছি? দর্শকরা বুঝতে পারেন, এই সংকীর্ণ পৃথিবী তাঁদের থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিচ্ছে ভালোবাসার গল্পগুলো। মানুষ মানুষের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। নচিকেতার গানের সূত্র ধরে বললে, মানুষের ঠিকানা হয়ে উঠছে বৃদ্ধাশ্রম। অথচ সেই বৃদ্ধাশ্রমেই প্রেমের এক আশ্চর্য উপাখ্যান রচনা করেন মুদাসসর। শেষে হাততালি শুনে বোঝা যায়, প্রথমদিনের তুলনায় দ্বিতীয়দিন দর্শকসংখ্যা বেড়েছে।

তার পরের দিন দর্শক সমাগম আরও বাড়ে। বাড়বে না-ই বা কেন, গণকৃষ্টি প্রযোজিত অমিতাভ দত্ত নির্দেশিত নাটক 'তোমার আমি'-তে অভিনয়ে ছিলেন দেবশংকর হালদার। নামই কাফি হ্যায়। কলকাতার বইপাড়ার গল্প। দুই অসমবয়সির বইপ্রীতির কাহিনী মোড় নিয়ে পৌঁছে যায় আগামীদিনের এক দ্বন্দ্বময় ভালোবাসার দিকে। দেবশংকর তাঁর চিরাচরিত মুনশিয়ানায় 'তোমার আমি'-তে হয়ে উঠেছিলেন পুরোনো বইয়ের দোকানের প্রৌঢ় মালিক অজিত নারায়ণ দাশগুপ্ত। নাট্য উৎসবের শেষদিন চন্দন সেন নির্দেশিত 'একনায়কের শেষ রাত' নাটকে তিনিই আবার হয়ে ওঠেন একনায়কতন্ত্রের রূপক বানহিটা মুসিয়ানা। সে কবিতা লিখতে পারে না, গাইতে পারে না গান। বহু মেয়েকে ভোগ করেও আদতে সারাজীবনে সে কাউকে ভালোবাসতে পারেনি। সঙ্গিনীর কাছে ক্ষমা চায় মুসিয়ানা।

হযবরল প্রযোজিত এই নাটক দিয়েই এবারের মতো যবনিকা পড়ে নাট্য উৎসবের। কিন্তু নটে গাছটি মুরোলেও নাটকের কথাটি শেষ হয়েও যেন হইল না শেষ। আসছে বছর আবার হবে, অপেক্ষা নিয়ে দীনবন্ধু মঞ্চ ছাড়ে শিলিগুড়ির দর্শক।

আবেগঘন।। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ি বাজার ওপেন সিক্রেটের 'ঘরে ফেরার গান' নাটকের একটি মুহূর্ত।

কবিপ্রণাম

প্রকৃতির মাঝে

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক হিমালয়প্রতিম ব্যক্তিত্ব। বাংলা সাহিত্য জগতের এক অমূল্য ধন। তিনি বাংলা সাহিত্যে এনে দিয়েছেন এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র একজন সাহিত্যপ্রেমী ছিলেন না তিনি ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমী। তাই কবিগুরুকে তাঁর জন্মদিনের শ্রদ্ধা জানাতে শহরের ব্যস্ততা থেকে একটু দূরে এবং প্রকৃতির মাঝে 'ত্রিস্রোতা সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রবাহ' পরিবারের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি সংলগ্ন বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে গড়ে ওঠা 'থারুঘাটি ইকো পার্ক'-এ এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ত্রিস্রোতা পরিবারের সভাপতি বলরাম সরকার, সম্পাদক সুদীপ সাহা, সহ সম্পাদক মিষ্টু দেব, কার্যনির্বাহী সভাপতি রঞ্জিত সাহা এবং আরও বিশিষ্ট গুণীজন সকলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন এবং মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। আলোচনা, গান, কবিতা, নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে মনীষা সরকার, সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন কিংশুক ভৌমিক, অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়, তনুশ্রী সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাচিকশিল্পী রিঙ্কু ঘোষ, কৃষ্ণেন্দু সেন এবং রামকৃষ্ণ পাল প্রমুখ।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

ছন্দমের আয়োজনে

ছন্দম শিল্পী গোষ্ঠীর এবছরের রবীন্দ্র জয়ন্তীর আসর বসেছিল চ্যাংরাবান্ধা পশ্চিমপাড়ায়। খুদে কৌশানী সরকারের 'সোনার তরী' কবিতার আবৃত্তি অনুষ্ঠানের মূল সুর। ছিল বড়দের সংগীতের আসর। পরবর্তীতে সংস্থার অপর খুদে সদস্য অনুশ্রী সাহা বাউলবেশে অনবদ্য নৃত্য পরিবেশন করে। সুনেত্রা বোস তার সুমধুর কণ্ঠে দুটি গান শুনিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। পলি সাহার রবীন্দ্রনৃত্য সকলের মন কেড়ে নেয়।

–শতাব্দী সাহা

উত্তরবঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

ভ্রমণপিপাসু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় আকর্ষণ ছিল পাহাড়। বাল্যবয়স থেকে প্রান্তবেলা পর্যন্ত তা ছিল অব্যাহত। তার মধ্যে এক অন্যতম অংশজুড়ে ছিল উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি সমবায় ব্যাংকের শতবার্ষিকী হলে এই বিষয় নিয়েই মঞ্চ আর তথ্য সংবলিত অডিও ভিজুয়ালের মিশেলে, 'কথাঘর' বাচনিক চর্চাকেন্দ্র 'এবং সেখানে রচিত কবিতা, গান, নাটক, চিঠি ইত্যাদি। দার্জিলিং, কালিম্পং, তিনধারিয়া, ত্রিপুরা প্রভৃতি জায়গায় অবস্থান কালের কবির রচনা সম্ভারকে তুলে ধরা হয় বিভিন্ন পর্বে ভাগ করে। অংশগ্রহণ করেন কথাঘরের সদস্য শিল্পীবৃন্দ। এছাড়াও ছিল শেষের কবিতা নাটকের পাঠ, রাজবংশী/কামতাপুরি ভাষায় অনুদিত রক্তকরবীর পাঠ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আন্তঃসম্পর্কের ওপর

উত্তরবঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অডিও ভিজুয়াল প্রোজেকশনে কবির স্বকণ্ঠে কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরিবেশনার বিষয় বৈচিত্র্যে ছিল উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কবির ভ্রমণকাল, তার বিবরণী, একটি তথ্যভিত্তিক রচনা 'রবি-জ্যোতির আলোয়' পরিবেশিত হয়। ছিলেন আমন্ত্রিত শিল্পীরা। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি একসূত্রে বাঁধার জন্য অডিও ভিজুয়ালের প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। শুরু থেকেই দর্শকাসন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

নাচ-গান-কবিতায়

শিলিগুড়ি হাসপাতাল মোড়ের কর্মচারী ভবনে নাচ-গান-কবিতা ও আলোচনায় রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করল ফুলেশ্বরী নন্দিনী সাহিত্য ও পাঠ্যচক্র। মূল অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ও বুলবুল বসুর পরিচালনায় গীতি আলেখ্য, রঞ্জনা ভট্টাচার্যের পরিচালনায় কবিতার কোলাজ, গৌতম ভট্টাচার্য ও মধুমিতা ভট্টাচার্যের কবিতা ও গানের কোলাজ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বেবি কাঞ্জিলাল, সংঘমিত্রা চন্দ ও স্মৃতি দাস। এছাড়া একক সংগীত ও আবৃত্তিতে ছিলেন অঞ্জন মজুমদার ও দেবস্মিতা সরকার, অতনু চৌধুরী, উপলব্ধি রাজগুরু ও শ্রেয়াংশ আচার্য। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন সংগঠনের সভাপতি অনন্যা ভাদুড়ি। উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা সুহাস বসু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ নির্মলেন্দু দাস। এদিন বক্তা তথা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রণব চট্টোপাধ্যায়। তিনি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ভাবনা এবং বর্তমান সংঘর্ষ পরিস্থিতি নিয়ে ভাষণ দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ চৌধুরী ও দেবস্মিতা সরকার। এই অনুষ্ঠানে ফুলেশ্বরী নন্দিনীর মাসিক সাহিত্য পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

– ছন্দা দে মাহাতো

বর্ণময় সংবর্ধনা

কিরাত ভূমি পত্রিকা ও ইতিহাস অনুসন্ধানী শিক্ষক মঞ্চের যৌথ উদ্যোগে বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার প্রাপক ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্প্রতি আয়োজিত হল জলপাইগুড়ির সুভাষ ভবনে। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, সাহিত্যিক অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, রাজ্য সরকারের যুগ্ম সচিব শুভাশিস ঘোষ, জলপাইগুড়ি সদরের মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী, ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ নীলাংশুশেখর দাসের মতো বিশিষ্টরা। কিরাত ভূমির পক্ষে সম্পাদক সুমন রায় ও ইতিহাস মঞ্চের পক্ষে সভাপতি বাবলু রায় অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সহেলী সাহা। মানপত্র পাঠ করেন বর্ণালি বর্মন এবং প্রদান করেন অরুণকৃষ্ণ ঘোষ। সঞ্চালনায় ছিলেন গৌতম চক্রবর্তী। উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সাহিত্যে আনন্দবাবুর অবদান নিয়ে আলোকপাত করেন জ্যোতিপ্রসাদ রায়, রূপন সরকার, সপ্তাশ্ব ভৌমিক, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত বাগচী, নির্মল ঘোষ, দিগন্ত চক্রবর্তী, শীলা দত্ত ঘটক, সুমনা ঘোষদস্তিদার, বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত দেবনাথ প্রমুখ। আনন্দবাবুর জীবন নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। আনন্দবাবুকে নিয়ে একটি সম্মাননা গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে বলে কিরাত ভূমির সম্পাদক সুমন রায় জানিয়েছেন। প্রয়াত সাংবাদিক জ্যোতি সরকারের স্মরণে অনুষ্ঠানে নীরবতা পালন করা হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইতিহাস মঞ্চের সম্পাদক অরুণকৃষ্ণ ঘোষ।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

নতুন প্রচেষ্টা

সম্প্রতি ময়নাগুড়ি শহরে ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানে গবেষণাধর্মী পত্রিকা উত্তুরে দর্পণ (তরাই-ডুয়ার্স) প্রকাশিত হল। পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ডঃ কালীশঙ্কর রায় এবং অরূপকুমার রায়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনজাতি, সংস্কৃতি, গুরুত্বপূর্ণ স্থান সম্পর্কে অনেক কিছুই এই পত্রিকায় ঠাঁই পেয়েছে।

–বাণীব্রত চক্রবর্তী

বাঁধা গতের বাইরে

শিলিগুড়ি সৃজনসেনার প্রতিটি নাট্য প্রযোজনাতেই কিছু স্বকীয়তা থাকে। থাকে ধরাবাঁধা গৎ থেকে বেরোনোর চেষ্টাও। তাদের সাম্প্রতিক দুটো প্রযোজনা দেখে মনে হল এ যেন দলের বৌদ্ধিক টেস্টামেন্ট, প্রতিবাদের কাব্যিক অভিজ্ঞান। দুটো নাটকের একটি ছিল মঞ্চনাটক, অন্যটি অন্তরঙ্গ নাট্য প্রযোজনা। মঞ্চ প্রযোজনাটির নাম 'সূর্য পাখিরা'। নাটক ও প্রয়োগে ছিলেন সৃজনসেনার সেনাপতি নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা পার্থপ্রতিম মিত্র। অন্তরঙ্গ নাট্য প্রযোজনাটির নাম 'অন্তে অনন্তে আন্তিগোনে'। এই নাটকটি মিত্র সম্মিলনীর চণ্ডীমণ্ডপ ও শিলিগুড়ি বিএড কলেজের হলঘর সহ ইতিমধ্যে বেশ কয়েক জায়গায় অভিনীত হয়েছে। এই নাটকেরও রচনা এবং পরিচালনায় ছিলেন পার্থপ্রতিম, বাংলার নাট্যমহল যাকে বেশি চেনে মুরারি নামে এবং ভালো বক্তা হিসেবে। সবচেয়ে বড় কথা শিক্ষক হওয়ার সুবাদে তিনি খুব ভালো সংগঠকও। আর সেই সূত্রেই তাঁর দল হল স্কুল পড়ুয়াদের নাটক শেখার প্রাথমিক বিদ্যালয়। যেখানে বর্ষে বর্ষে দলে দলে উজ্জ্বল একঝাঁক পড়ুয়ার আনাগোনা চলে। দলের এই চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তাদের মঞ্চ নাটক 'সূর্য পাখিরা' আবর্তিত হয়েছে ইজরায়েলি বোমায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া গাজা ভূখণ্ডের উত্তর জামালিয়ার শরণার্থী শিবিরের এক স্কুলকে ঘিরে। সেই স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই কীভাবে শরণার্থী পড়ুয়াদের পড়াশোনার জন্য লড়াই করছেন সেটাই এই নাটকের মূল থিম। এ রাজ্যে এখনও শিলিগুড়ি ছাড়া অন্য কোথাও এ বিষয়ে কোনও নাটক হয়েছে বলে জানা নেই। একদিকে ইজরায়েলি বোমা পড়ছে অন্যদিকে রাষ্ট্রসংঘ পরিচালিত শরণার্থী শিবিরের স্কুলের মঞ্চে তখন অভিনীত হচ্ছে নাটক আর্কিমিডিস। যেমন সিকোয়েন্স, তেমনি স্কুল পড়ুয়াদের দুর্দান্ত অভিনয়। পড়ুয়াদের চরিত্রে হৃদয় জয় করেছেন নবজিৎ লাহা, সন্দীপন ঘোষ, স্বর্ভানু মিত্র, অনিকেত সরকার, ওম বর্মন, স্নেহাশিস সরকার, অনুষ্কা কানু। নাট্যকর্মীদের চরিত্রে ছিলেন দেবাদৃতা পাল, জয়িতা মজুমদার, ভাস্কর দে, রেশাব পাল। শিক্ষিকার চরিত্রে ছিলেন বিনীতা চক্রবর্তী, ঈশিতা চন্দ ও প্রমাশ্রী মিত্র। এছাড়া দর্শকের ভূমিকায় ঋষি সরকার এবং প্রফেসর ওফিরের ভূমিকায় নাট্যকার তথা পরিচালক নিজে অনবদ্য অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। যুদ্ধের পটভূমিতে আলো ও আবহের ভূমিকাও ছিল একেবারে লাগসই। প্যালেস্তাইনের পড়ুয়াদের জন্য শিলিগুড়ির পড়ুয়াদের এই সংহতি অক্ষয় হোক।

শিলিগুড়ি মিত্র সম্মিলনীর চণ্ডীমণ্ডপে 'অন্তে অনন্তে আন্তিগোনে' নাটকের শুরুতে সৃজনসেনার তরফে সংবর্ধিত করা হয় অভিনেত্রী সোমা ভট্টাচার্য, অভিনেতা সুদীপ রাহা এবং মিত্র সম্মিলনীকে। মিত্র সম্মিলনীর তরফে সংবর্ধনা গ্রহণ করেন সংস্থার সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য। এই নাটক হল সৃজনসেনার রাজনৈতিক অভিমুখের হওয়া মোরগ। আড়াই হাজার বছর আগে সোফোক্লেসের লেখা এই গ্রিক ট্র্যাজেডি প্রাসঙ্গিকতায় দেশ ও কালের সীমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। সেজন্যই সারা পৃথিবীতে বহু লক্ষ কোটি বার এ নাটক অভিনীত হয়েছে। আড়াই হাজার বছর আগে এই নাটকে শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে এক গ্রিক রমণী আওয়াজ তুলেছিলেন। সেই আওয়াজের সঙ্গে রাত দখলের মেয়েদের আওয়াজকে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছেন নাট্যকার পার্থপ্রতিম মিত্র। তাই আন্তিগোনের আওয়াজ অনন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। দর্শক এবং অভিনেতাদের মধ্যে বেশি ব্যবধান না থাকায় কম্পোজিশন এবং সংগীত এ নাটকে বড় ভূমিকা নিয়েছে। আন্তিগোনের চরিত্রে সোনালি সরকার, ক্রেয়নের ভূমিকায় কৌশিক রায় সাবলীল অভিনয় করেছেন। নজর কেড়েছেন দেবাদ্রিতা পালও। এই নাটকে সংগীত বড় ভূমিকা নিয়েছে।

–ছন্দা দে মাহাতো

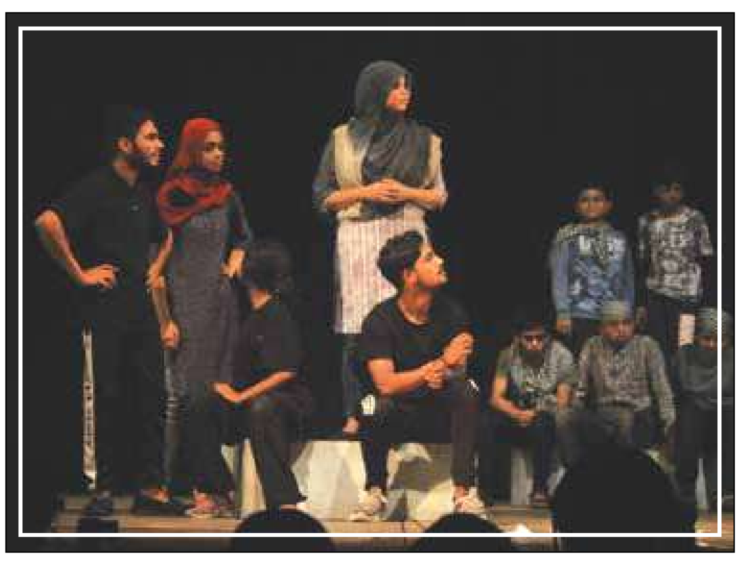

জমজমাট।। *সৃজনসেনা প্রযোজিত 'সূর্য পাখিরা' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

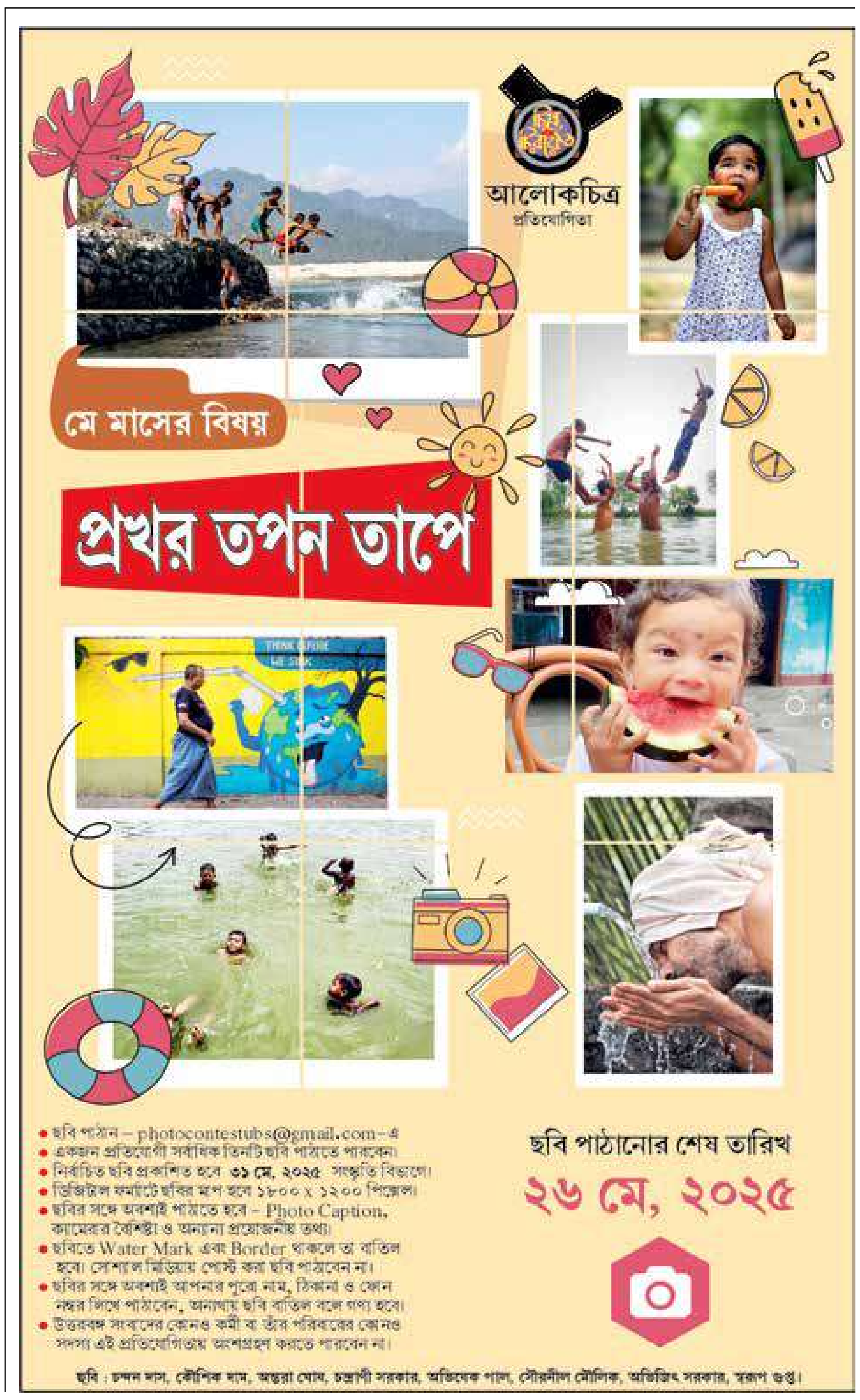

বইটই

আম্বেদকর স্মরণ

ভারতের সংবিধানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ডঃ বিআর আম্বেদকর। সেই মানুষটিকে নিয়েই **চষেল** পত্রিকার নিবেদন **ডঃ বিআর আম্বেদকর বিশেষ সংখ্যা**। অমিয়কুমার চৌধুরী সম্পাদিত পত্রিকার এই সংখ্যা প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প দিয়ে সাজানো। সুকুমার সরকারের লেখা 'বিআর আম্বেদকর এবং আজকের সমাজ ভাবনা' লেখাটি বহু অজানা তথ্যের জোগান দেয়। সংবিধান প্রণেতাকে নিয়ে জীবনকুমার সরকারের লেখা কবিতায় 'এখনও তোমার নামে সূর্য ওঠে রোজ/দলিতরা গায় গান/শেকল ভাঙার আকাঙ্ক্ষা/ওড়াই তোমার নিশান' বেশ সুন্দর। পত্রিকার এই সংখ্যাটিকে যেভাবে সাজানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে তা প্রশংসাযোগ্য।

মননে তিস্তা

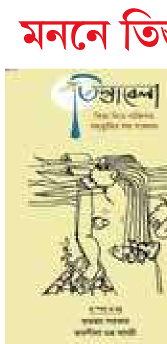

তিস্তা নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠা ব্যক্তিগত অনুভূতি, স্মৃতি ও আত্মিক সংযোগের এক অনন্য সংকলন **তিস্তাবেলা**। সম্পাদনায় শুভময় সরকার ও জয়শীলা গুহ বাগচী। ২৭ জন লেখক তাঁদের হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা তিস্তাস্মৃতি ও চিন্তার রূপরেখা তুলে ধরেছেন বইটিতে। নদী নিয়ে বহু লেখা হয়েছে, তবে তিস্তার সঙ্গে জলপাইগুড়ি শহরের যে ঘনিষ্ঠ আত্মিক সম্পর্ক, তার এমন সংবেদনশীল উপস্থাপন বিরল। এখানকার জনজীবন, সংস্কৃতি, প্রেম, স্মৃতি, এমনকি বেদনাও যেন বাঁধা তিস্তার স্রোতে। সুদীপ্ত রায়ের স্কেচ এবং তৃণা বসাকের নামাঙ্কনে বইটি অনায়াসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বিষয় কল্পবিজ্ঞান

আগামীদিনের বিজ্ঞানকে কল্পনা করে তাতে মজে যাওয়া আমাদের বহুদিনের পুরোনো অভ্যাস। সেই জুল ভার্ন থেকে শুরু করে অদ্রীশ বর্ধন, কল্পবিজ্ঞানে পাঠক বহু মজেছে। সায়েন্স ফ্যান্টাসির সেই ধারায় এবারে যুক্ত হল উত্তরবঙ্গের অন্যতম লেখক পবিত্রভূষণ সরকারের লেখা **অতনুর অনাদি ও মিরাকল গ্রহে পদার্পণ**। এই গল্পের নায়ক অতনু উত্তরবঙ্গের। সে এক নতুন গ্রহে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। কীভাবে তার সেই স্বপ্ন পূরণ হল তা নিয়েই পবিত্রর এই বই। বেশ কয়েকটি প্রচ্ছদে ভাগ করা উপন্যাস নিজস্ব গতিতে ভালোভাবেই এগিয়ে চলে। শেষটায় হ্যাপি এন্ডিংয়ে একরাশ সুখ।

নববর্ষ সংখ্যা

'চোখ খুললেই অন্ধকার/বরং বন্ধ থাকলে হাজার আলো/চোখের ভেতর বাতিস্তম্ভ নির্মাণ করে।' লিখেছেন উত্তম চৌধুরী। এভাবেই উত্তমের লেখা 'কালা' কবিতার সূচনা। প্রকাশিত হয়েছে **ক্রৌঞ্চ** পত্রিকার **নববর্ষ সংখ্যা**য়। সম্পাদক পবিত্রকুমার দাস ও প্রধান সম্পাদক কল্যাণ দে'র হাত ধরে প্রকাশিত এই পত্রিকায় পাতায় পাতায় কবিতার ঘোরাফেরা। বেশ ভালো লাগে স্বপন মল্লিক, জয়দেব রায়, অজন্তা রায় আচার্যদের মতো কবিদের সৃষ্টি। দার্জিলিং জেলার বিধাননগর থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকা বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। পত্রিকার এই সংখ্যার পাতায় পাতায় সেই লড়াইয়ের ছাপটা স্পষ্ট।

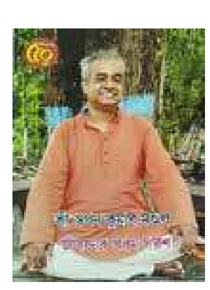

নবম সংকলন

জীবনের পরম পরশ কমিটি এবার ৫০ বছর পূর্ণ করল। কিছুদিন আগে সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক স্বপনকুমার মণ্ডলের জন্মদিনে তারা **জীবনের পরম পরশ-৯** সংকলন প্রকাশ করেছে। কোনও একজন বিশেষ মানুষকে নিয়ে এভাবে একের পর এক সংকল ন, খুব একটা দেখা যায় না। এই কমিটির আয়োজনে সেই উদ্যোগ আক্ষরিক অর্থেই বিরল। স্বপনবাবুর সঙ্গে তাঁর পড়ুয়াদের দীর্ঘ কথোপকথন, তাঁকে নিয়ে বহু গুণীজনের লেখা, মানুষটির ফেসবুক থেকে সংগৃহীত নিজস্ব পোস্ট, এসব দিয়েই এই সংকলনটিও সুন্দরভাবে সাজানো। সঙ্গে দেওয়া বহু ছবিতে সংকলনটি পূর্ণতা পেয়েছে।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান
এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

অস্ত্র সহ পাকড়াও ৬

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে অস্ত্র সহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে প্রথমে ডন বসকো মোড় এলাকা থেকে জ্যোতিষ হালদার, বিশ্বজিৎ সরকার ও বীরেন রায় নামের তিনজনকে গ্রেপ্তার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট এলাকায় অভিযান চালিয়ে বাকি তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতরা হল জীবন রায়, শান্তা দাস ও রানা দাস।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার রাতে জংশন এলাকায় এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে দেখে পুলিশ তাকে আটক করে। এরপর তার ব্যাগ থেকে কাফ সিরাপের ৪০টি বোতল উদ্ধার হয়। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

জাতীয় সেমিনার

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : দু'দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হল শিলিগুড়ি মহিলা কলেজে। কলেজের সমাজবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার ওই সেমিনারের উদ্বোধন হয়। 'ক্ষমতার সামাজিক মাত্রা, রাজনৈতিক মেরুকরণ, নাগরিকদের ব্যস্ততা'- এই বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়। এদিন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত দুই অধ্যাপক মানস চক্রবর্তী ও সঞ্জয় রায়। এছাড়াও এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রুচিতা চক্রবর্তী এবং নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডঃ সুরজ বেরি। বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক মেরুকরুণের দিকে নজর দিয়ে নাগরিকদের যুক্ত হওয়া কতটা জরুরি হয়ে উঠেছে তা নিয়ে বক্তারা বলেছেন বলে সেমিনারের কনভেনার ডঃ রেণুকা দত্ত জানান।

দুর্ঘটনার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঘিরে উত্তেজনা। শুক্রবার স্টেশন ফিডার রোডে। - সংবাদচিত্র

জল নিয়ে পুরনিগম ফের প্রশ্নের মুখে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : কেউ রাস্তার ধারের কলের সামনে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরলেন, কারও আবার অযথা সময় নষ্ট হল বাড়িতেই। বিনা নোটিশে শুক্রবার পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকল শহরের বড় অংশে। স্বাভাবিকভাবেই জলসমস্যা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষোভ উগরে দিলেন সাধারণ মানুষ।

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের অভিযোগ, 'পুরনিগমে পানীয় জল নিয়ে সমস্যা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। দেখছি, দেখব ছাড়া কোনও কাজ হচ্ছে না। ফল ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।' জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত বলছেন, 'ইনটেক ওয়েলে পলি জমে যাওয়ায় জল কম ঢুকছে। যে কারণে জল উত্তোলনও কম হয়েছে। পলি সরানোর কাজ চলছে।'

আগাম ঘোষণা ছাড়াই শুক্রবার ১৫, ১৭, ২৩ ওয়ার্ড সহ শহরের বেশ কিছু এলাকায় দিনভর বন্ধ থাকল পুরনিগমের পানীয় জল সরবরাহ। জলসংকট মেটানোর ক্ষেত্রে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জলের ট্যাংক ও পাউচ পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় পুরনিগমের তরফে। অতীতে বেশ কয়েকবার তা করাও হয়েছে। কিন্তু শুক্রবার জলসংকটে থাকা প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে এমন উদ্যোগ নজরে পড়েনি বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। কয়েকটি ওয়ার্ডে জল এলেও তার স্থায়িত্ব ছিল ১০ থেকে ১৫ মিনিট। প্রেশারও অনেকটা কম ছিল। বৃহস্পতিবারই জলের প্রেশার বাড়াতে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করেছিল পুরনিগম। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জলসংকট দেখা দেওয়ায় পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। সমস্যার মূলে ইনটেক ওয়েলে পলি জমে যাওয়া, বিষয়টি জানতে পেরে একজন বললেন, 'প্রয়োজনীয় জল পাওয়ার ক্ষেত্রে পলি সমস্যা হলে একদিনে তা জমতে পারে না। ফলে পুরনিগমের নজরদারি যে নেই, তা পরিষ্কার। নজরদারি থাকলে বিষয়টি আগাম জানানো সম্ভব হত। আমাদেরও দুর্ভোগে পড়তে হত না।'

শিলিগুড়িতে বর্তমানে পানীয় জলের দ্বিতীয় প্রকল্পের কাজ চলছে। কিন্তু প্রথম প্রকল্পটিতে প্রায়দিনই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বিঘ্নিত হচ্ছে পানীয় জল পরিষেবা। এই মুহূর্তে শহরে ৭২ মিলিয়ন লিটার প্রতিদিন জল প্রয়োজন। কিন্তু ফুলবাড়ি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট থেকে পাওয়া যাচ্ছে ৪২ থেকে ৪৫ এমএলডি। তার মধ্যে ইনটেক ওয়েলে পলি জমে যাওয়া নতুন সমস্যা তৈরি করছে।

গাড়ির ধাক্কায় জখম দুই

শিলিগুড়ি, ১৬ মে : অ্যাক্সিলারেটারে পা দিতেই বিপত্তি। বিলাসবহুল গাড়িটি একের পর এক গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারতে থাকল। শুক্রবার দুপুরে স্টেশন ফিডার রোড এলাকার এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। এমনকি ওই গাড়ির ধাক্কায় দুজন আহতও হলেন। পরিস্থিতি এমন যে, ক্ষুব্ধ জনতার হাতে মার খেতে হল গাড়ির চালককে। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস সহ অন্য পুলিশকর্মীরা এসে ওই চালককে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে। এবিষয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, 'গাড়িটির যান্ত্রিক কোনও সমস্যা ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

ঘটনার বিবরণে প্রত্যক্ষদর্শী বিশাল দাস বলেন, 'প্রথমে ওই বিলাসবহুল গাড়িটি স্টেশন ফিডার রোডের পার্কিংয়ে এসে একজনকে নামায়। এরপরই গাড়িটি হঠাৎ দ্রুতগতিতে পিছনে যেতে শুরু করে। একে একে পার্কিংয়ে থাকা তিনটে গাড়িতে ধাক্কা মারে। এরপর স্থানীয়রা চিৎকার শুরু করলে গাড়ির চালক ফ্লাইওভারের দিকে পালানোর চেষ্টা করে।' সেসময় রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে এক ব্যক্তি নামছিলেন। বিলাসবহুল গাড়ি তাতে ধাক্কা মারে। ঘটনায় ওই ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। এরপর গাড়িটি একটি বাইককেও পেছন থেকে ধাক্কা মারে। বাইকচালকও জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী রিতা দে'র কথায়, 'বাইকটির পিছনে গাড়িটি জোরে ধাক্কা মারার সময় বিস্ফোরণের মতো শব্দ হয়েছিল। গাড়ি থেকেও ধোঁয়া বের হতে শুরু করে।' এদিকে গাড়িটিকে আটকাতে স্থানীয়রা পিছন থেকে ঢিল মারতে শুরু করেন। অভিযুক্ত চালক বের হতেই স্থানীয়রা তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের কাছে চালক দাবি করেছেন, গাড়ি ব্যাক গিয়ারে ছিল। গাড়ি থেকে যাত্রীকে নামানোর সময় অ্যাক্সিলারেটারে চাপ পড়ে যায়। আর তাতে ঘটে বিপত্তি।

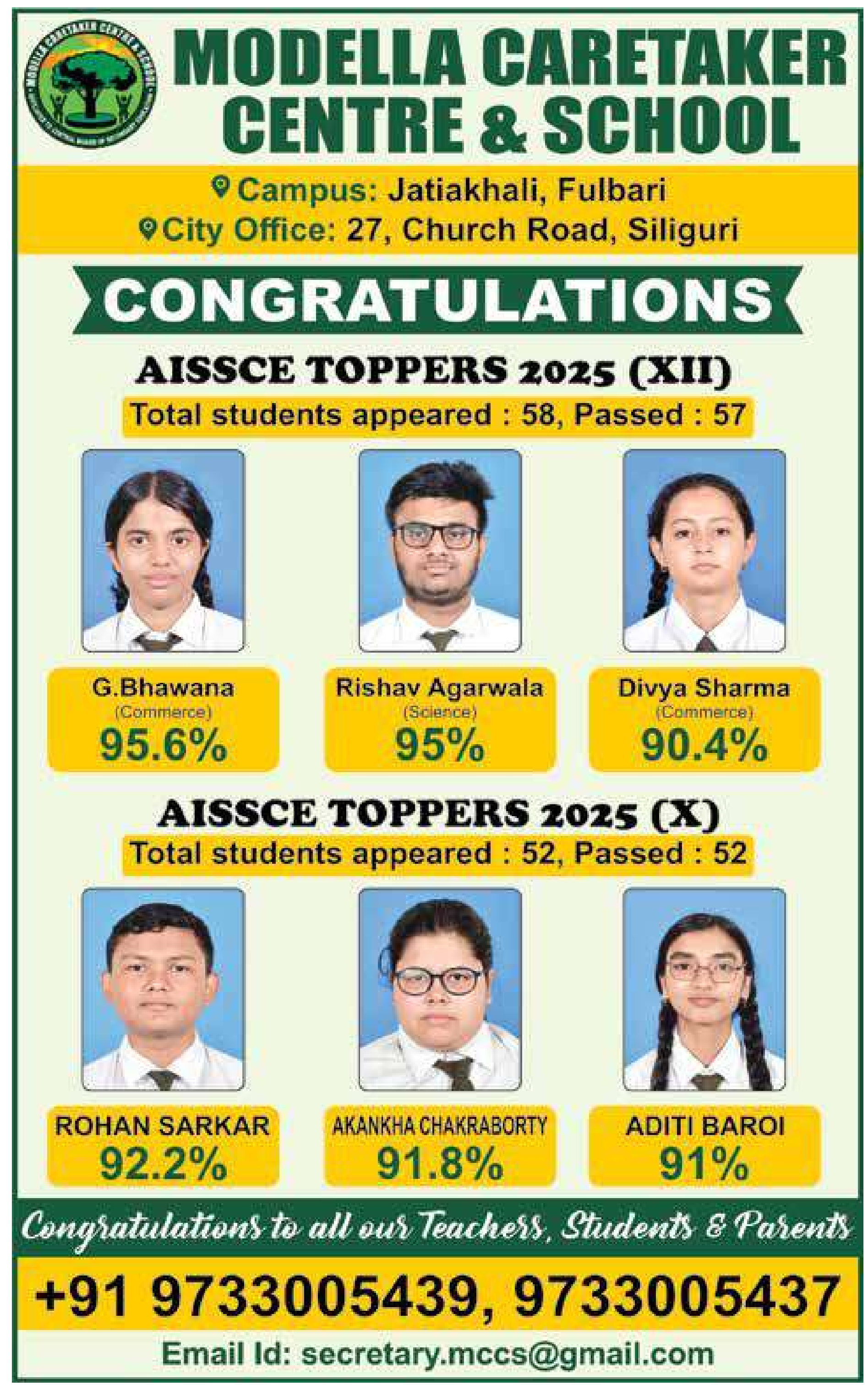

কৃতীকথা

এ বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে উত্তরবঙ্গে সেরাদের মুখোমুখি উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধিরা।

সবসময় বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ সম্প্রীতির দেশ

উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান দখল করল কোচবিহারের বক্সিরহাট হাইস্কুলের পড়ুয়া তুষার দেবনাথ। মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬। ভবিষ্যতে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার ইচ্ছে থাকলেও আর্থিক প্রতিকূলতা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃতীর সঙ্গে আলাপচারিতায় শিবশংকর সূত্রধর

১) এ ধরনের সাফল্য পেতে গেলে কীভাবে পড়াশোনা করা উচিত? তোমার কাছে স্মার্ট ওয়ার্কের মানে কী?

তুষার : আমার কাছে স্মার্ট ওয়ার্কের মানে হল, লেখাপড়াকে ভালোবাসতে হবে। তুমি যদি সেটা করতে না পারো, তাহলে যতই পরিশ্রম করো না কেন, আখেরে লাভ হয় না। তোমাকে রোজ ১০-১২ ঘণ্টা পড়তে হবে, তেমন বাধ্যবাধকতা নেই। মনোযোগ সহকারে বিষয়টি পড়লে অর্ধেক সময়েও তৈরি হয়ে যাবে।

২) আগামীতে যারা উচ্চমাধ্যমিক দেবে, তাদের কী টিপস দিতে চাও?

তুষার : সবসময় অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথা শোনা উচিত। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা দরকার। পড়ার পাশাপাশি নিয়মিত লেখালেখি চালিয়ে যেতে হবে। ঘড়ি ধরে প্রশ্নের উত্তর লেখার অভ্যেস তৈরি হওয়া জরুরি।

৩) প্রস্তুতিপর্বে নিজেকে মোটিভেট করেছ কীভাবে?

তুষার : আমার পরিবার আমাকে সবসময় মোটিভেট করে। বাবা-মা, দাদা, ভাই সহ অনেকে রয়েছেন। পড়াশোনার খরচ চালাতে গিয়ে বাবা-মাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। সেই কষ্টই আমাকে ভালো রেজাল্ট করতে মোটিভেট করে।

৪) ক'জন গৃহশিক্ষক ছিলেন তোমার? ভালো ফলের জন্য কি বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন যথেষ্ট নয়? নাকি প্রাইভেট টিউশন নেওয়া আবশ্যক?

তুষার : আটজন গৃহশিক্ষক ছিলেন। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সবরকমভাবে সাহায্য করেছেন। ক্লাসের পর তাঁদের অফটাইমে কোনও পড়া বোঝার জন্য গেলে তাঁরা না বলেননি। যদি একজন পড়ুয়া চায়, সে শুধুমাত্র স্কুলে পড়েই ভালো রেজাল্ট করবে, তাহলে নিশ্চয়ই করতে পারে। তবে বাড়তি সুবিধা পেতে প্রাইভেট টিউশন প্রয়োজন।

৫) তুমি কার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পাও?

তুষার : আমার বাবা-মা।

৬) অভিভাবকদের মধ্যে ইংরেজিমাধ্যমে পড়ানোর ঝোঁক তৈরি হয়েছে। ওই ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠা জরুরি। বাংলামাধ্যমে পড়ে কি তা শেখা যায় না?

তুষার : কে কোন মাধ্যমে পড়বে, সেটা তার বিষয়। কারও ইচ্ছে হলে সে ইংরেজিমাধ্যমে পড়তেই পারে। তবে আমি মনে করি, বাংলামাধ্যমে পড়াশোনা করেও ইংরেজি খুব ভালোভাবে শেখা যায়। যেহেতু আমার মাতৃভাষা বাংলা। তাই আমি বাংলাকে প্রাধান্য দিই।

৭) নিয়োগ সহ রাজ্যে নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। প্যানেল অবধি বাতিল করল মহামান্য আদালত। তুমি বিষয়টিকে কীভাবে দেখছ?

তুষার : আমি মনে করি যাঁরা যোগ্য শিক্ষক, তাঁদের নিয়োগ করা উচিত। কোনও ক্ষেত্রে দুর্নীতি কাম্য নয়। পাশাপাশি এসএসসি, টেট নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন। বহু জায়গায় শিক্ষকের অভাব রয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে সমস্যা আরও বেশি। নিয়োগ স্বচ্ছ না হলে অনেক ছেলেমেয়েদের মধ্যে পড়াশোনার ইচ্ছেটা মরে যাবে।

৮) কর্মসংস্থানের অভাব ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে কমবয়সিরা। সমস্যা মেটাতে সরকারের কী করা উচিত?

তুষার : কর্মসংস্থানের অভাব মেটানো সরকারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। শুধু স্কুল নয়, অন্য দপ্তরেও বিপুল শূন্যপদ। সেগুলো পূরণ করলে সমস্যা অনেকটা মিটে যায়। শিল্পস্থাপনে জোর দিতে হবে। যখন পড়ুয়ারা দেখবে এ রাজ্যেই কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে, তখন তারা পড়াশোনা ছেড়ে ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে যাবে না। হাজারো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও লেখাপড়া চালিয়ে যাবে।

৯) কু-ভাষা, কেলেঙ্কারি থেকে জেলযাত্রা- নানা কারণে রাজনীতি আজ কলঙ্কিত। তাই বেশিরভাগ বাবা-মা সেসব থেকে দূরে থাকার নিদান দেন। অথচ ছাত্র রাজনীতিই নেতা তৈরির আঁতুড়। তোমার কী মত?

তুষার : রাজনীতি হল বিজ্ঞানের মতো। বিজ্ঞানকে যেমন আমরা ভালো কাজে ব্যবহার করতে পারি, খারাপ কাজেও করতে পারি। রাজনীতিও তাই। রাজনীতিকে ব্যবহার করে কেউ সমাজের সেবা করেন, কেউ নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করেন। নিজের জন্য নয়, বরং সমাজের স্বার্থে রাজনীতি করব- এই মানসিকতা নিয়ে তরুণ প্রজন্ম এগিয়ে এলে শুদ্ধিকরণ সম্ভব। তাতে সবার মধ্যে যে খারাপ ধারণা তৈরি হয়েছে, সেটা বদলে যাবে।

১০) ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, তুমি সমর্থন করো? সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কতটা প্রয়োজনীয়?

তুষার : আমি সবসময় বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। পহলগামে যা করা হয়েছে, সেটা জঙ্গিদের মানসিকতা। সুস্থ মানসিকতা সম্পন্নরা ওই কাজ করতে পারে না।

১১) স্কুলপাঠ্য ছাড়া আর কোন ধরনের বই পড়তে ভালো লাগে? হবি কী?

তুষার : সত্যি কথা বলতে পাঠ্যবই ছাড়া অন্য কোনও বই পড়ার সময় পেতাম না। হবি হল ক্রিকেট খেলা। পাড়ার মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলি।

১২) প্রিয় খাবার, সিনেমা আর গায়ক?

তুষার : পাঁঠার মাংস। প্রিয় সিনেমা 'থ্রি ইডিয়টস', 'তারে জমিন পর' আর প্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং।

আমি চাই, যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা থেকে যান

২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে সম্ভাব্য প্রথম স্থান দখল করেছে আদৃত সরকার। সে রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চবিদ্যালয়ের পড়ুয়া। মোট প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৬। আদৃত চিকিৎসক হতে চায়। মাধ্যমিকের প্রস্তুতিপর্ব ও সাম্প্রতিক কিছু প্রসঙ্গ নিয়ে তার সঙ্গে আলাপচারিতায় রাহুল দেব

১) এধরনের সাফল্য পেতে গেলে কীভাবে পড়াশোনা করা উচিত? তোমার কাছে স্মার্ট ওয়ার্কের মানে কী?

আদৃত : মাধ্যমিক সহ যে কোনও পরীক্ষায় সফল হতে হলে পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়া ভীষণ জরুরি। এর সঙ্গে শিক্ষক ও গুরুজনদের পরামর্শ অবশ্যই মেনে চলতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে আমি কখনোই পড়াশোনা করিনি। যখন যা পড়ার ইচ্ছে হয়েছে, সেটা পড়েছি। সারাদিনে লেখাপড়ার জন্য বরাদ্দ সময়কে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নিলে বেশি কার্যকর হয় বলে আমি মনে করি।

২) আগামীতে যারা মাধ্যমিক দেবে, তাদের কী টিপস দিতে চাও?

আদৃত : মনোযোগ সহকারে প্রত্যেকটি বিষয় পড়তে হবে। তবে বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে রেফারেন্স বইয়ের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। শুধুমাত্র টেক্সট বই অপরিহার্য নয়। এমন অনেক সূত্র থাকে, যেগুলো শুধুমাত্র রেফারেন্স বইতেই পাওয়া যায়। কোনও বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করতে এগুলো পড়তে হবে। পাশাপাশি মকটেস্ট দিয়ে যেতে হবে বাড়িতে। এতে লেখার অভ্যাস যেমন তৈরি হয়, তেমন বানান ভুল কমে এবং পরীক্ষার হলের টাইম ম্যানেজমেন্ট ঠিক হয়।

৩) প্রস্তুতিপর্বে নিজেকে মোটিভেট করেছ কীভাবে?

আদৃত : সেই অর্থে মোটিভেশন দরকার হয়নি। বছরের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছি। তবে মানসিক সহযোগিতা পেয়েছি আমার পরিবারের কাছ থেকে। একঘেয়েমি কাটাতে পাশে ছিল সবাই।

৪) কলা বিভাগে প্রতিটি বিষয়ের জন্য একজন করে হলেও বিজ্ঞান বিষয়গুলোর দুজন করে গৃহশিক্ষক ছিলেন তোমার। ভালো ফলের জন্য কি বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন যথেষ্ট নয়? নাকি প্রাইভেট টিউশন নেওয়া আবশ্যক?

আদৃত : বিদ্যালয়ে স্যর-ম্যাডামরা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে পড়ান। তবে সেখানে সংখ্যায় বেশি এবং বিভিন্ন ধরনের ছাত্র থাকে। তাই প্রত্যেকের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রাইভেট টিউশনে সেই সুবিধাটা পাওয়া যায়। কিন্তু যে কোনও বিষয়ের সমস্যা নিয়ে যখনই স্কুলের স্যরদের কাছে গিয়েছি, তখন তাঁরা সেটার সমাধান করে দিয়েছেন।

৫) তুমি কার কাছ থেকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পাও?

আদৃত : মূলত মা, বাবা আর দিদির থেকে।

৬) অভিভাবকদের মধ্যে ইংরেজিমাধ্যমে পড়ানোর ঝোঁক তৈরি হয়েছে। সেটা ট্রেন্ড, সোশ্যাল স্ট্যাটাস ধরে রাখার উপায়ও। ওই ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠা জরুরি। বাংলামাধ্যমে পড়ে কি তা শেখা যায় না?

আদৃত : বাংলা ও ইংরেজিমাধ্যমের মধ্যে বিষয়গত পার্থক্য সেভাবে নেই। যে তফাতটুকু রয়েছে, তা ভাষাগত। কনসেপ্ট তৈরির ক্ষেত্রে ভাষাগত পার্থক্য কখনও বাধা হতে পারে না। তবে যেহেতু ইংরেজি একটি গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ, সেহেতু ইংরেজি শেখা বা জানা জরুরি। কিন্তু বাংলামাধ্যমে পড়াশোনা করে ইংরেজি শেখা যায় না, এটা আমি একেবারেই মনে করি না।

৭) নিয়োগ সহ রাজ্যে নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। প্যানেল অবধি বাতিল করল মহামান্য আদালত। তুমি বিষয়টিকে কীভাবে দেখছ?

আদৃত : ওই ঘটনা সত্যিই খুব দুর্ভাগ্যজনক। প্যানেলে বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। আমি চাই, যোগ্যরা থেকে যান।

৮) পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের অভাব ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে কমবয়সিরা। সমস্যা মেটাতে সরকারের কী করা উচিত?

আদৃত : সরকারের উচিত শূন্যপদে দ্রুততার সঙ্গে নিয়োগ করা। আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের উৎসাহ দিতে হবে। যাদের ভোকেশনাল স্কিল রয়েছে, তাদের সুযোগ করে দিতে হবে সরকারকে। শিল্প স্থাপনে নজর দেওয়া সময়ের দাবি।

৯) বিরোধীদের প্রতি কু-ভাষা, কেলেঙ্কারি থেকে জেলযাত্রা- নানা কারণে রাজনীতি আজ কলঙ্কিত। তাই বেশিরভাগ বাবা-মা সেসব থেকে দূরে থাকার নিদান দেন। অথচ ছাত্র রাজনীতিই নেতা তৈরির আঁতুড়। এব্যাপারে তোমার কী মত?

আদৃত : সহ নাগরিক ও সমাজকে সেবা করার অন্যতম মাধ্যম হল রাজনীতি। সেই মাধ্যমকে দূষিত না করে স্বচ্ছভাবে চলা উচিত সবার। দেশ গঠনে স্বচ্ছ মনোভাবাপন্ন রাজনীতিবিদ জরুরি। তবেই রাজনীতিতে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

১০) ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, তুমি সমর্থন করো? সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কতটা প্রয়োজনীয়?

আদৃত : অবশ্যই প্রয়োজন। জাতি-ধর্মের বিভেদ ভুলে সবাইকে একসঙ্গে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ভারতবর্ষের মতো এত বৈচিত্র্যময় দেশ ক'টা আছে বলুন তো। সবাই যখন হাতে হাত ধরে থাকবে, তখনই সার্বিক উন্নতি সম্ভব।

১১) স্কুলপাঠ্য ছাড়া আর কোন ধরনের বই পড়তে ভালো লাগে? হবি কী তোমার?

আদৃত : ছোট থেকে গল্পের বই পড়ার নেশা। বিভিন্ন স্বাদের গল্পের বই পড়ি। সেটাই আমার শখ। পাশাপাশি দাবা খেলা এবং কুইজের প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে।

১২) প্রিয় খাবার, সিনেমা আর গায়ক?

আদৃত : সব ধরনের খাবার ভালো লাগে, সবই খাই। প্রিয় সিনেমা 'সোনার কেল্লা'। প্রিয় গায়ক বলতে 'বিটলস' ব্যান্ডের (জর্জ হ্যারিসন, জন লেনন, পল ম্যাককার্টনি, রিঙ্গো স্টার) ফ্যান আমি।

বড় খোকাখুকির সামনে ছোট বলে অ, আ...

শতাব্দী সাহা

রাজ্যে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হয়েছে। পাঠশালা বন্ধ থাকলেও যাতে পঠনপাঠনে ছেদ না পড়ে, তাই 'সামার প্রোজেক্ট' হিসেবে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা দপ্তর।

কী সেটা?

চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির অঞ্জলি, সাকিল, কেয়ারা প্রতিবার গরমের ছুটি পড়তেই ব্যাগপত্তর গুছিয়ে আত্মীয়র বাড়ি অথবা বাইরে বেড়াতে যেত। এবার কিন্তু তেমনটা হচ্ছে না। ছোট কাঁধে বড় দায়িত্ব চেপেছে যে। বাড়ির আশপাশে থাকা ছোটদের পড়াতে হবে। কর্মসূচির পোশাকি নাম 'গ্রীষ্মকালীন শিক্ষণ শিবির'।

চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বাবুলাল সিং বললেন, 'গত দু'বছর ধরে আমাদের বিদ্যালয়ে গরমের ছুটিতে সামার প্রোজেক্ট হচ্ছে। আগে শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় নিয়ে গিয়ে সেখানকার কাজকর্ম দেখানো হত। এ বছর কিছুটা আলাদা ভাবনা।'

এটা সর্বশিক্ষা মিশনের উদ্যোগ। সরাসরি নয় বরং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে নোডাল টিচার নিযুক্ত করা হয়েছে। সঙ্গে গাইড টিচার হিসেবে রয়েছেন দশজন।

নোডাল টিচারের দায়িত্বে নিত্যানন্দ সরকার। কীভাবে চলছে শিবির? নিত্যানন্দ জানালেন, গাইড টিচারদের নিয়ন্ত্রণাধীনে নবম শ্রেণির দশজন পড়ুয়া ভলান্টিয়ার টিচার হিসেবে কাজ করছে। নিজের বা আশপাশের বাড়িতে, মাঠে, মন্দিরের পাশে এবং গাছতলার মতো জায়গায় বাচ্চাদের পড়ায় ওরা। রোজ ৪৫ মিনিট থেকে দেড় ঘণ্টার ক্লাস। শুরুতে জাতীয় সংগীত, দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার পর শপথবাক্য পাঠ হয়। তারপর পড়াশোনা।

২১ দিন ধরে এই কর্মসূচি চলবে। তারপর মূল্যায়নের ভিত্তিতে ভলান্টিয়ার টিচারদের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

-কী কী শেখাচ্ছ ভাইবোনদের?

- নবম শ্রেণির অঞ্জলি সরকারের কথায়, 'আমরা সময়-সুবিধামতো সকাল বা বিকেলে পড়াই। বর্ণপরিচয় শেখাচ্ছি, রং চেনাচ্ছি। আমাদের দেশের কথা, প্রকৃতির কথা, পরিবেশ সচেতনতা, ইতিহাস, নীতিমালার শিক্ষামূলক গল্প বলছি। ছোটদের পড়াতে খুব ভালো লাগে। মজার ছলে অঙ্ক শেখে ওরা।'

অঞ্জলির সহপাঠী সাকিল রহমানের গলায় উচ্ছ্বাসের সুর, 'অন্যরকম অভিজ্ঞতা। পড়ানোর সময় অনেকেই দেখতে এসে জিজ্ঞেস করে, নতুন মাস্টারমশাইয়ের স্কুল কেমন চলছে? শুনে লজ্জা লাগে, আবার মজাও হয়। বড় হয়ে আমি শিক্ষক হতে চাই।'

বোঝানো হল রক্তদানের গুরুত্ব

রক্তদান কেন প্রয়োজনীয় ও কীভাবে রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যাবে, সে বিষয়ে অবগত করা হল আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের পড়ুয়াদের। জেলা ও মহকুমা স্তরের স্বেচ্ছাসেবীদের রক্তদানের পরিকাঠামো সম্পর্কে অবগত করার জন্য রীতিমতো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজ, এনএসএস ইউনিট ও আলিপুরদুয়ার জেলার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'শব্দ'-র উদ্যোগে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে রক্তদানের প্রাথমিক বিজ্ঞান অর্থাৎ রক্তদানের প্রক্রিয়া, রক্তের উপাদান, কত ঘনঘন রক্তদান করা নিরাপদ এবং কাদের রক্তদান করা উচিত বা অনুচিত, এই বিষয়গুলি বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়। ২ থেকে ৪ মে পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শেষে পড়ুয়াদের 'ডিস্ট্রিক্ট ও সাব-ডিভিশনাল লেভেল সার্টিফিকেট' দেওয়া হয়।

নিরাপদ রক্ত সঞ্চারণের নীতি অর্থাৎ রক্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কী কী স্বাস্থ্যবিধি ও নীতি মেনে চলা উচিত, তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। কীভাবে একজন সাধারণ নাগরিককে রক্তদানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যায়, কীভাবে ভয় বা ভুল ধারণা দূর করে তাঁদের উৎসাহিত করা যায়, সেই মনোভাবগত দিকটিও গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হয়।

রক্তদান পরিকাঠামোর উন্নয়নে ব্লাড মেন্টরদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন রিসোর্সপার্সনরা। একটি সফল রক্তদান আন্দোলনের জন্য সমাজ, প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তর ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মধ্যে কীভাবে স্থায়ী ও কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়, তাও ছিল আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

নেশা নয়, বার্তা পড়ুয়াদের

সুভাষ বর্মন

মধ্য বয়সে নতুন করে নেশায় আসক্তির সম্ভাবনা খুব কম। অধিকাংশ মানুষের আসক্তি তৈরি হয় কম বয়সে। অনেকেই স্কুলে পড়ার সময় কিংবা কলেজ জীবনে সিগারেট, তামাকজাত দ্রব্যের নেশায় বুঁদ হয়ে যায়। অতিরিক্ত নেশা শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার অন্যতম কারণ। সে কথা মাথায় রেখে ফালাকাটা কলেজ পড়ুয়াদের নেশা থেকে দূরে থাকার বার্তা দিলেন মনোবিদরা।

আলিপুরদুয়ার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও ফালাকাটা কলেজের এনএসএস ইউনিট-৩ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে সেমিনার রুমে এই বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনা শিবির হল। মানসিক অসুখ থেকে দূরে থাকতে সচেতনতাই যে সবথেকে বড় হাতিয়ার, তা তুলে ধরলেন কলেজের টিআইসি ডঃ প্রদীপকুমার অধিকারী ও পরিচালন সমিতির সভাপতি সুরেশ লালা। এনএসএসের প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক শুভ্র সাহার কথায়, 'এনএসএস ছাড়া অন্য বিভাগের পড়ুয়ারাও শিবিরে শামিল হয়েছিলেন।'

মনোবিদ দেবারতি বাগচী মেন্টাল হেলথ, মেন্টাল ডিসঅর্ডার, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ও সুইসাইড প্রিভেনশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জিনগত, হরমোনজনিত ও নেশাজনিত কারণে যে মানসিক সমস্যা হতে পারে, তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। পড়ুয়াদের বোঝানো হয়, ছাত্র জীবনে নেশা থেকে দূরে থাকতে পারলে ভবিষ্যতের পথ অনেকটাই নিরাপদ।

পড়ুয়াদের উদ্দেশে শিবিরে উপস্থিত অপর মনোবিদ বিশ্বজিৎ শাসমলের পরামর্শ, 'কুসংস্কার ও গুজব থেকে দূরে থাকতে হবে। পড়ুয়াদের এজন্য আরও সচেতন হওয়া জরুরি।' মানসিক অসুস্থতা সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে সাহায্যের জন্য ১৪৪১৬ টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করার পরামর্শ দেন তিনি।

সেদিনের আলোচনা শুনে তন্ময় বর্মন, বঙ্কিম রায়, মৌমিতা বর্মন, নূপুর দাস, লিজা রায়, অন্বেষা সাহা, রিম্পি দাসদের মতো পড়ুয়াদের উপলব্ধি, 'নেশা থেকে দূরে থাকলে সুন্দর হয় জীবন।'

ছুটিতেও গাছের যত্নআত্তি

তমালিকা দে

গাছে লাউ ধরেনি এই মরশুমে। ডগা কেটে দেওয়া হয় সবজিতে। ফলেছে কাঁচা লংকা, ভেন্ডি। হয়েছে পুঁইশাক। কিচেন গার্ডেন দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ুয়াদেরই। স্কুল খোলা থাকলে ক্লাসের ফাঁকে জল দেওয়া, হলুদ পাতা কাটা ও গোড়ায় সার দেওয়া- ইত্যাদি করে দুর্জয়, পরিতোষ, প্রভাত, আকাশরা। গরমের ছুটিতে পাঠশালা এখন বন্ধ। তা বলে কি গাছের দেখভালে ছেদ পড়তে দেওয়া যায়!

ওদের বাড়ি বিদ্যালয়ের আশপাশে। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য দুপুর ১টা অবধি স্কুল খোলা থাকছে। দেড় ঘণ্টার জন্য রোজ বন্ধুরা মিলে ক্যাম্পাসে আসছে সেসময়ের মধ্যে। পরিচর্যার পর ফিরছে বাড়ি। দুর্জয়-আকাশরা শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী হাইস্কুলের দশম শ্রেণির পড়ুয়া। সারাবছর স্কুলের কিচেন গার্ডেনে শাকসবজির চাষ হয়। মিড-ডে মিল, সরস্বতীপুজোর ভোগে ব্যবহার করা হয় সেসব। আকাশ বিশ্বাস বলছিল, 'এখন তো বৃষ্টি হয় না তেমন। শুকনো আবহওয়া। রোজ জল না পেলে শুকিয়ে যাবে গাছগুলো। তাছাড়া পোকা ধরেছে কি না, দেখতে হবে। সার দিতে হবে প্রয়োজনমতো। তাই দিনের একটা সময় বের করে আমরা যারা কাছাকাছি থাকি, তারা স্কুলে আসি।'

আকাশের সঙ্গী হয় বন্ধু দুর্জয় বারুই। দুর্জয়ের কথায়, 'এই লাউয়ের ডগা, লংকা, শাক দিয়ে তরকারি রান্না হয় মিড-ডে মিলে। খেতে ভীষণ ভালো লাগে। লম্বা গরমের ছুটিতে যত্ন বন্ধ থাকলে তো মরেই যাবে গাছ।'

পড়ুয়াদের পাতে টাটকা সবজি দিতে বিদ্যালয়ে কিচেন গার্ডেন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া দায়িত্ব নয়, খুদেরা এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে ব্যাপক উৎসাহিত। প্রধান শিক্ষক অনিন্দ্য মিশ্র বলছিলেন, 'হয়তো আপাতদৃষ্টিতে এটা বড় কাজ নয়। কিন্তু এই যে দায়িত্ববোধের বীজ রোপণ হয়েছে শিশুমনে, যদি ঠিকঠাক লালনপালন হয়, তবে তা একদিন মহীরুহে পরিণত হবে। রোজ এসে গাছে জল দিতে কিন্তু কেউ জোর করেনি, করতে পারেও না। ওরা নিজেই ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। ভালো লাগছে।'

মেধাবীদের বৃত্তি

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ারের ভোলারডাবরির মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করেছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ট্রাস্ট। ১ মে পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়া হয় কোচবিহার বিমানবন্দরে। সেখানে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি) কীভাবে কাজ করে, সেই সম্পর্কে পড়ুয়াদের ধারণা দেওয়া হয়। এছাড়া রানওয়ে ঘুরে দেখে তারা।

এই উদ্যোগে কোচবিহার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করেছে। বিমানবন্দরের বিভিন্ন কাজকর্ম কীভাবে পরিচালিত হয়, তা মেধাবীদের দেখানোর ব্যবস্থা করেন ডিজিএম শুভাশিস পাল। এর পাশাপাশি কোচবিহার শহরের নানা পর্যটনস্থল ঘুরে দেখানো হয়।

অন্যদিকে, 'স্বর্গীয় প্রতিভা দেবী ট্রাস্ট'-এর উদ্যোগে রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী, বক্সা, গরম বস্তি, উত্তর পোরো সহ বিভিন্ন বনবস্তির পড়ুয়াদের মেধাবৃত্তি দেওয়া হল। পড়াশোনায় উৎসাহ দিতে গত ৩০ এপ্রিল নেতাজি বিদ্যাপীঠ (উচ্চমাধ্যমিক)-এর দুঃস্থ মেধাবীদের হাতে ওই বৃত্তি তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা ট্রাস্টের সদস্য অশোক দাস বলেন, 'আমাদের স্কুলে সার্বিক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু রয়েছে, তার ভিত্তিতে দু'বছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের মেধা উৎসাহ বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে এবারই প্রথম আর্থসামাজিক দিক বিবেচনা করে বনবস্তির পড়ুয়াদের জন্য আলাদা করে বৃত্তি চালু করা হয়েছে।' তিনি আরও জানান, প্রথম পর্বে রাজাভাতখাওয়া, বক্সা, জয়ন্তী এবং গরম বস্তির পড়ুয়াদের বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে কালকূট, কালচিনি, বনছায়া বস্তির পড়ুয়াদের বৃত্তি দেওয়া হবে।

বাবা-মায়ের হাতে উদ্বোধন রোহিত স্ট্যান্ডের

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে 'রোহিত শর্মা স্ট্যান্ড' উদ্বোধনে হিটম্যানকে সম্মান জানাল মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। শুক্রবার। ছবি : পিটিআই

মুম্বই, ১৬ মে : বিজয় মার্চেন্ট, সুনীল গাভাসকার, শচীন তেন্ডুলকারদের পাশে এবার রোহিত শর্মাও। হিটম্যানকে সম্মান জানিয়ে মুম্বই ক্রিকেটের আঁতুড় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রোহিতের নামাঙ্কিত স্ট্যান্ডের উদ্বোধন হল আজ। তারকাখচিত অনুষ্ঠানে রোহিতের বাবা-মায়ের হাত দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল 'রোহিত শর্মা স্ট্যান্ড'।

স্ত্রী রীতিকা সচদেহ সহ সপরিবারে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন রোহিত। ছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের একঝাঁক সতীর্থ-- জসপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পান্ডিয়া থেকে সূর্যকুমার যাদব, তিলক ভার্মারা। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি শারদ পাওয়ার, জাতীয় দলের প্রাক্তন দুই তারকা দিলীপ বেঙ্গসরকার, রবি শাস্ত্রী সহ রাজনীতি ও ক্রিকেটের আধিকারিকরাও ছিলেন।

রোহিতের পাশাপাশি মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি শারদ পাওয়ারের নামেও এদিন স্ট্যান্ডের উদ্বোধন হয়। সবার চোখ যদিও ছিল হিটম্যানে। গর্বিত রোহিত জানান, এই সম্মান তাঁর কাছে স্বপ্নেরও অতীত। বলেছেন, 'আজ যা ঘটছে, ঘটল, কখনও তা স্বপ্নেও ভাবিনি। ছোটবেলায় মুম্বই, ভারতের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখতাম। কে না দেখে? কিংবদন্তিদের সঙ্গে নিজের নাম দেখার অনুভূতি প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। খেলতে খেলতেই এই সম্মান, আরও স্পেশাল আমার কাছে। দুটো ফরম্যাট থেকে অবসর নিয়েছি। কিন্তু এখনও একটা ফরম্যাটে খেলছি।'

এটা তোমার প্রাপ্য ছিল : সূর্য

মাঠেই রোহিতকে শুভেচ্ছা জানান হার্দিক, বুমরাহ, সূর্যরা। পাশাপাশি সমাজমাধ্যমে অভিনন্দন বার্তায় সূর্য লেখেন, 'তুমি আমাদের সবার কাছে অনুপ্রেরণা। স্টেডিয়ামে স্ট্যান্ডের নামকরণ, বিশাল প্রাপ্তি। অনেক অনেক অভিনন্দন। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছ সবসময়। বদলে দিয়েছে খেলার আঙ্গিক। যথার্থ অর্থেই লিডার। অধিনায়ক তুমি শুধু খেলা বদলে দাওনি, বদলেছ মানসিকতা, সাজঘরের পরিবেশ। অধিনায়কের সংজ্ঞা নতুন করে তুলে ধরেছ সবার সামনে। আগেও বলেছি, ভালো মানুষের সঙ্গে সবসময় ভালো হয়। এই সবকিছু তোমার প্রাপ্য ছিল। আজকের পর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম আরও আইকনিক হয়ে উঠবে।'

> তুমি আমাদের সবার কাছে অনুপ্রেরণা। স্টেডিয়ামে স্ট্যান্ডের নামকরণ, বিশাল প্রাপ্তি। অনেক অনেক অভিনন্দন। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছ সবসময়। যথার্থ অর্থেই লিডার। অধিনায়ক তুমি শুধু খেলা বদলে দাওনি, বদলেছ মানসিকতা, সাজঘরের পরিবেশ। অধিনায়কের সংজ্ঞা নতুন করে তুলে ধরেছ। আগেও বলেছি, ভালো মানুষের সঙ্গে সবসময় ভালো হয়। আজকের পর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম আরও আইকনিক হয়ে উঠবে। -সূর্যকুমার যাদব

ছেলের নামাঙ্কিত স্ট্যান্ড উদ্বোধন করছেন রোহিতের বাবা গুরুনাথ ও মা পূর্ণিমা শর্মা। মুম্বইয়ে শুক্রবার। -পিটিআই

হিটম্যানকে নিয়ে শাস্ত্রীর গম্ভীর-খোঁচা

মুম্বই, ১৬ মে : সপ্তাহখানেকের মধ্যে জোড়া নক্ষত্র পতন।

তাও ইংল্যান্ড সফরের আগে। যদিও বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার টেস্ট অবসর নিয়ে মাথা খারাপ করার কিছু দেখছেন না সঞ্জয় মঞ্জরেকার। প্রাক্তনের মতে, অনেকে চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন বিরাট, রোহিতদের অনুপস্থিতিতে বিলেতের মাটিতে ভারত কী রকম খেলবে তা নিয়ে। তবে অযথা চিন্তার কোনও কারণ দেখছেন না। অতীতের উদাহরণ টেনে আশ্বস্ত করছেন সমর্থকদের।

মঞ্জরেকারের যুক্তি, অতীতে ভারতীয় ক্রিকেটেও বড়সড়ো পালাবদল হয়েছে। পরপর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণরা বিদায় নিয়েছিল। কিন্তু 'ফ্যাব ফোর'-এর বিদায়ের কয়েক বছরের মধ্যেই টেস্টে সেরার মুকুট পেয়েছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারতীয় দল। বিরাট-রোহিতের অবসরে শূন্যতা তৈরি হলেও ভারতীয় ক্রিকেটে প্রতিভার অভাব নেই। বর্তমান প্রজন্মের ক্ষমতা রয়েছে যে শূন্যতা পূরণ করার।

প্রাক্তন টেস্ট ব্যাটার বলেছেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতীয় ক্রিকেটে প্রচুর নতুন ক্রিকেটার উঠে আসছে। যারা দেশের হয়ে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। দুই তারকার বিদায়ে কিছুটা শূন্যতা তৈরি হবে। তবে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু দেখছি না। ভারতীয় বোলিংও এখন অনেক শক্তিশালী হয়েছে। ফ্যাব ফোরের বিদায়ের পর শূন্যতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। এবারও তেমন কিছু ঘটবে বলে আমার ধারণা।'

> সিডনিতে তরতাজা পিচ ছিল। নতুন বলে টক্কর গুরুত্বপূর্ণ। আর যে রকম ফর্মেই থাকুক না কেন, রোহিত ম্যাচ উইনার। শুরুতে নতুন বলে যদি পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে ৩৫-৪০ রানের ঝোড়ো ইনিংসও খেলে দিত, তাহলে কিন্তু অনেক কিছুই ঘটতে পারত। সিরিজ ২-২ হতে পারত। প্রত্যেকের নিজস্ব ভাবনা থাকে। নিজের মতো করে পরিকল্পনা থাকে। তবে আমি হেড কোচ থাকলে কখনোই এটা হতে দিতাম না।
> **রবি শাস্ত্রী**

এদিকে রোহিতকে নিয়ে গৌতম গম্ভীরকে ঘুরিয়ে একহাত নিলেন শাস্ত্রী। তাঁর দাবি, গত অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনি ভারতীয় দলের কোচ থাকলে সিডনির শেষ টেস্টে হিটম্যানকে ঠিক খেলাতেন। রোহিত দলের অধিনায়ক। সিরিজ তখনও শেষ হয়ে যায়নি। এই রকম পরিস্থিতিতে কারণ যাই হোক, অধিনায়ক ছাড়া খেলতে নামা ভুল পদক্ষেপ।

শাস্ত্রী বলেছেন, 'সিডনিতে তরতাজা পিচ ছিল। নতুন বলে টক্কর গুরুত্বপূর্ণ। আর যে রকম ফর্মেই থাকুক

বিরাট-রোহিতের অবসরে আতঙ্কিত নন মঞ্জরেকার

না কেন, রোহিত ম্যাচ উইনার। শুরুতে নতুন বলে যদি পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে ৩৫-৪০ রানের ঝোড়ো ইনিংসও খেলে দিত, তাহলে কিন্তু অনেক কিছুই ঘটতে পারত। সিরিজ ২-২ হতে পারত। প্রত্যেকের নিজস্ব ভাবনা থাকে। নিজের মতো করে পরিকল্পনা থাকে। তবে আমি হেড কোচ থাকলে কখনই এটা হতে দিতাম না।'

পাশাপাশি বিরাটের হঠাৎ টেস্ট অবসরের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানসিক ক্লান্তিকেই দুষলেন রবি শাস্ত্রী। বিরাটের সঙ্গে জুটিতে ভারতীয় দলকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। দুইজনের মধ্যে সম্পর্কের রসায়ন এখনও অটুট। অবসরের আগে শাস্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলেন বিরাট। তখনই শাস্ত্রী বুঝে গিয়েছিলেন, সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছে। আর যার নেপথ্যে মানসিক ক্লান্তিই দায়ী। ফিট থাকলেও মন আর সঙ্গ দিচ্ছিল না বিরাটের। যে ভাবনার ফসল টেস্টকে বিদায় জানানো।

দুই কিংবদন্তি- রাহুল দ্রাবিড় ও রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে খোশগল্পে অর্শদীপ সিং। শুক্রবার।

কাতালান ডার্বিতেই লা লিগা জয় বার্সার

বার্সেলোনাকে এগিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বাস লামিনে ইয়ামালের। সঙ্গী আলেহান্দ্রো বালদে।

বার্সেলোনা, ১৬ মে : সব প্রতীক্ষার অবসান। লা লিগায় চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। তাও আবার গতবারের চ্যাম্পিয়ন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে ৭ পয়েন্ট পেছনে ফেলে।

এল ক্লাসিকো জেতার পর বার্সার খেতাব জয়টা ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। বুধবার রাতে মায়োরকার বিরুদ্ধে রিয়াল হারলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেত হ্যান্সি ফ্লিকের দল। কিন্তু প্রথমে পিছিয়ে থেকেও রিয়াল জয় পাওয়ায় অপেক্ষা বাড়ে বার্সেলোনার।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় রাতে কাতালান ডার্বিতে এস্প্যানিওলের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল হ্যান্সি ফ্লিকের দল। লিগ জেতার জন্য তাদের দরকার ছিল মাত্র ৩ পয়েন্ট। খেতাব জয়ের ম্যাচে প্রথম গোলটা এসেছিল 'বিস্ময়বালক' লামিনে ইয়ামালের পা থেকে। ৫৩ মিনিটে ডানদিক থেকে বাঁ পায়ের ট্রেডমার্ক শটে গোল করে যান এই স্প্যানিশ তারকা। ৮০ মিনিটে লিওনার্দো কাব্রেরার লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় এস্প্যানিওলকে। সংযোজিত সময়ে বার্সার হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন ফের্মিন লোপেজ। ৩৬ ম্যাচ থেকে ৮৫ পয়েন্ট পেয়ে খেতাব ঘরে তুলল বার্সা।

২৮তম লা লিগা খেতাব জিতে আনন্দে আত্মহারা ড্যানি ওলমোরা।

এটা বার্সেলোনার ২৮তম লা লিগা খেতাব। নিজের অভিষেক মরশুমেই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে বার্সা কোচ বলেছেন, 'লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমি খুব খুশি। ক্লাবের সদস্য-সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানাই। পুরো দলটাই একটা পরিবার হয়ে উঠেছে। আমরা প্রত্যেকে একে অপরের খেয়াল রাখি। এটাই সাফল্যের মূল রহস্য।'

> লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমি খুব খুশি। ক্লাবের সদস্য-সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানাই। পুরো দলটাই একটা পরিবার হয়ে উঠেছে। আমরা প্রত্যেকে একে অপরের খেয়াল রাখি। এটাই সাফল্যের মূল রহস্য।
> **হ্যান্সি ফ্লিক**

দলের অন্যতম তারকা ফেরান টোরেসের কয়েকদিন আগে অস্ত্রোপচার হয়েছে। তিনি এখনও হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাননি। কিন্তু লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর তাঁকে ভিডিও কলে রেখে উৎসবে মেতে ওঠেন বার্সার ফুটবলাররা। পরে আবার ড্যানি ওলমো, এরিক গার্সিয়ারা সাইকেলে করে হাসপাতালে যান টোরেসের সঙ্গে উৎসবে মাততে।

স্টেডিয়ামের বাইরে দুর্ঘটনার কবলে সমর্থকরা

এদিকে, ম্যাচ শুরুর ঘণ্টাখানেক আগে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দুই দলের সমর্থকরা। সেসময় দুই দলের সমর্থকরা স্টেডিয়ামের সামনে জড়ো হয়েছিলেন। একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সমর্থকদের ধাক্কা মারে। ঘটনায় ১৪ জন সমর্থক আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

জনসনের তোপের মুখে বিসিসিআই

বেয়ারস্টোকে নিতে চলেছে মুম্বই

মুম্বই, ১৬ মে : মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে আইপিএলে প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে জনি বেয়ারস্টোর। জাতীয় দলের দায়িত্বের কারণে অলরাউন্ডার উইল জ্যাকসকে বাকি লিগে পাচ্ছে না নীতা আম্বানির দল। বিকল্প ভাবনায় ইংল্যান্ডের তারকা ওপেনার বেয়ারস্টোকে নিচ্ছে তারা।

২৯ মে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলতে নামছে ইংল্যান্ড। ঘোষিত

জয়পুরে পাঞ্জাব কিংসের অনুশীলনে হাজির মিচেল জনসনের দেশের মিচেল ওয়েন।

যে ওডিআই দলে রয়েছেন জ্যাকস। ফলে বাকি লিগে জ্যাকসকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সূত্রের খবর, পরিবর্ত হিসেবে উইকেটকিপার-ব্যাটার বেয়ারস্টোর সঙ্গে আলোচনা প্রায় চূড়ান্ত মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের।

পাঞ্জাব কিংস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে আইপিএলে দীর্ঘদিন খেলেছেন বেয়ারস্টো। এবার অবশ্য নিলামে দল পাননি। শেষপর্যন্ত স্বদেশীয় জ্যাকসের বদলি হিসেবে মেগা লিগে ফেরার সম্ভাবনা। অপর এক সূত্রের দাবি, মুম্বই যদি প্লে-অফে পৌঁছোয় তবেই বেয়ারস্টোকে দেখা যাবে। দুই পক্ষের মধ্যে তেমনই নাকি কথাবার্তা হয়েছে।

হার্দিক পান্ডিয়ার মুম্বই বর্তমানে ১২ ম্যাচে ১৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। বাকি দুই ম্যাচ জিতলে টিকিট নিশ্চিত। যে জোড়া ম্যাচের ওপরই মূলত নির্ভর করবে বেয়ারস্টো-মুম্বই চুক্তি। পাশাপাশি রায়ান রিকেলটনের পরিবর্ত হিসেবে রিচার্ড গ্লিসনকে নিতে চলেছে মুম্বই। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের কারণে ২৬ মে-র পর দেশে ফেরার কথা দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনার রিকেলটনের।

দিল্লি ক্যাপিটালসের জন্য বড় ধাক্কা। পেস ব্রিগেডের 'নেতা' মিচেল স্টার্ককে পাচ্ছে না তারা। রাতারাতি যে শূন্যতা পূরণ কঠিন। পাশাপাশি জেক ফ্রেজার-ম্যাকগ্রাককেও পাচ্ছে না দিল্লি। দুই তারকার অনুপস্থিতি সামাল দিতে একাধিক বিকল্পের সন্ধানে দিল্লি। মুস্তাফিজুর রহমানকে নিলেও বাংলাদেশি পেসারকে আদৌ পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়েও সংশয়। চিন্তা বাড়াচ্ছে ফাফ ডুপ্লেসির চোটও। শেষ ম্যাচে খেলতে পারেননি। বাকি ম্যাচে খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। বিদেশিদের নিয়ে অস্বস্তির মধ্যে স্বস্তি বলতে ট্রিস্টান স্টাবস, দুষ্মন্ত চামিরাদের খেলার সম্মতি।

> বাকি লিগে খেলতে বিদেশি ক্রিকেটাররা ফিরবে কি না, সিদ্ধান্তটা তাদের ওপর। সবার আগে নিরাপত্তা। রয়েছে আন্তর্জাতিক সূচি। কিন্তু বিসিসিআই চাপ তৈরি করছে।
> **মিচেল জনসন**

এদিকে বিদেশি প্লেয়ারদের ফেরাতে ভারতীয় বোর্ড চাপ তৈরি করছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মিচেল জনসন। প্রাক্তন অজি পেসারের মতে, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন দলের আন্তর্জাতিক ক্রীড়াসূচি রয়েছে। তারপরও বিসিসিআই চাপ দিচ্ছে আইপিএলে খেলার জন্য। জনসন লিখেছেন, 'বাকি লিগে খেলতে বিদেশি ক্রিকেটাররা ফিরবে কি না, সিদ্ধান্তটা তাদের ওপর। সবার আগে নিরাপত্তা। রয়েছে আন্তর্জাতিক সূচি। কিন্তু বিসিসিআই চাপ তৈরি করছে।'

জাতীয় দলে ফিরলেন মেসি

বুয়েনস আয়ার্স, ১৬ মে : লিওনেল মেসিকে রেখেই কি তবে আরও একবার বিশ্বজয়ের অঙ্ক কষছে আর্জেন্টিনা?

দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলেছে কাতার বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়নরা। এদিকে বিশ্ব ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই শুরু হতে এখনও বছরখানেক বাকি। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাছাই পর্বের বাকি ম্যাচগুলোয় নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ লিওনেল স্কালোনির দলের কাছে। গত মার্চ মাসে ব্রাজিল

এবং উরুগুয়ের বিরুদ্ধে যোগ্যতা অর্জনের ম্যাচে চোটের জন্য মেসির খেলা হয়নি। তবে এবার তিনি দলে ফিরলেন। জুনের শুরুতে চিলি এবং কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে আর্জেন্টিনার। এই দুই ম্যাচের জন্য মেসিকে রেখেই ২৮ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। ফলে ৩৮ ছুঁতে চলা আর্জেন্টাইন মহাতারকা আগামী বছর বিশ্বকাপে স্কালোনির পরিকল্পনায় যে রয়েছেন, তা বলাই যায়। সঙ্গে এটাও ধরে নেওয়া যায় যে, ফিট থাকলে '২৬-এর বিশ্বকাপে খেলবেন লিও। পাশাপাশি এই দুই ম্যাচের জন্য ঘোষিত স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন আলেহান্দ্রো গারনাচো ও ভ্যালেন্টিন ভারকো।

বিশ্ব টিটি-তে ভারতের কোচ আলিপুরদুয়ারের ছেলে

ডাবলসে পদক জেতার সম্ভাবনা প্রবল : সৌরভ

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৬ মে : বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে ডাবলসে পদক জেতার সম্ভাবনা প্রবল। এমনটাই মত ভারতীয় দলের কোচ আলিপুরদুয়ারের ছেলে সৌরভ চক্রবর্তীর।

শনিবার থেকে দোহায় শুরু হচ্ছে বিশ্ব টিটি। ১১ সদস্যের দল নিয়ে কয়েকদিন আগেই কাতার পৌঁছে গিয়েছে ভারত। কাতারের আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই মূল লক্ষ্য ছিল বলে জানিয়েছেন সৌরভ। শুক্রবার দোহা থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে তিনি বলেছেন, 'আমরা ৬ থেকে ১২ মে বেঙ্গালুরুতে জাতীয় শিবির করেছিলাম। ১৩ মে আমরা কাতার পৌঁছেছি। মূল উদ্দেশ্য ছিল এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। আমাদের প্রস্তুতি খুব ভালো হয়েছে। পদক জেতার বিষয়ে আমি আশাবাদী।'

মহিলাদের সিঙ্গলসে মণিকা বাত্রা, শ্রীজা আকুলার মতো তারকারা খেলবেন। পুরুষদের সিঙ্গলসে নামছেন মানব ঠক্কর, সাথিয়ান গণেশনরা। সৌরভ বলেছেন, 'সিঙ্গলসে মণিকা, শ্রীজা, মানব- এঁরা তিনজন বিশ্বের প্রথম পঞ্চাশের মধ্যে রয়েছেন। বাকিরাও খুব ভালো প্রস্তুতি নিয়েছে। দুটি বিভাগ থেকেই আমি পদকের আশা করছি।' এই প্রথমবার

> সাম্প্রতিক অতীতে ডাবলসে আমরা প্রচুর সাফল্য পেয়েছি। মহিলাদের ডাবলসে ঐহিকা-সুতীর্থা জুটিকে নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই। মিক্সড ডাবলসে মনুশ-দিয়া জুটিও ভালো ছন্দে রয়েছে। এবারে বিশ্ব টিটি-তে ডাবলসে আমাদের পদক জেতার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
> **সৌরভ চক্রবর্তী**

দেশের হয়ে সিনিয়ার পর্যায়ে কোনও প্রতিযোগিতায় খেলবেন বাংলার উদীয়মান টিটি খেলোয়াড় অঙ্কুর ভট্টাচার্য। তাঁর প্রশংসায় সৌরভ বলেছেন, 'অঙ্কুর ১৮ বছর বয়সে সিনিয়ার দলে ঢুকেছে। ও যুব পর্যায়ে দুরন্ত খেলেছে। এই প্রতিযোগিতায় অঙ্কুর অনেক কিছু শিখতে পারবে।'

ডাবলস নিয়ে প্রচণ্ড আশাবাদী কোচ সৌরভ। তাঁর মতে, গত কয়েক বছরে ডাবলসে ভারত অনেক সাফল্য পেয়েছে। বিশ্ব টিটিতেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। সৌরভ বলেছেন, 'সাম্প্রতিক অতীতে ডাবলসে আমরা প্রচুর সাফল্য পেয়েছি। মহিলাদের ডাবলসে ঐহিকা মুখোপাধ্যায়-সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় জুটিকে নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই। মিক্সড ডাবলসে মনুশ শা-দিয়া চিতালের জুটিও ভালো ছন্দে রয়েছে। এবারে বিশ্ব টিটি-তে ডাবলসে আমাদের পদক জেতার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।'

প্রথমদিনে মহিলাদের ডাবলসে ঐহিকা-সুতীর্থা খেলবেন তুরস্কের ওজিয়ে ইয়ালমাক-ইকে হারাক জুটির বিরুদ্ধে। দিয়া-যশস্বী গোপীচাঁদ মুখোমুখি হবেন উজবেকিস্তানের মার্কাভো মাগদিভা-এসেল এরকেইভার জুটির। পুরুষদের ডাবলসে মানব-মনুশ জুটি খেলবে স্লোভানিয়ার পিটার রিবার-ড্যানি কজুলের বিরুদ্ধে। পুরুষদের সিঙ্গলসে মনুশের প্রতিপক্ষ পর্তুগালের থিয়াগো আপোলোনিয়া। মহিলাদের সিঙ্গলসে স্পেনের সোফিয়া-জুয়ান ঝ্যাংয়ের মুখোমুখি হবেন দিয়া।

শীর্ষে রোনাল্ডো

নিউ জার্সি, ১৬ মে : এই নিয়ে পাঁচবার। টানা তৃতীয়বার 'ফোর্বস'এর বিচারে সবচেয়ে বেশি উপার্জনকারী ক্রীড়াবিদদের তালিকায় শীর্ষে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। দুই ধাপ নামলেন লিওনেল মেসি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক পত্রিকাটি ২০২৫ সালে আয়ের ভিত্তিতে ক্রীড়াবিদদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। যেখানে শীর্ষে রয়েছেন চল্লিশ পেরোনো সিআর সেভেন। ২০২২-এর ডিসেম্বরে আল নাসেরে যোগ দেন পর্তুগিজ মহাতারকা। তারপর থেকে মাঠের বাইরেও তাঁর আয় কয়েকগুণ বেড়েছে। বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ২৭৫ মিলিয়ন ডলারে।

চুক্তি আটকে মিলাদিনোভিচের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মে : মরক্কোর ফুটবলার মুরাদ বাতনার সঙ্গে কথা শুরু ইস্টবেঙ্গলের। একজন বিদেশি উইঙ্গারের সন্ধানে ছিলেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। সূত্রের খবর বাতনাকে পছন্দ হয়েছে লাল-হলুদ থিংকট্যাংকের। তাঁকে প্রাথমিক প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। এদিকে, সার্বিয়ান ডিফেন্ডার ইভান মিলাদিনোভিচের সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গেলেও এখনও তাঁকে চুক্তিপত্র পাঠায়নি ইস্টবেঙ্গল। শোনা যাচ্ছে শুক্রবার তাঁর চুক্তিতে সই করার কথা থাকলেও তা হয়নি।

বেঙ্গালুরুতে প্রস্তুতি শুরুর আগে ওয়ার্ম আপে বিরাট কোহলি।

বৃষ্টি 'কাঁটা' নিয়ে
আজ ফের শুরু
আইপিএল

নজরে কোহলি নাইটদের বাঁচার যুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মে : অবিকল অ্যাকশন রিপ্লে!

অষ্টাদশ আইপিএল শুরু হয়েছিল এই ম্যাচটা দিয়ে। ভারত বনাম পাকিস্তান যুদ্ধের আবহে আইপিএল স্থগিত হওয়ার পর ফের যখন শুরু হতে চলেছে প্রতিযোগিতা, তখনও পরস্পরের মুখোমুখি কলকাতা নাইট রাইডার্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

২২ মার্চের পর ১৭ মে। ফের আইপিএল শুরুর অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। কিন্তু তার মাঝেই অনেকটা সময় পার। ইতিহাস হয়ে যাওয়া এই সময়ে ভারতীয় ক্রিকেটে বিস্তর বদল হয়েছে। দুনিয়াকে অবাক করে দিয়ে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু আইপিএলের দুনিয়ায় 'রোবি' জুটি এখনও বর্তমান।

টেস্ট ক্রিকেটে অতীত হয়ে যাওয়া এই জুটির অন্যতম কিং কোহলি শনিবার তাঁর 'সেকেন্ড হোম' এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে খেলতে নামছেন। টেস্ট থেকে অবসরের পর বাইশ গজের লড়াইয়ে কোহলিকে ফের দেখতে পাওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রবল আগ্রহ। জানা গিয়েছে, নাইটদের বিরুদ্ধে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে সাদা জার্সি গায়ে হাজারো বিরাটকে দেখার সম্ভাবনা প্রবল। সঙ্গে রয়েছে বৃষ্টি কাঁটাও। বেঙ্গালুরুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আগামীকাল বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে উদ্যাননগরীতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি কোহলির 'বিরাট' আসরে জল ঢালবে কি না, সময় বলবে। শেষ পর্যন্ত চিন্নাস্বামী বৃষ্টিতে ভাসলে হয়তো নাইটদের প্লে-অফ স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে। নাইটদের তরফে বারবার আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসের খোঁজ নেওয়া হয়েছে আজ।

তার আগে কেকেআর বনাম আরসিবি ম্যাচকে কেন্দ্র করে আইপিএল শুরু হওয়ার মঞ্চে প্রবল স্বস্তি ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে। স্বস্তিতে আরসিবি-ও। কারণ, সৌজন্যে দলের অধিনায়ক রজত পাতিদার। তাঁর আঙুলের চোট পুরো না সারলেও গতকালের পর আজও তিনি সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন। ফলে মনে করা হচ্ছে, আগামীকাল রজতই আরসিবি-র নেতা হিসেবে টস করতে নামবেন। যদিও রাত পর্যন্ত রজতকে নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। তাছাড়া ১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্টে থাকা কোহলিরা নাইটদের হারাতে পারলেই প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেলবেন।

তুলনায় একেবারেই স্বস্তিতে নেই আজিঙ্কা রাহানের কেকেআর। ১২ ম্যাচে ১১ পয়েন্টে থাকা নাইটদের জন্য এখন সব ম্যাচই ফাইনাল। বাকি থাকা জোড়া ম্যাচ জিততেই হবে পরিস্থিতি। তার আগে আজ সন্ধ্যার দিকে কেকেআরের হয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন মণীশ পান্ডে। আইপিএল আচমকা স্থগিত হলেও সেই সময় নাইটরা ফের প্রতিযোগিতা শুরুর আশায় অনুশীলনের মধ্যেই ছিলেন বলে জানিয়েছেন মণীশ। নাইটদের অভিজ্ঞ ব্যাটার বলেছেন, 'পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে আমাদের সবসময় খেলার জন্য তৈরি থাকতে হয়। সেভাবেই মাঝের কয়েকদিনও আমরা অনুশীলনের মধ্যেই ছিলাম। দেশে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হলেও আমরা জানতাম খুব দ্রুত আইপিএল শুরু হবে। তাই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের কোনও সমস্যা নেই।' আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণরা বেঙ্গালুরু পৌঁছে গেলেও মইন আলি, রোভমান পাওয়েলরা ফেরেননি। বাকি থাকা দুই ম্যাচে তাঁদের পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এমন অবস্থায় আরসিবি-র বিরুদ্ধে ম্যাচে নাইটদের প্রথম একাদশ নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। এবারের আইপিএলে এখনও একটাও ম্যাচ না খেলা লুভনিথ সিসোদিয়ার শনিবার অভিষেক হতে পারে। তিনি খেললে দলের প্রথম একাদশের কম্বিনেশন বদলাবে নিশ্চিতভাবেই।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
বনাম
কলকাতা নাইট রাইডার্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : বেঙ্গালুরু

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে আমাদের খেলার জন্য তৈরি থাকতে হয়। সেভাবেই মাঝের কয়েকদিনও আমরা অনুশীলনের মধ্যেই ছিলাম। দেশে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হলেও আমরা জানতাম খুব দ্রুত আইপিএল শুরু হবে।
-মণীশ পান্ডে

এক নজরে

মোট ম্যাচ ৩৫
কেকেআরের জয় ২০
আরসিবির জয় ১৫

চলতি আইপিএলের প্রথম ম্যাচে কেকেআর-কে ৭ উইকেটে হারিয়েছিল আরসিবি।

সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ারের সঙ্গে ফুটবলে মেতে আজিঙ্কা রাহানে।

ঐতিহাসিক ৯০.২৩ মিটার থ্রোয়ের পথে নীরজ চোপড়া। দোহায় শুক্রবার।

নব্বই মিটারের গণ্ডি টপকেও দ্বিতীয় নীরজ

দোহা, ১৬ মে : ক্লস বার্তোনিয়েজের কোচিংয়ে নীরজ চোপড়া ঐতিহাসিক অলিম্পিক সোনা থেকে বিশ্বচ্যাম্পিয়নের শিখর স্পর্শ করেছেন। কিন্তু সব প্রাপ্তির মধ্যেও পানিপথের সোনার ছেলের অধরা থেকে গিয়েছিল ৯০ মিটার থ্রো। জান জেলেজনি প্রশিক্ষকের দায়িত্ব নিতেই নীরজের সেই অপ্রাপ্তিও ঘুচে গেল। ২৯ বছর ধরে এই জেলেজনির দখলেই রয়েছে সবচেয়ে বেশি দূরে জ্যাভলিন ছোড়ার রেকর্ড। দোহা ডায়মন্ড লিগে শুক্রবার নীরজ তৃতীয় প্রয়াসে ছুড়লেন ৯০.২৩ মিটার। তারপরও অবশ্য সাম্প্রতিককালে দ্বিতীয় স্থানে থেকে যাওয়ার গেরো কাটাতে পারেননি তিনি। শেষ তথা পঞ্চম প্রয়াসে জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার ৯১.০৬ মিটার ছুড়ে তাঁকে টপকে যান। প্রথম প্রয়াসেই নীরজ এদিন ছুড়ে দেন ৮৮.৪৪ মিটার। এরপর দ্বিতীয় থ্রো তাঁর ফাউল হলেও তিন নম্বরটিতে তিনি এশিয়ার তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে ৯০ মিটারের গণ্ডি টপকে যান। এরপর মিটে তিনি আগাগোড়া এক নম্বর স্থান ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু শেষবেলায় ওয়েবারের বাজিমাতে তা ফসকে যায়। প্রতিযোগিতায় ভারতের অপর জ্যাভলিন থ্রোয়ার কিশোর জেনা অষ্টম স্থানে শেষ করেছেন।

২০১৮ সাল থেকেই নীরজ চেষ্টা করে এসেছেন ৯০ মিটার পেরোনোর। কিন্তু মাঝে কনুইয়ের চোট ও নানা কারণে কাছে পৌঁছেও লক্ষ্য পূরণ হয়নি তাঁর। গত বছরই তিনি একবার বলেছিলেন, 'আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি ৯০ মিটার পেরোনোর। তবে দোহা হল ৯০ মিটারের জন্য বিখ্যাত।' সেই দোহাতেই তাঁর দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা সফল হল।

ফাইনালের দাবিতে বিক্ষোভ ইডেনের সামনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মে : সরকারি ঘোষণা হয়নি। কিন্তু ইডেন গার্ডেন্স থেকে আইপিএল ফাইনাল আহমেদাবাদে সরে যাওয়ার সম্ভাবনার বিষয়টি সবারই জানা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এমন সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কি রাজনীতির রং রয়েছে? এমনই নানা প্রশ্ন নিয়ে আজ বিকেলে আচমকাই ইডেনের সামনে হাজির হয়ে বিক্ষোভ দেখালেন শ-খানেক ক্রিকেটপ্রেমী। আইপিএল ফাইনাল সরে যাওয়া নিয়ে বিসিসিআইয়ের তরফে এখনও সরকারিভাবে কিছু মন্তব্য করা হয়নি। কিন্তু জানা গিয়েছে, জুনের শুরুতে কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনার কারণে ফাইনাল সরছে। যদিও বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীরা এমন যুক্তির মাথামুণ্ডু বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁরা সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন।

১০ উইকেটে জয় শিলিগুড়ির

ম্যাচের সেরা গৌরব মুন্ডা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ মে : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে শুরু হল সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ মহকুমা ক্রিকেট। প্রথম ম্যাচে শিলিগুড়ি ১০ উইকেটে হারিয়েছে মিরিককে। টসে জিতে মিরিক ১৯.৬ ওভারে ৪০ রানে গুটিয়ে যায়। সায়েদ আলির অবদান ২২ রান। গৌরব মুণ্ডা ২ ওভারে কোনও রান না দিয়েই ২ উইকেট পেয়েছে। জবাবে শিলিগুড়ি ২ ওভারে বিনা উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। গৌরব রেখে এসেছে অপরাজিত ২৯ রান। শনিবার নামবে দার্জিলিং ও কার্সিয়াং।

ফাইনালে বিরাজ-দেবু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ মে : উত্তরবঙ্গ ব্রিজ সংস্থার সহযোগিতায় মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের শান্তিরঞ্জন সাহা, শিশির রায়, সুশীলকুমার রায় ও গৌড়চন্দ্র দাস ট্রফি অকশন ব্রিজে ফাইনালে উঠেছেন বিরাজ দে-দেবু সাহা এবং সুভাষ পাল-মনোজ সরকার। শুক্রবার সেমিফাইনালে বিরাজ-দেবু ৪০৭ পয়েন্টে হারিয়েছেন অমল বসাক-কর্ণজিৎ দাসকে। সুভাষ-মনোজ ৩১৩ পয়েন্টে জিতেছেন রাখাল সরকার-মনা রাহার বিরুদ্ধে। আয়োজকদের তরফে বিকাশ চৌধুরি জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধে ৭টা থেকে ফাইনাল ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ রয়েছে।

গম্ভীরের সঙ্গে আগরকারের গোপন বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মে : গোপন বৈঠক। কখনও দিল্লিতে। আবার কখনও মুম্বইয়ে। একবার নয়, বেশ কয়েক দফায় বৈঠক হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর ও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের।

আর সেই বৈঠকের প্রাথমিক ফল হিসেবে আজ রাতের দিকে সরকারিভাবে ঘোষণা হয়ে গেল ভারতীয় 'এ' দলের। ২০ জুন লিডসে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের পাঁচ টেস্টের সিরিজ। সেই সিরিজের আগে ভারতীয় 'এ' দল যাচ্ছে বিলেত সফরে। আজ রাতে সেই সফরের দল ঘোষণা হয়েছে। যেখানে প্রত্যাশিতভাবে ভারতীয় 'এ' দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ। তিনি 'এ' দলের অধিনায়ক হতে পারেন, এমন সম্ভাবনার কথা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। অভিমন্যু ছাড়াও বিলেত সফরের ভারতীয় 'এ' দলে প্রত্যাশিতভাবেই সুযোগ পেয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল, করুণ নায়ার, ধ্রুব জুরেল, নীতীশ কুমার রেড্ডি, হর্ষিত রানা, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমাররাও। চমক হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন ঈশান কিষানও। ১৭ সদস্যের ভারতীয় 'এ' দল ক্যান্টারবেরি ও নর্দাম্পটনে ইংল্যান্ড লায়ন্স দলের বিরুদ্ধে দুইটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলবে। প্রথম ম্যাচ ৩০ মে থেকে ২ জুন। দ্বিতীয় ম্যাচ ৬-৯ জুন। ১৩-১৬ জুন বেকেনহ্যামে থাকছে ভারতীয় দলের ইনট্রা স্কোয়াড ম্যাচ। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে 'এ' দল ঘোষণার পর জানানো হয়েছে, টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাব্য অধিনায়ক শুভমান গিল ও বি সাই সুদর্শন নর্দাম্পটনে দ্বিতীয় ম্যাচের আগেই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

পালাবদলের মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণার পর বিলেত সফরে 'নয়া' ভারতীয় দলকে দেখা যাবে। সেই দলের ইউএসপি হতে চলেছে তারুণ্যের জোশ। দলের ওপেনিং জুটি থেকে শুরু করে চার নম্বর ব্যাটার, অনেক কিছুই এখন চূড়ান্ত করতে হবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। তার আগে আজ 'এ' দল ঘোষণার মধ্যে দিয়ে 'নয়া' ভারতীয় দলের ইঙ্গিত মিলেছে। আট বছর পর জাতীয় পর্যায়ের কোনও স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন করুণ। তাঁকে চার নম্বরে খেলানোর ভাবনা রয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। 'এ' দলের হয়ে বিলেত সফরে তিনি কেমন পারফর্ম করেন, সেদিকে নজর থাকবে কোচ গম্ভীরের।

আপাতত টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীর প্রবল চাপে। রোহিত-বিরাটদের অবসরের পর ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের কাঠগড়ায় গম্ভীর। ফলে আসন্ন ইংল্যান্ড সফর তাঁর জন্য নিশ্চিতভাবেই অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে। এহেন গম্ভীরকে বিসিসিআই দল নির্বাচন নিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে বলে খবর। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকারের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে ভারসাম্য রেখে দল নির্বাচন করতে চাইছেন কোচ গম্ভীর। রোহিতের উত্তরসূরি হিসেবে জসপ্রীত বুমরাহর চেয়ে শুভমানে অনেক বেশি ভরসা দেখাচ্ছেন গম্ভীর। হবু ভারত অধিনায়ক শুভমানের সঙ্গেও তিনি আলাদাভাবে আলোচনা করেছেন বলে খবর। তার মধ্যেই আজ ভারতীয় 'এ' দল ঘোষণার মধ্যেও চমক দিয়েছেন গম্ভীর-আগরকার জুটি।

ভারতীয় 'এ' দলের অধিনায়ক বাংলার অভিমন্যু

ঘোষিত দল

অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, করুণ নায়ার, ধ্রুব জুরেল, নীতীশ কুমার রেড্ডি, শার্দূল ঠাকুর, ঈশান কিষান, মানব সুথার, তনুষ কোটিয়ান, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ, হর্ষিত রানা, অংশুল কম্বোজ, খলিল আহমেদ, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, সরফরাজ খান, তুষার দেশপান্ডে ও হর্ষ দুবে।

প্রয়াত প্রাক্তন ক্রীড়া সাংবাদিক ধীমান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মে : প্রয়াত হলেন প্রাক্তন ক্রীড়া সাংবাদিক ধীমান দত্ত। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। বেশ কিছুদিন ধরে স্নায়ুর রোগে ভুগছিলেন তিনি। ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে ধীমানের বলিষ্ঠ লেখনী আকৃষ্ট করেছিল বাংলার পাঠককুলকে। অসম্ভব ঠান্ডা মাথার মানুষ এই প্রাক্তন ক্রীড়া সাংবাদিক। ১৯৮৬ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আজকালের ক্রীড়া সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ধীমান। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে আজকাল পত্রিকার খেলার পাতা রীতিমতো জনপ্রিয় হয়েছিল। শুধু আজকাল পত্রিকা নয়, খেলা ম্যাগাজিনকেও নিয়ে গিয়েছিলেন অনন্য উচ্চতায়।

শুক্রবার দুপুরে নিজের বাড়িতেই প্রয়াত হন ধীমান। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও এক নাতিকে। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাংলার ক্রীড়া মহলে।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন ডিএফইউসি ইন্ডিয়ান্সের সোনুকুমার সিং।

ফাইনালে ডিএফইউসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ মে : স্বস্তিকা যুবক সংঘের শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফিতে ফাইনালে উঠল উত্তর দিনাজপুরের ডিএফইউসি ইন্ডিয়ান্স। শুক্রবার তারা ৪ উইকেটে হারিয়েছে মালদার ডিএম সুপার জায়েন্টসকে। ডিএফইউসি অধিনায়ক সোনুকুমার সিংয়ের (১৮/৪) দাপটে ডিএম ১৯.২ ওভারে ১১৯ রানে অল আউট হয়। তাদের অভিষেক কুমার (২৭) ও অভিশান্ত (২৫) ছাড়া কেউ কুড়ির গণ্ডি টপকাননি। জবাবে ডিএফইউসি ১৭.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১২২ রান তুলে নেয়। শিবা সিং (২৪), দোবল একাংশ (অপরাজিত ২৪) ও রাজেশ সিংয়ের (২০) কাঁধে চেপে তারা লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। গতরাতে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে সাড়া ফেলে দেওয়া মায়াঙ্ক রাওয়াতকে এদিন ৫ রানে ফিরিয়ে দেন মিথিলেশ দাস (২৪/২)। আজ ম্যাচের মাঝে একটি ছক্কা ক্যাচ করে এক দর্শক আয়োজকদের তরফে গ্যাস ওভেন উপহার পেয়েছেন।

বাগান সচিবকে পালটা তোপ সৃঞ্জয়-কুণালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মে : এক সংবাদ প্রকাশকে কেন্দ্র করে মোহনবাগান ক্লাবের শাসক ও বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি ও ব্যক্তিগত আক্রমণ প্রকাশ্যে!

ছিল ক্লাব সভাপতি টুটু বসুর পদত্যাগপত্র নিয়ে কার্যনির্বাহী সমিতির সভা। যা শেষপর্যন্ত পরিণত হল একে অপরকে আক্রমণে। একদিকে সৃঞ্জয় বসুকে আইনি নোটিশ পাঠালেন দেবাশিস দত্ত। পালটা তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সৃঞ্জয়। শুধু তাই নয়, সভা থেকে বেরিয়েই দেবাশিসের মস্তিষ্কের সুস্থতা আছে কিনা ঘুরিয়ে আবার সেই প্রশ্ন তুললেন ক্লাবের সহ সভাপতি কুণাল ঘোষ। সবমিলিয়ে এদিন বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মোহনবাগান ক্লাবের দুই পক্ষের তর্জাকে ঘিরে সরগরম ময়দান। এদিন ফের কার্যনির্বাহী সমিতির সভা ডাকা হয় টুটুবাবুর পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে কিনা তা নিয়ে। সভার পর কুণাল বলেছেন, 'মোহনবাগান ক্লাবে টুটুবাবুর কী অবদান তা সারা বাংলার মানুষ এবং আপামর মোহনবাগানিরা জানেন। এরকম একজন মানুষের পদত্যাগপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার যোগ্যতা আমাদের নেই। তাই এই বিষয়ে আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিলাম না।' এছাড়া এদিনের সভায় নির্বাচন পরিচালন কমিটি থেকে তিন সদস্য পদত্যাগ করায় নতুন তিনজনকে নেওয়া হয়। বিশ্বব্রত বসুমল্লিক, অভিষেক সিনহা ও শৌমিক মিটার সরে দাঁড়ালে নতুন নেওয়া হল বিশ্বরূপ দে, সুকোমল রায় ও অসীম মৌলিককে। এই সাংবাদিক সম্মেলনের পরই ক্লাবের গেটের বাইরে গিয়ে সচিব দেবাশিস ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেন, 'আমি একটি সংবাদপত্রকে আইনি নোটিশ পাঠাচ্ছি। কারণ ওই সংবাদপত্রে মোহনবাগান ক্লাবের নামে কুৎসা করা হয়েছে। এখানে চিরকালই বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ক্লাবের সদস্য হিসাবে আসেন। তার মধ্যে কোনও রাজনীতি থাকে না। কিন্তু ওই কাগজে তৃণমূলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়টি মোহনবাগান কাজে লাগাচ্ছে বলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা।' তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে একজন তৃণমূলের নেতা এবং ক্লাবের সহ সভাপতি ওই সংবাদপত্রের সঙ্গেও যুক্ত। তাঁর অনুমোদন ছাড়া কি এটা ছাপা হতে পারত? তখন দেবাশিস বলেছেন, 'উনি সরকারিভাবে আর ওই কাগজের সঙ্গে নেই সেটা উনিই আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন।' তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কুণালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, 'আমি ওই কাগজের সঙ্গে আছি তাই আমি কোনও খবরের দায়ই এড়িয়ে যেতে পারি না। আমার মনে হয় সচিবের অ্যালঝাইমার্স হয়েছে। উনি সেই কারণে ভুলে যাচ্ছেন সবকিছু। নাহলে অন্য একটি কাগজেও মোহনবাগানের নির্বাচন এবং রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা লেখা হল। অথচ তিনি তা নিয়ে একটিও কথা বললেন না। তাহলে কি ধরে নেব যে, ওখানে যা ছাপা হয়েছে সেটা ওর অনুমোদনে হয়েছে বা তিনিই করিয়েছেন। আসলে গরম পড়েছে তো! তাই নানারকম সমস্যা হতেই পারে।'

এরপরই সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন সৃঞ্জয়। তিনি সরাসরি সচিবকে আক্রমণ করে বলেন, 'দেবাশিসদার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলতে হচ্ছে। নাহলে আমার কাগজে যা ছাপা হয়েছে তাতে তৃণমূল কংগ্রেসে কোনও গোষ্ঠী রাজনীতি নেই বলা হয়েছে। অথচ তিনি বললেন ঠিক উলটো। মোহনবাগানের নোটিশ দেওয়া বা ওর ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সময়ে তিনি আমার সঙ্গে দারুণ আচরণ করেন। আর বাইরে আমার সম্পর্কে এভাবে অপমান করছেন, এটা মেনে নেওয়া যায় না। আর আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে যে বিবাদ লাগানোর চেষ্টা করছেন, এটার ফল তিনি পাবেন।' আইনি নোটিশের উত্তর দিচ্ছেন বলে জানান তিনি। তবে এরইমধ্যে উল্লেখযোগ্য, এদিন বেশ কয়েকবার দেবাশিসের 'আমি যদি নির্বাচনে না দাঁড়াই বা আমার দল যদি না দাঁড়াতে দেয়,' বলা। যা নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে মোহনবাগানে।

আইনি নোটিশ দেবাশিসের